পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত

ওয়াশ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
২৯, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকাশক ও : জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
স্বত্তাধিকারী ২৯, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সহযোগিতায় : বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি (ম্যাব), বাংলাদেশ।

মুদ্রণকাল : মার্চ, ২০২৫

প্রচ্ছদ ডিজাইন :

ISBN :

মূল্য :

মুদ্রণ :

সম্পাদনা

পরিমল কুমার দেব
প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি (ম্যাব)

প্রণয়নকারী

মো: সবুর হোসেন, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ)
মো: এমদাদুল হক চৌধুরী, যুগ্ম সচিব, পলিসি সাপোর্ট ইউনিট, স্থানীয় সরকার বিভাগ
মো: শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ)
প্রত্যয় হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব
কামরুন নাহার, উপপরিচালক, এনআইএলজি
প্রত্যাশা, স্যানিটেশন পলিসি এডভোকেসী অফিসার, MuNASS-II, ম্যাব
সুব্রত পল, প্রতিনিধি, আইটিএন-বুয়েট

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
২৯, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.nilg.gov.bd

মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এবং জনগণের মৌলিক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের মৌলিক সেবাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্যানিটেশন সম্পর্কিত সেবাসমূহ। পৌরসভাগুলোকে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত কার্যক্রমে দায়িত্বশীল এবং কার্যকরী ভূমিকা পালনে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনআইএলজি পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য "ওয়াস সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল" প্রণয়ন করেছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পৌরসভা একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এ সেক্টরে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি (ম্যাব)" এর সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ, এনআইএলজি, ম্যাব এবং আইটিএন-বুয়েট সমন্বয়ে একটি টিম গঠন করা হয়। টিম প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করেছে। ওয়াস সম্পর্কিত মোট ৪টি বিষয় (পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য) নিয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ম্যানুয়ালটি পৌরসভার ওয়াস সম্পর্কিত আইন ও বিধি বিধানের আলোকে এবং পৌরসভার বাধ্যবাধকতাকে গুরুত্বারোপ করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটির কারিকুলাম কর্মশালায় উপস্থাপন করে ওয়াস সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মশালায় স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর নগর উন্নয়ন অধিশাখার প্রতিনিধিবৃন্দ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, নিয়োজিত কর্মকর্তা, ম্যাব, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং এনআইএলজি'র অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামতের আলোকে কারিকুলামটি সমৃদ্ধ করে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটি প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে ম্যাব এর বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

অল্প সময়ে ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে বিধায় এতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। সময়ে সময়ে এনআইএলজি ম্যানুয়ালটি হালনাগাদ করবে। আমি মনে করি পৌরসভার ওয়াস সম্পর্কিত স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ও অন্যান্যরা এ ম্যানুয়াল থেকে উপকৃত হবেন।

মো : আবদুল কাইয়ুম
মহাপরিচালক

ভূমিকা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পৌরসভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর। পৌরসভা স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নাগরিকদের মৌলিক সেবাপ্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। পৌরসভাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার এবং নাগরিক সেবা কার্যকরভাবে প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন আইন, বিধি-বিধান ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। পৌরসভা হতে প্রদেয় অন্যতম সেবা হলো ওয়াস সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ। ওয়াস সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলো পৌর নাগরিকগণের প্রতিদিনের প্রয়োজন ও চাহিদা। পাশাপাশি ওয়াস কার্যক্রমনগুলোর মাধ্যমে একটি নান্দনিক নগর গড়ে তোলা হয়েছে থাকে। এ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এনআইএলজি ওয়াস সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়গুলোকে সমন্বিত করে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করে। এ উদ্যোগে ম্যাব এনআইএলজি-এর সাথে থেকে সহযোগিতা করেছে।

এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি পৌরসভার ওয়াস সম্পর্কিত সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সেবার উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকার সাধারণ নাগরিকের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে পৌরসভাকে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এর ফলে পৌরসভা একটি জনবান্ধব ও নান্দনিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পাবে বলে বিশ্বাস করি।

ম্যাব এর সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ, এনআইএলজি ও আইটিএন-বুয়েট এর একটি টিম প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করেছে। কর্মকর্তাগণ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সময়ে ম্যানুয়েলটি প্রণয়ন করেছেন। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটির কারিকুলাম ভেলিডেশন কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে অভিজ্ঞ মতামত প্রদান করে এটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়াও, জনাব শামীম আহসান চৌধুরী, প্রকল্প ব্যবস্থাপনক (MuNASS, UCLG ASPAC) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সরবরাহ করে ম্যানুয়ালটিকে সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছেন।

Gates Foundation এবং Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, Secretery General, UCLG Asia Pacific এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রস্তুত করায় অসাবধানতাবশতঃ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। ম্যানুয়েলটি সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে কোন সুপারিশ বা পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

পরিমল কুমার দেব
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পৌরসভা সমিতি (ম্যাব)

সূচিপত্র

মডিউল	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
পৌরসভার পানি সরবরাহ কার্যক্রম	পানি সরবরাহ সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা এবং বর্তমান পরিস্থিতি	
	পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপসমূহ	
	পানি সরবরাহে পৌরসভার দায়িত্ব	
	পানি সরবরাহে পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীগণের ভূমিকা	
	পৌরসভার পানি সরবরাহ কর্মসূচির বিভিন্ন প্রযুক্তি	
	পৌরসভার পানি সরবরাহ কর্মসূচি মনিটরিং	
	এসডিজি-৬ অর্জনে পৌরসভার পানি সরবরাহ কার্যক্রমের সাযুজ্যতা স্থাপন	
	নারী বান্ধব পানি সরবরাহ কর্মসূচি (এসডিজি-৫)	
	এসডিজি লোকালাইজেশন ও পানি সরবরাহ কার্যক্রম	
পৌরসভার স্যানিটেশন কার্যক্রম	স্যানিটেশনের মৌলিক ধারণা এবং বর্তমান পরিস্থিতি	
	বাংলাদেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থার চিত্র	
	স্যানিটেশন কর্মসূচি ও এসডিজি	
	স্যানিটেশন সম্পর্কিত জাতীয় পদক্ষেপ	
	পৌরসভার স্যানিটেশন কর্মসূচি মনিটরিং	
	স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভার দায়িত্ব	
	স্যানিটেশন কর্মসূচিতে পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও নিয়োজিত কর্মচারিগণের দায়িত্ব	
স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা	
	স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত গৃহিত পদক্ষেপ	
	পৌরসভার স্বাস্থ্যবিধি এবং জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম	

	পৌরসভার নিয়োজিত কর্মচারি ও সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি	
	এসডিজি-৬ বাস্তবায়নে পৌরসভার স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রমের সাযুজ্যতা স্থাপন	
পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	বর্জ্য সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা	
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও এসডিজি	
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় নীতি	
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পৌরসভার আইনগত ভিত্তি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য	
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নির্বাজিত জনপ্রতিনিধিগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য	
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পৌরসভার নিয়োজিত কর্মচারীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য	
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 3R ও 5R	
	বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন প্রক্রিয়া	
	বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভালো শিখন	
সংযুক্তি	পৌরসভা স্যানিটেশন উপ-আইন, ২০২৪ (নমুনা)	

পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত

বিষয়ভিত্তিক ওয়াশ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

মডিউল:

পৌরসভার পানি সরবরাহ কার্যক্রম

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
২৯, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

পানি সরবরাহ সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা এবং বর্তমান পরিস্থিতি

১.১ সুপেয়/নিরাপদ পানি

পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান হলো পানি। পৃথিবীর মোট আয়তনের ৭০ ভাগ জুড়ে রয়েছে পানি। কিন্তু সব পানি ব্যবহার উপযোগী নয়। পথিবীর মোট জলভাগের ৯৭.৩ ভাগ হচ্ছে লোনা পানি আর বাকি ২.৭ ভাগ হচ্ছে স্বাদু পানি। বিশ্বে স্বাদু পানির প্রায় ৬৯ ভাগ রয়েছে ভূগর্ভে আর প্রায় প্রায় ৩০ ভাগ মেরু অঞ্চলে বরফের স্তর হিসেবে জমা আছে এবং মাত্র ১ ভাগ আছে নদী ও অন্যান্য উৎসে।

সুপেয় বা স্বাদু বা মিঠা পানি হলো এমন পানি বা জল যাতে লবন নেই বা থাকলেও তাতে লবনের পরিমান খুবই কম। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট শৈলপ্রাচীর, জলপ্রপাত, হ্রদ, নদী, তুষারপাত, বরফ ইত্যাদি পানিবাহী মাধ্যমগুলো সুপেয় পানির প্রধান উৎস। সুপেয় পানির সহজলভ্যতা পানি নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পানি সরবরাহ সেবা সর্বজনীন, সামর্থ্যের নাগালে ও টেকসই সহজলভ্যতা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬ এর প্রথম দু'টি লক্ষ্যমাত্রার কেন্দ্রবিন্দু। ৬.১ লক্ষ্যমাত্রায় সবার জন্য সুপেয় পানি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। ২০১৭ সালের প্রাক্কলন অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৮৪ কোটি ৪০ লক্ষ্য লোক নিরাপদ ও নির্মল সুপেয় পানির ব্যবস্থা ছাড়া বাস করেছে।

সুপেয় পানির সংকটের কারণ

কানাডার ট্রেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক গ্রাহাম কোগিল এর তথ্যমতে, "ইন্দো-গাঙ্গেয় সমতলে অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রায় ৬০ কোটি মানুষ বাস করে এবং তারা খুবই অনিয়ন্ত্রিত ও অতি ঝুকিপূর্ণ হারে মাটির নিচের পানি তুলছে। অনেক গবেষকের মতে এ বেসিনের ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রায় অর্ধেক ব্যবহারের অযোগ্য। কারণ, এতে লবণাক্ততা ও আর্সেনিকের মাত্রা অনেক বেশি। তাই এগুলো পান করা বা কৃষিকাজসহ গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী। বাংলাদেশে কৃষি কাজে ব্যবহৃত মোট পানির ৭৮ ভাগ পানি হচ্ছে ভূ-গর্ভস্থ। যে হারে পানি উত্তোলিত হয় প্রকৃতিগতভাবে সে হারে পানি মাটির নিচে সে সব ভূ-গর্ভস্থ অ্যাকুইফায়ারে যুক্ত হয় না।

বাংলাদেশে পানি সংকটের অনেক কারণ রয়েছে। বাংলাদেশের পানি নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথের তথ্য মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাবে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া, বৃষ্টির পরিমান কমে যাওয়া, নদী শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় সেচের পানির পাশাপাশি সুপেয় পানির পরিমানও কমতে শুরু করেছে। এছাড়ও নদীগুলোতে পলি জমা হয়ে নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করছে। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবেও মিঠা পানির সংকট দেখা দিচ্ছে। যেমন- মেরু

অঞ্চলে জমে থাকা বরফের স্তূপ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে উপকূলীয় অঞ্চলে লোনা পানির প্রবেশ বাড়ছে।

ভূ-উপরিভাগের পানির ক্রমাগত দূষণ হচ্ছে যেমন- কল-কারখানার তরল ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ জমাকরণ, পয়ঃনিষ্কাশন ও অন্যান্য ময়লা আবর্জনা পানিতে নিষ্কাশনের কারণে পানিতে স্থায়ী দূষণ হচ্ছে। ভূ-উপরিভাগের পানি দূষনের উল্লেখযোগ্য দূষকগুলো হলো- তরল বর্জ্য পদার্থ যেমন- মলমূত্র, বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক, এসিড, পারদ, ইত্যাদি ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ যেমন-বিভিন্ন প্রকার লবন, ধাতব পদার্থ, বিভিন্ন প্রকার সার ইত্যাদি। বিষাক্ত জৈব দূষক যেমন- কীট-পতঙ্গ নাশক, পলি ক্লোরিনেটেড বাই ফিনাইল, পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক, হাইড্রোকার্বন, পেট্রোলিয়াম ও বিষাক্ত অজৈব দূষক মেন ধাতব লবন, পারদ, সীসা, তামা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক, নাইট্রেট, নাইট্রাইট ইত্যাদি পানি দূষনে অন্যতম ভূমিকা রাখে।

সুপেয় পানির সংকটের প্রভাবঃ

জনস্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাবঃ সুপেয় বা নিরাপদ পানির সংকট সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে। মেডিক্যাল সায়েন্স অনুযায়ী মানুষের শরীরে পর্যাপ্ত পানি না পেলে বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। যেমন- অস্বাভাবিক রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, অবসাধগ্রস্ততা, পেশিতে ব্যাথা, মুখে দূর্গন্ধ, বৃক্কে পাথর, কোষ্টকাঠিন্য ইত্যাদি। সুপেয় পানির পরিবর্তে দূষিত পানি পান করলে বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ দেখা দেয়। যেমন- ডায়ারিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ও বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগ। জৈব ও অজৈব দূষকযুক্ত পানি পান করলেও বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। তার মধ্যে চর্ম রোগ, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হওয়া যেমন-যকৃত বিকল, কিডনীর কার্যকারিতা নষ্ট হওয়া, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, ফুসফুসের কার্যকারিতা ধ্বংস হওয়া, মাথাব্যাথা, বমি হওয়া ইত্যাদি। ভারী ধাতু মিশ্রিত পানি পান করলে যেসব ক্ষতি হতে পারে তার মধ্যে দেহের এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট, মস্তিষ্কের ক্ষয়, হাড় ক্ষয়, পঙ্গুত্ব ইত্যাদি।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবঃ মিঠা পানির সংকট দেখা দিলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন-সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে অনেক মানুষ তাদের বসত-ভিটা ও কৃষি জমি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ভূ-গর্ভস্ত পানির স্তর প্রতি বছর নিচে নেমে যাচ্ছে এবং এতে মানব বসতি এলাকায় লোনাপানি প্রবেশের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। ঘূর্ণিছড়ের তান্ডবে জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্র থেকে আসা লোনাপানির প্রভাবে নষ্ট হচ্ছে ফসলি জমি, মাছের ঘের, নদী, পুকুর, খাল, বিলের পানি। শুষ্ক মৌসুমে বিশেষ করে চৈত্র মাসে পানির স্তর নিচে নেমে যায় এবং সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। সমতলের কোন কোন জায়গায় মানুষ পুকুরের পানি খেতে বাধ্য হয়। পাহাড়ী ও উপকূল অঞ্চলে সুপেয় বা নিরাপদ পানির সংকট তীব্র আকার ধারণ

করে। অনেক সময় ১০ কিমি পথ অতিক্রম করে সুপেয় বা নিরাপদ পানি সংগ্রহ করে থাকেন। শুষ্ক মৌসুমে অনেক বন্য প্রাণী মারা যায় পানির অভাবে। কারণ আশেপাশের জলাধার শুকিয়ে যাওয়ায় মানুষের মত অন্যান্য প্রাণীরাও পানি সংকটের সম্মুখীন হয়। গাছপালাসহ জীব ও প্রতিকূলের উপর এটি মারাত্মক প্রভাব ফেলে থাকে।

নিরাপদ সুপেয় পানির গুণমান

সুপেয় পানির গুণমান হলো সরকারি বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকা বা প্রবিধান যা সুপেয় পানির বিভিন্ন দূষক এবং প্যারামিটারগুলির গ্রহণযোগ্য মাত্রা নির্ধারণ করে, যাতে মানুষের ব্যবহারের জন্য এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। এ মানগুলি সুপেয় জলে উপস্থিত সম্ভাব্য ক্ষতিকারক পদার্থের সীমা নির্দিষ্ট করে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করতে সহায়তা করে।

সুপেয় পানির মানগুলিতে সাধারণত নিয়ন্ত্রিত বা নিরীক্ষণ করা কিছু মূল পরিমিতি/প্যারামিটার এবং দূষকগুলির মধ্যে রয়েছে:

মাইক্রোবায়োলজিক্যাল দূষক: এর মধ্যে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি (যেমন ই. কোলাই, গিয়ার্ডিয়া এবং ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম) যা পানিবাহিত রোগের কারণ হতে পারে।

রাসায়নিক দূষক: এ বিভাগে ভারী ধাতু (সীসা, আর্সেনিক, পারদ ইত্যাদি), কীটনাশক, শিল্প রাসায়নিক, জীবাণুনাশক উপজাত (যেমন ক্লোরিন নির্বীজন থেকে ট্রাইহালোমেথেনস) এবং অন্যান্য জৈব এবং অজৈব যৌগগুলির মতো বিভিন্ন পদার্থ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

ভৌতিক দূষক: এর মধ্যে টারর্বিডিটি (পরিষ্কারতা), রঙ, গন্ধ এবং স্বাদের মতো কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত যা সরাসরি স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে না তবে দূষকগুলির উপস্থিতি নির্দেশ করতে পারে বা ভোক্তার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

সুপেয় পানির মানগুলি সাধারণত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (EPA), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)

এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির মতো জাতীয়ি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দূষণকারীর সাথে যুক্ত স্বাস্থ্য ঝুঁকির সর্বশেষ ধারণা প্রতিফলিত করতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে এ মানগুলি নিয়মিত আপডেট করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ডাব্লুএইচও (WHO) সুপেয় পানির গুণমানের জন্য নির্দেশিকা সেট করে, বিভিন্ন দূষণকারীর জন্য সুপারিশ এবং মানদণ্ড প্রদান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, নিরাপদ সুপেয় পানি আইনের অধীনে জনসাধারণের সুপেয় জলে নিয়ন্ত্রিত দূষকগুলির জন্য EPA সর্বোচ্চ দূষিত মাত্রা নির্ধারণ করে। বিভিন্ন দেশের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ জনসাধারণের নিকট সরবরাহকৃত পানিয় জলের গুণমান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পানির ট্রিটমেন্ট, নিয়মিত পর্যাবেক্ষণ এবং পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলস ২০২৩ (ইসিআর ২০২৩) অনুযায়ী সুপেয় পানির গুণগত মানের প্যারামিটার নির্ধারণ করা আছে।

সুপেয় পানির মানমাত্রা (ইসিআর ২০২৩ অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	পানির গুণমানের প্যারামিটার	একক	মানমাত্রা
১	ফিকাল কলিফর্ম	সি.এফ.এউ./১০০ মি.লি.	০
২	সার্বিক কলিফর্ম	সি.এফ.এউ./১০০ মি.লি.	০
৩	রেসিডুয়াল ক্লোরিন	মি.গ্রা./লি.	০.২০
৪	নাইট্রেট	মি.গ্রা./লি.	৪৫
৫	আর্সেনিক	মি.গ্রা./লি.	0.0৫

ক্রমিক নং	পানির গুণমানের প্যারামিটার	একক	মানমাত্রা
৬	টারবিডিটি	এনটিইউ	৫
৭	অ্যালুমিনিয়াম	মি.গ্রা./লি.	০.২০
৮	অ্যামোনিয়াম	মি.গ্রা./লি.	১.৫০
৯	বেরিয়াম	মি.গ্রা./লি.	০.৭০
১০	বেনজিন	মি.গ্রা./লি.	০.০১
১১	বোরন	মি.গ্রা./লি.	১.০
১২	ক্যাডমিয়াম	মি.গ্রা./লি.	০.০০৩
১৩	ক্যালসিয়াম	মি.গ্রা./লি.	৭৫
১৪	ক্লোরাইড	মি.গ্রা./লি.	২৫০*
১৫	কার্বনটেট্রা ক্লোরাইড	মি.গ্রা./লি.	০.০০৫
১৬	১,১ ডাইক্লোরো ইথেন	মি.গ্রা./লি.	০.০৩
১৭	১,২ ডাইক্লোরো ইথেন	মি.গ্রা./লি.	০.০৩
১৮	টেট্রাক্লোরো ইথেন	মি.গ্রা./লি.	০.০৪
১৯	ট্রাইক্লোরো ইথেন	মি.গ্রা./লি.	০.০২
২০	পেন্টাক্লোরো ফেনল	মি.গ্রা./লি.	০.০০৯
২১	২,৪,৬ ট্রাইক্লোরো ফেনল	মি.গ্রা./লি.	০.২০
২২	ক্লোরোফর্ম	মি.গ্রা./লি.	০.০৯
২৩	সার্বিক ক্রোমিয়াম	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
২৪	বর্ণ	হেজন একক	১৫

ক্রমিক নং	পানির গুণমানের প্যারামিটার	একক	মানমাত্রা
২৫	কপার	মি.গ্রা./লি.	১.৫
২৬	সায়ানাইড	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
২৭	ফ্লোরাইড	মি.গ্রা./লি.	১.০
২৮	খরতা $CaCO_3$ হিসেবে	মি.গ্রা./লি.	৫০০
২৯	লৌহ	মি.গ্রা./লি.	০.৩-১.০
৩০	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন	মি.গ্রা./লি.	১.০
৩১	লেড	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৩২	ম্যাগনেশিয়াম	মি.গ্রা./লি.	৩০-৩৫
৩৩	ম্যাংগানিজ	মি.গ্রা./লি.	০.৪
৩৪	মার্কারি	মি.গ্রা./লি.	০.০০১
৩৫	নিকেল	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
৩৬	নাইট্রাইট	মি.গ্রা./লি.	১.০
৩৭	গন্ধ	-	গন্ধহীন
৩৮	তৈল ও গ্রিজ	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৩৯	পিএইচ (pH)	-	৬.৫-৮.৫
৪০	ফেনল যৌগাদি	মি.গ্রা./লি.	০.০০২
৪১	পটাশিয়াম	মি.গ্রা./লি.	১২
৪২	তেজস্ক্রিয় বস্তুসমূহ সার্বিক আলফা বিকিরণ	বিকিউ/লি.	০.১

ক্রমিক নং	পানির গুণমানের প্যারামিটার	একক	মানমাত্রা
৪৩	সার্বিক বিটা বিকিরণ	বিকিউ/লি.	১.০
৪৪	সেলিনিয়াম	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৪৫	সিলভার	মি.গ্রা./লি.	০.০২
৪৬	সোডিয়াম	মি.গ্রা./লি.	২০০
৪৭	প্রলম্বিত কঠিন বস্তু কণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০
৪৮	সালফাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড হিসেবে	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
৪৯	সালফেট	মি.গ্রা./লি.	২৫০
৫০	সার্বিক দ্রবীভূত দ্রব্য (TDS)	মি.গ্রা./লি.	১০০০
৫১	উষ্ণতা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	২০-৩০
৫২	টিন	মি.গ্রা./লি.	২.০
৫৩	জিংক	মি.গ্রা./লি.	৫.০
৫৪	অ্যালড্রিন ও ডাই অ্যালড্রিন	মাইক্রো গ্রা./লি.	০.০৩
৫৫	অ্যানায়নিক ডিটারজেন্ট	মি.গ্রা./লি.	০.২

নোটঃ *সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় ১০০০ মি গ্রা/লি

১.২ পানির উৎসসমুহ এবং বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াসমূহ

পানি পৃথিবীর একটি অত্যন্ত মৌলিক এবং অপরিহার্য সম্পদ। এটি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, পানি না থাকলে জীবন অসম্ভব। বর্তমানে বিশ্বের অনেক অঞ্চলে পানি সম্পদ মানুষের জন্য বৃহৎ সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অনেক দেশে পানির অভাব হয়ে আসছে যা তাদের জীবনের নিরাপত্তা ও উন্নতির বাধা তৈরি করছে। বন্যা, জলপ্রপাত, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে বিশ্বের পানির সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশেও পানি সম্পদের ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্রের স্তর বেড়েই চলেছে এবং পানির সমস্যা এলাকার উন্নতি ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে, যেমন: বন্যা , তুফান ইত্যাদি। অতএব, পানি সম্পদ ব্যাবহারের প্রতি অনেক যত্নবান হতে হবে।

পানির উৎসসমুহ

পানির উৎস বলতে পানির উৎপত্তিস্থলকে বুঝায়। সাধারনতঃ যেসকল জায়গা থেকে পানি পাওয়া যায় তাকেই পানির উৎস বলে। যেমন- নদী, স্রোত, হ্রদ, জলাধার, ঝর্ণা, ভূগর্ভস্থ পানি ইত্যাদি যা পানের পানি কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অবস্থায় বিরাজ করে। সাগর ও মহাসাগর পৃথিবীতে পানির প্রধান উৎস হওয়ার পরও তা পানের অযোগ্য অতিমাত্রায় লবনাক্ত হওয়ার কারনে। মিঠা পানির উৎস হিসেবে ভূপৃষ্ঠের পানি, ভূগর্ভস্থ পানি এবং বৃষ্টির পানি উল্লেখযোগ্য। মিঠা পানির পরিমাণ মোট পানির মাত্র এক শতাংশ।

সুপেয় পানীর প্রধান উৎসসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো:

- ✓ ভূপৃষ্ঠের পানি
- ✓ ভূগর্ভস্থ পানি
- ✓ বৃষ্টির পানি

ভূপৃষ্ঠের পানির

ভূপৃষ্ঠের পানির উৎস হল পৃথিবীর পৃষ্ঠে বা ভূত্বকের উপরিস্থ অংশে পাওয়া পানির যে কোনও অংশ, যার মধ্যে সমুদ্রের নোনা পানি এবং নদী, স্রোত এবং হ্রদের মিঠা পানি উভয়ই রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের পানির একটি অংশ সারা বছর ধরে বা বছরের কিছু সময় ধরে থাকতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠের পানি ক্রমাগত জলাশয় থেকে বাষ্পীভূত হচ্ছে, ভূগর্ভস্থ পানির সরবরাহে প্রবেশ করছে এবং বৃষ্টি ও তুষার দ্বারা পরিপূর্ণ হচ্ছে।

ভূপৃষ্ঠে তিন ধরনের পানি রয়েছে: বহুবর্ষজীবী, ক্ষণস্থায়ী এবং মানবসৃষ্ট। বহুবর্ষজীবী, বা স্থায়ী, ভূপৃষ্ঠের পানি সারা বছর ধরে থাকে এবং সামান্য বৃষ্টিপাত হলে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে পুনরায় পূরণ হয়। ক্ষণস্থায়ী, বা আধা-স্থায়ী, ভূপৃষ্ঠের পানি বছরের মাত্র কিছু সময়ের জন্য বিদ্যমান। ক্ষণস্থায়ী পৃষ্ঠের পানির মধ্যে রয়েছে ছোট খাঁড়ি, লেগুন এবং পানির গর্ত। মানবসৃষ্ট পৃষ্ঠের পানি কৃত্রিম কাঠামোতে পাওয়া যায়, যেমন বাঁধ এবং নির্মিত জলাভূমি (কনস্ট্রাটেড ওয়েটল্যান্ড)। যেহেতু ভূগর্ভস্থ পানির তুলনায় ভূ-পৃষ্ঠের পানি সহজলভ্য, তাই এটি অনেক মানুষের ব্যবহারের জন্য নির্ভরশীল উৎস । এটি পানির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং কৃষিজমির সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভূগর্ভস্থ পানি

বিশুদ্ধ পানির বিশাল আধার ভূগর্ভস্থ পানি। বিশ্বের ৯৭ শতাংশ বিশুদ্ধ পানির উৎস এ ভূগর্ভস্থ পানি। সাধারণত ভূগর্ভস্থ পানি বলতে সেই পানিকে ভাবা হয় যা অগভীর একুইফারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, কিন্তু, প্রায়োগিক অর্থে, মাটির আর্দ্রতা, পারমাফ্রস্ট (ভূগর্ভস্থ হিমায়িত মাটি), অতি অল্পভেদ্য ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের উপরস্থিত স্থিতিশীল পানি এবং গভীর ভূ-তাপীয় প্রকিয়ায় উৎপন্ন পানিই ভূগর্ভস্থ পানির অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর স্বাদুপানি সম্পদের প্রায় ৩০% আসে ভূগর্ভস্থ পানি থেকে। তবে আহরণযোগ্য সাধু পানির প্রায় ৯৭% আসে ভূগর্ভস্থ পানি থেকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজ, যেমন—খাবার পানি, রান্না, ধোয়ামোছা, গোসলের কাজে আমরা বাসার কল খুললেই যে পানি পাই তার উৎস ভূগর্ভস্থ পানি। নদী জলাশয়ে এ পানির পরিমাণ এক শতাংশেরও কম। বাদবাকি ৬৯% হিমবাহ আকারে সঞ্চিত হয়ে আছে। ভূতাত্ত্বিকভাবে পানিচক্রের একটি অন্যতম উপাদান ভূগর্ভস্থ পানি, যা ভূগর্ভস্থ পানিস্তর নামে পরিচিত শিলাস্তরে সঞ্চিত থাকে। বৃষ্টির পানি ও ভূ-পৃষ্ঠ পানিরাশি ভূ-পৃষ্ঠে অনুপ্রবেশ করে যখন ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায়, তখন ভূগর্ভস্থে পানিরাশির এক দীর্ঘ ও মন্থর যাত্রা শুরু হয় যার গতি দিনে মাত্র কয়েক মিলিমিটার থেকে কয়েক মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

বাংলাদেশে প্রায় ৯৭% গ্রামের মানুষ খাবার পানির জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভর করে। শহর অঞ্চলেও পানির সরবরাহ প্রধানত ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভর করে। ঢাকা নগরে মোট পানি সরবরাহের ৮৭ শতাংশের বেশি আসে ভূগর্ভস্থ পানি থেকে, বাকিটা ভূপৃষ্ঠস্থ পানিশোধনের মাধ্যমে আসে। ভূগর্ভস্থ পানি সেচকাজেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

বৃষ্টির পানি

বৃষ্টির পানি বাংলাদেশের বিকল্প সুপেয় পানির উৎস হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে বৃষ্টিপাতের মাত্রা বিভিন্ন । উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়, যার গড় বার্ষিক পরিসর পশ্চিম-মধ্য অংশে ১৫০০ মিমি থেকে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বে ৩০০০ মিমি পর্যন্ত। পাহাড়ের কাছাকাছি অঞ্চলে, বৃষ্টিপাত উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচুর, সিলেটে ৪১৮০ মিমি পর্যন্ত, সুনামগঞ্জে মেঘালয় মালভূমির কাছে ৫৩৩০ মিমি পর্যন্ত এবং লালাখালে ৬৪০০ মিমি যা দেশের সর্বোচ্চ রেকর্ডকৃত বৃষ্টিপাত। বিপরীতভাবে, বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে কম বৃষ্টিপাত হয়, সাধারণত বার্ষিক ১৫০০ মিলিমিটারের নিচে। মিঠা পানির সংকটের এলাকাগুলোতে (বিশেষ করে উপকূলীয় এবং পার্বত্য অঞ্চল) বৃষ্টির পানির দ্বারা উপকৃত হয়।

পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াসমূহ

পানি বিশুদ্ধকরণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানি থেকে অবাঞ্ছিত রাসায়নিক পদার্থ, জৈব সংক্রামক পদার্থ ও ক্ষতিকর গ্যাসীয় পদার্থ দূর করা হয়। এ প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন কাজের জন্য বিশুদ্ধ পানি উৎপাদন করা। অধিকাংশ পানিকে মানুষের ব্যবহারের (পান করার পানি) জন্য বিশুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি মেডিকেল,

ফার্মাকোলজিক্যাল, রাসায়নিক এবং ইন্ড্রাস্ট্রিতে ব্যবহারসহ আরো অনেক ধরনের উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য কয়েক ধরনের প্রক্রিয়া রয়েছে, এগুলোর মধ্যে ব্যাবহারিক প্রক্রিয়া, জৈব প্রক্রিয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিদ্যমান। ব্যাবহারিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে পরিস্রাবণ, অধঃক্ষেপণ এবং পাতন। জৈব প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ধীর বালি ফিল্টার (স্লো স্যান্ড ফিলট্রেশন) বা জৈবিকভাবে সক্রিয় কার্বন। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ফ্লুকিউলেশন, ক্লোরিনেশন এবং অতিবেগুনী রশ্মির ব্যবহার। পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানিতে থাকা পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া, শেওলা, ভাইরাস, ছত্রাকসহ বিভিন্ন ধরনের বস্তুকণার ঘনত্ব কমানো হয়, সাথে সাথে বৃষ্টির কারণে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পরিবাহিত হয়ে পানিতে মিশে যাওয়া বস্তুকণার পরিমাণও অনেকাংশে কমানো যায়।

বর্তমানে, সাধারণ পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া নয়টি স্বতন্ত্র ধাপ নিয়ে গঠিত। যদিও এ সমস্ত ধাপগুলি সারা বিশ্ব জুড়ে পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার জন্য কার্যকর নাও হতে পারে, তবে এগুলি পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শিল্পের জন্য ভিত্তি। নয়টি ধাপ নিম্নরূপ:

সংগ্রহঃ পানি শোধন করার আগে, এটি প্রথমে হ্রদ, নদী বা জলাধার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। প্রায়শই, পাম্প এবং পাইপলাইনের মাধ্যমে পানির উৎস থেকে পরিশোধানাগারে (ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে) পরিবহন করা হয়। যদিও প্রাকৃতিক উপায় (যেমন নদী) ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিশোধন/স্ক্রীনিংঃ পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার ২য় ধাপ হলো আবর্জনা, গাছপালা, গাছ, পশুপাখি এবং অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের মতো পানিতে থাকা ভাসমান সামগ্রির (সাসপেন্ডেড সাবসটেন্সেস) বড় আইটেমগুলি অপসারণের জন্য পানি স্ক্রীন করা হয়।

রাসায়নিক পদার্থ সংযোজনঃ এ পর্যায়ে পানিতে রাসায়নিক পদার্থ যোগ করা হয়, যা ভাসমান পদার্থের ছোট কণাগুলিকে একত্রিত হতে এবং ফ্লক (floc) গঠন করতে সাহায্য করে। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলিকে কোয়াগুলেন্ট বলা হয়। বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ধরনের কোগুল্যান্ট (যেমনঃ অ্যালুমিনিয়াম সালফেট) পণ্য পাওয়া যায়।

ফ্লোকুলেসনঃ ফ্লোকুলেসন হলো পানি পরিশোধনে ব্যবহৃত একটি প্রক্রিয়া যেখানে পানির কণাগুচ্ছ বা ফ্লোকস (flocs) গঠন করে । এ প্রক্রিয়ায় ফ্লোকুলেন্ট যুক্ত করা হয়, যা স্থগিত (সাসপেন্ডেড) কণাগুলিকে একত্রিত করতে সাহায্য করে এবং বৃহত্তর কণাগুলিতে রূপান্তরিত হয়। এই ফ্লোকসগুলি তখন সহজেই অপসারণ করা যায়, যা পানির স্পষ্টীকরণ বা বিশুদ্ধকরণে সহায়তা করে।

সেডিমেনটেশনঃ সেডিমেনটেশন হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে স্থগিত (সাসপেন্ডেড) কণা অভিকর্ষের কারণে একটি পাত্রের নীচে জমা হয়। পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায়, সেডিমেনটেশন ট্যাঙ্ক বা বেসিন ব্যবহার করা হয় যেখানে পানি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়, যার ফলে ভারী কণাগুলি ধীরে ধীরে স্থির হতে পারে এবং নিচে জমা হতে পারে। নিচে জমা কণাগুলি পলির একটি স্তর তৈরি

করে। এ পলি পরে অপসারণ করা হয়, এবং উপরে থেকে পানি সংগ্রহ করা হয়।

ফিল্‌ট্রেশনঃ সেডিমেনটেশন প্রক্রিয়ার পানি সংগ্রহের পর, পানিকে এখন বিভিন্ন মিডিয়া যেমন বালি, নুড়ি বা দানাদার অ্যাক্টিভেটেড কার্বনের মাধ্যমে ফিল্টার করে ছোট অবাঞ্ছিত কণাগুলিকে অপসারণ করা হয়, যা ফিল্‌ট্রেশন প্রক্রিয়া।

জীবাণুমুক্তকরণঃ ফিল্‌ট্রেশন প্রাপ্ত পানিতে অবাঞ্চিত কণাগুলো অপসারিত হলেও এর মধ্যে তখন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং অন্যান্য অণুজীব থাকতে পারে। এ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা অনুজীবগুলোকে মেরে ফেলার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবাণুনাশক (যেমনঃ ক্লোরিন) দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয়। তবে স্বাদ বা গন্ধকে প্রভাতি করার জন্য খুব বেশি ব্যবহার করা উাচত নয়।

সংরক্ষণঃ জীবানুমুক্ত করার পরেই পানি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উপযোগি হয়। কিন্তু জীবানুমুক্ত পানি ব্যবহারের পূর্বে এটি ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থিত জলাধার বা ট্যাংকে সংরক্ষন করতে হয়। সংরক্ষনাগার যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জীবানুমুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

বিতরণঃ পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ হচ্ছে বিতরণ। বিশুদ্ধ বা নিরাপদ পানি সারা দেশের বসতবাড়ি এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পাম্প, ট্যাঙ্ক, পাইপলাইন, হাইড্রেন্টস, ভালভ এবং মিটারের অত্যাধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বোতলজাত করেও পানি বিতরণ করা হয়ে থাকে।

১.৩ নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রক্রিয়া

পানি বন্টন ব্যবস্থা হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো যা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বা কূপের মতো উৎস থেকে ভোক্তাদের কাছে সুপেয় পানি সরবরাহ করে। ভৌগলিক, অবকাঠামোগত, এবং জনসংখ্যার ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের পানি বন্টন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা হয়। এখানে কিছু সাধারণ প্রকার উল্লেখ করা হল:

প্রচলিত মাধ্যাকর্ষণ-ফেড সিস্টেম: এ সিস্টেমটি মাধ্যাকর্ষণ নীতিতে কাজ করে, যেখানে পানি উচ্চ উচ্চতা থেকে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। এটি পাইপের একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে যা ধীরে ধীরে আকারে হ্রাস করে, এবং মাধ্যাকর্ষণের মাধ্যমে পানি প্রবাহিত হতে দেয়। এলিভেটেড স্টোরেজ ট্যাঙ্ক বা জলাধারগুলি বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় চাপ সরবরাহ করে। এটি একটি স্বল্প খরচের মধ্যে কার্যকর ব্যবস্থা কিন্তু নির্দিষ্ট এলাকার ক্ষেত্রে বুস্টার পাম্পের প্রয়োজন হতে পারে।

ডাইরেক্ট পাম্পিং সিস্টেম: এ সিস্টেমটিতে কেন্দ্রীভূত উৎস বা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে সরাসরি বিতরণ পাইপে পানি নিয়ে যাওয়ার জন্য পাম্প ব্যবহার করা হয়। গ্রাহকদের অবিচ্ছিন্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে পাম্পগুলি সিস্টেমের মধ্যে চাপ বজায় রাখে। এটি সাধারণত সমতল ভূখণ্ডে বা যেখানে পানির উৎস বন্টন পয়েন্টের চেয়ে কম উচ্চতায় ব্যবহৃত হয়।

হাইব্রিড ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম: এটি মাধ্যাকর্ষণ এবং পাম্পড সিস্টেম উভয়ের উপাদানকে একত্রিত করে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট এলাকায় পানি পরিবহন করা হয়, আর যে অঞ্চলগুলির উচ্চতা বেশি বা প্রাথমিক পানির উত্স থেকে দূরে,

সেখানে পাম্প ব্যাবহারের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। এটি বিভিন্ন অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য সঠিক এবং কার্যকারী পদক্ষেপ।

রিং সিস্টেম: এ ব্যবস্থায় পাইপের একটি লুপযুক্ত নেটওয়ার্ক জড়িত, যেখানে পানি একাধিক দিকে প্রবাহিত হতে পারে। এই সিস্টেমের ভাল দিক হচ্ছে যে, এই নেটওয়ার্কের একটি অংশ যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় (যেমন রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামত), তবে বিকল্প পথ থেকে পানি সরবরাহ করা যায়।

সম্মিলিত পানি বন্টন ব্যবস্থা: সম্মিলিত পানি বন্টন ব্যবস্থা কিছু অঞ্চলে সেচ বা শিল্পে ব্যবহারের জন্য এবং খাওয়ার জন্য পানি সরবরাহ করে। এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে পানির উত্স এবং বিতরণ নেটওয়ার্কগুলিকে পৃথক করে।

একটি নির্দিষ্ট পানি বন্টন ব্যবস্থার নির্বাচন নির্ভর করে ভূ-সংস্থান, জনসংখ্যার ঘনত্ব, উপলব্ধ সংস্থান, অবকাঠামোগত খরচ এবং পানির চাহিদার মতো বিষয়গুলির উপর। অনেক আধুনিক সিস্টেম পানি সরবরাহ খরচ কমাতে এবং বিভিন্ন ভৌগলিক এবং জনসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে এই পদ্ধতিগুলোর সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হয়।

পানি বিতরণ ব্যবস্থা

পানি বিতরণ ব্যবস্থা বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত যা ভোক্তাদের কাছে সুপেয় পানি সরবরাহ করতে একসাথে কাজ করে। এ উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে:

পাইপ: এটি হল প্রাথমিক নল যা উৎস থেকে পানি পরিবহন করে (যেমন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, কূপ বা জলাধার) গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেয়। পাইপগুলি পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড), নমনীয় লোহা, ইস্পাত, কংক্রিট বা এইচডিপিই (উচ্চ-ঘনত্বের পলিথিন) এর মতো বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়, যা স্থায়িত্ব, খরচ এবং সুপেয় পানি বহন করার জন্য উপযুক্ততার মতো বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয়।

ভালভ্: ভালভগুলি বিতরণ নেটওয়ার্কের মধ্যে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলি পানির চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে, রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের জন্য বিভাগগুলি বন্ধ করতে বা সিস্টেমের মধ্যে প্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহার হয়ে থাকে।

পাম্প: যে সিস্টেমগুলিতে পাম্পিং প্রয়োজন, এ ডিভাইজগুলি পানির চাপ বাড়াতে এবং বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি চলাচলের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়। এটি সিস্টেম বরাবর বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থিত হতে পারে, যেমন পাম্পিং স্টেশন।

স্টোরেজ ট্যাঙ্ক বা জলাধার: এগুলি চাহিদা মেটাতে এবং বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ চাপ বজায় রাখতে পানি সঞ্চয় করে। এলিভেটেড স্টোরেজ ট্যাঙ্কগুলি মাধ্যাকর্ষণ ব্যবহার করে পানি বিতরণে সহায়তা করে।

হাইড্রেন্টস: এগুলি বিতরণ ব্যবস্থার কৌশলগত পয়েন্টগুলিতে ইনস্টল করা হয় এবং অগ্নিনির্বাপক উদ্দেশ্যে, সিস্টেম ফ্লাশিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। পানির জরুরি সরবরাহের/প্রবেশের জন্য ফায়ার হাইড্রেন্টগুলি অত্যাবশ্যক।

চাপ হ্রাসকারী ভালভ (PRVs): এ ভালভগুলি ভোক্তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য স্তরে চাপ কমিয়ে উচ্চ-চাপ অঞ্চলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অত্যধিক চাপে পাইপ বা যন্ত্রপাতির ক্ষতি করতে পারে না।

মিটার: বিতরণ এবং ব্যবহারকারী পর্যায়ে পানির পরিমানের হিসাব করার জন্য স্বয়ংক্রিয় মেশিনকে মিটার বলা হয়। এর মাধ্যমে পানি ব্যবহারের সঠিক পরিমান জানা যায় এবং সে অনুযায়ী বিল নির্ধারণ করা হয়।

ব্যাকফ্লো প্রতিরোধ ডিভাইস: এ ডিভাইসগুলি পানির পশ্চাৎমুখী প্রবাহকে বাধা দেয়, নিশ্চিত করে যে, বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে পানি শুধুমাত্র এক দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এটি অপেয় পানি বা অন্যান্য পদার্থের সাথে সুপেয় পানির মিশ্রণ প্রতিরোধ করে দূষণ থেকে রক্ষা করে।

কন্ট্রোল এবং মনিটরিং সিস্টেম: এর মধ্যে রয়েছে সেন্সর, Supervisory Control and Data Aquisition (SCADA) বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণ এবং ডেটা অধিগ্রহণ) সিস্টেম এবং অন্যান্য মনিটরিং সরঞ্জাম যা পানি প্রবাহ, চাপ, গুণমান এবং সিস্টেমের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে রিয়েল-টাইম ডেটা সরবরাহ করে। তারা সিস্টেম পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমস্যাগুলির প্রাথমিক সনাক্তকরণে সহায়তা করে।

ম্যানহোল এবং অ্যাক্সেস পয়েন্ট: এগুলি পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের জন্য ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।

সামগ্রিক পানি বন্টন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বজায় রেখে ভোক্তাদের কাছে নিরাপদ সুপেয় পানির বিতরণ নিশ্চিত করতে এ উপাদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পানি বিতরণ ব্যবস্থার পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ

ভোক্তাদের নিরাপদ সুপেয় পানির ক্রমাগত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পানি বিতরণ ব্যবস্থার পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই সিস্টেম পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

নিয়মিত পরিদর্শন: পাইপলাইন, ভালভ, পাম্প, স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, মিটার এবং অন্যান্য উপাদানগুলির লিক, ক্ষতি বা সম্ভাব্য সমস্যা সনাক্ত করতে নিয়মিত পরিদর্শন পরিচালনা করা জরুরি। নিয়মিত পরিদর্শনে, প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং সমস্যাগুলির সময়মত সমাধান কার্যকর ভূমিকা রাখে।

অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ: পাইপ, ভালভ, পাম্প এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলির কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন অনুসারে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং প্রতিস্থাপন করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার করা, ফ্লাশ করা এবং পাইপলাইন ডিস্কেল করা, সেইসাথে ছিদ্র (লিক) এবং ক্ষয় মেরামত করা।

পানির গুণমান পর্যবেক্ষণ: পানির গুণমান নিশ্চিত করতে বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন পয়েন্টে নিয়মিতভাবে পানির গুণমান পরীক্ষা এবং নিরীক্ষণ করা উচিত। এর মধ্যে পিএইচ, ক্লোরিনের পরিমান, অস্বচ্ছতা এবং জীবাণুর মতো প্যারামিটারগুলি বিশ্লেষণ করা জড়িত।

চাপ ব্যবস্থাপনা: উচ্চ চাপের কারণে পাইপ ফেটে যাওয়া বা ক্ষতি হওয়া রোধ করাসহ গ্রাহকদের পর্যাপ্ত প্রবাহ নিশ্চিত করতে বিতরণ নেটওয়ার্ক জুড়ে সর্বোত্তম চাপের মাত্রা বজায় রাখা অতীব জরুরী। প্রয়োজনে চাপ কমানোর ভালভ (PRVs) ব্যবহার করা উচিত।

সিস্টেম ফ্লাশিং এবং ক্লিনিং: পানির গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে এমন পলি, ধ্বংসাবশেষ বা স্থির পানি অপসারণের জন্য পর্যায়ক্রমে পাইপলাইনগুলি ফ্লাশ করা উচিত। দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, জলাধার এবং অন্যান্য সুবিধাগুলি পরিষ্কার করা এবং জীবাণুমুক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

জরুরী প্রতিক্রিয়া এবং মেরামত: পাইপ বিস্ফোরণ, পানি দূষণের ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আকস্মিক পরিকল্পনা এবং পদ্ধতি প্রস্তুত রাখা প্রয়োজন। সমস্যা সম্মুখীন হওয়ার সাথে সাথে সিস্টেমটির মেরামত এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া নিশ্চিত করা।

আপগ্রেড এবং আধুনিকীকরণ: দক্ষতার উন্নয়ন, পানির অপচয় কমানো এবং সামগ্রিক কর্মক্ষমতা বাড়াতে সিস্টেমে আপগ্রেড, প্রতিস্থাপন বা প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এর

মধ্যে নতুন পাম্প, সেন্সর বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ইনস্টলেশন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

প্রশিক্ষণ এবং কর্মী উন্নয়ন: পানি বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সাথে জড়িত কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করা। এছাড়া তারা কার্যকরভাবে সিস্টেম অপারেশন পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞানের সাথে সজ্জিত সেটি নিশ্চিত করা ।

রেকর্ড রাখা এবং ডকুমেন্টেশন: রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম, পরিদর্শন, পানির গুণমান পরীক্ষা, মেরামত এবং আপগ্রেডের বিস্তারিত রেকর্ড বজায় রাখা। এই তথ্যটি সিস্টেমের কার্যকারিতা ট্র্যাক করতে এবং ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনের পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে।

জনসাধারণের সংযুক্তি এবং যোগাযোগ: জনসাধারণের সাথে যুক্ত থাকার জন্য যোগাযোগের চ্যানেল স্থাপন করা। জনসাধারণকে রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচী, পানির মানের প্রতিবেদন, সংরক্ষণ অনুশীলন এবং জরুরী পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা।

কার্যকরভাবে পানি বন্টন ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে, কর্তৃপক্ষ পরিকাঠামোর আয়ু ও কার্যকারিতা প্রসারিত করার মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ সুপেয় পানির নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে।

১.৪ স্থানীয় পর্যায়ে পানি সরবরাহের বর্তমান চিত্র

শহুরে পানি সরবরাহের চিত্র

বাংলাদেশের নগরায়ণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে শহুরে জনসংখ্যা বার্ষিক ৩.৭% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মোট জনসংখ্যার ২৭% থেকে ৩৪%। শহরাঞ্চলে এই সম্প্রসারণ উল্লেখযোগ্যভাবে ১.১% এর জাতীয় গড় প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে। বিনিয়োগ তহবিলের ঘাটতি, প্রায়শই পদ্ধতিগত সমস্যা যেমন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পানির শুল্ককে প্রভাবিত করে এবং পানি সরবরাহ পরিষেবাগুলির মধ্যে অপর্যাপ্ত পরিচালন ও আর্থিক সক্ষমতা এই পরিস্থিতির দিকে পরিচালিত করে। ফলস্বরূপ, শুল্ক থেকে উৎপন্ন রাজস্ব প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নতি বা বিদ্যমান সিস্টেমগুলির পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থায়নের জন্য অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে।

২০১৫ সালে নগর অঞ্চলে সুপেয় পানি সরবরাহের ৮৭% কভারেজ থাকা সত্ত্বেও, জাতীয় হারকে প্রতিফলিত করে, কেবলমাত্র ৩২% শহুরে বাসিন্দারা পাইপযুক্ত পানি সরবরাহের অ্যাক্সেস সহ পরিবারগুলিতে বাস করে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশে সুপেয় পানির অ্যাক্সেস সহ মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ৯৮.০৯% হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যেখানে পানির অ্যাক্সেস সহ শহুরে জনসংখ্যার পরিমাণ হবে ৯৭.৭৭%। নলকূপগুলি শহুরে এলাকায় প্রাথমিক পানির উত্স হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা ব্যক্তিগত পরিবার, পানির ইউটিলিটি এবং স্থানীয় সরকার দ্বারা ইনস্টল করা হয়েছে। যাইহোক, পানির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে, বিশেষ করে রাজধানী শহর ঢাকা এবং এর আশেপাশে বৃহত্তর শিল্প এলাকায়।

পানি সরবরাহে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গৃহিত পদক্ষেপ

পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপসমূহ

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় নীতি, ১৯৯৮

এ নীতিমালার অধীনে সরকারের লক্ষ্য হলো সকল মানুষ যাতে সাশ্রয়ীমূল্যে নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন পরিষেবা পায় তা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের উন্নয়ন যাতে ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই হয় তা নিশ্চিত করতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন অপরিহার্য। সকলের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পানি ও স্যানিটেশন পরিষেবা সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতি প্রণয়ন করা হয়। বর্ণিত নীতিমালার আওতায় পৌর এলাকায় নিরাপদ বা সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য প্রযোজ্য বিষয়াদি নিম্নরূপ-

উদ্দেশ্য:

ক. পানি সরবরাহের মৌলিক স্তরের পরিষেবাগুলিতে সমস্ত নাগরিকের অভিগম্যতা সহজতর করা;

খ. পানি ব্যবহার সংক্রান্ত আচরণগত পরিবর্তন আনা;

গ. পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস করা;

ঘ. স্থানীয় সরকার এবং জণগণের সক্ষমতা তৈরি করা যাতে পানি সরবরাহ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কার্যকরভাবে সমাধান করা যায়;

ঙ. টেকসই পানি পরিষেবার প্রচার;

চ. ভূ-পৃষ্ঠের পানির যথাযথ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এর দূষণ রোধ করা;

ছ. বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

জ. শহর এলাকায় জমাবদ্ধ পানি নিষ্কাশন নিশ্চিত করা।

সামগ্রিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি অদূর ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

- শহর এলাকায় প্রতিটি বাড়িতে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- স্বীকৃত মানসম্মত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- আর্সেনিক অপসারণ এবং আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় বিকল্প উৎস থেকে আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহ;

কৌশলসমূহ

নীতিমালায় নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য যেসব কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- এ সেক্টরের উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য একটি “সেক্টর উন্নয়ন কাঠামোর” ভিত্তিতে পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং পর্যবেক্ষণ করা হবে যা নীতি প্রণয়নের পরে প্রস্তুত করা হবে;
- স্থানীয় সরকার এবং স্টেকহোল্ডারদের কম্যুনিটিভিত্তিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে পরিকল্পনা, উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

- স্থানীয় সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি খাত, এনজিও, সিবিওএস এবং স্থানীয় মহিলা বিশেষ করে নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের উন্নয়ন;
- ধীরে ধীরে কম্যুউনিটির খরচ ভাগাভাগি এবং পরিষেবাগুলির জন্য অর্থনৈতিক মূল্যের প্রবর্তন;
- নির্দিষ্ট অঞ্চল, ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক গোষ্ঠীগুলির জন্য উপযুক্ত পানি সরবরাহ প্রযুক্তির বিকল্প গ্রহণ;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/পৌরসভাগুলি মূলধন ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান অংশ বহন করবে;
- বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নতি এবং নতুন প্রযুক্তির বিকাশের জন্য ক্রমাগত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা;
- গবেষণা সংস্থা এবং এক্সটেনশন এজেন্ট/বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ;
- আচরণগত উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিধি পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য উপায়ে গণমাধ্যম ব্যবহার করে প্রচার প্রচারণা এবং প্রেরণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি;
- স্থানীয় পানি সরবরাহের সমস্যাগুলি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কৌশল সংশোধনের জন্য নিয়মিত গুণগত এবং পরিমাণগত পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন;
- সম্ভাব্য নিরাপদ পানির উপরিভাগের পানির উৎস থেকে অন্য উৎসের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; এবং
- পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ (DPHE), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর

প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন (NIPSOM), পরমাণু শক্তি কমিশন এবং পরিবেশ অধিদপ্তর (DOE) দ্বারা নিয়মিত এবং সমন্বিত পানির গুণমান পর্যবেক্ষণ এবংদূষণের মাত্রা নির্ধারণের জন্য DPHE, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (BSTI) এবং DOE দ্বারা পানির গুণমাণ (বোতলজাতজলসহ) পরীক্ষা;

- কঠিন ও তরল বর্জ্য দ্বারা ভূগর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠের পানির দূষণরোধে শহরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-২০২৫)
(বাংলাদেশের পানি সরবরাহ সেক্টর)

ভূমিকা

২০০৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য ১০ বছর মেয়াদি সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিপি ২০০৫) প্রণয়ন করে (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ)। এসডিপি ২০০৫ এ সেক্টর সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা, কৌশল ও লক্ষ্যসমূহ বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের উন্নয়নে একটি কর্ম-কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) প্রণীত হয়। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীগণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রণীত এসডিপি ২০০৫-কে পরিকল্পনা দলিল হিসেবে ব্যবহার করে। পরবর্তী সময়ে সরকার এই এসডিপি সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংশোধিত এসডিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি পৃথক বিশ্লেষণ, স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারে (hygiene promotion) বিশেষ দৃষ্টি

প্রদান এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর চাহিদা অধিকতর গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মত দেয়া হয়। এছাড়াও আলোচ্য এসডিপিতে উদ্ভূত নতুন উন্নয়ন ধারাসমূহ, যেমন : পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা (water safety plan), সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ (SWAp) এবং পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মত বিষয়গুলো মূল্যায়ন ও অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব অনুভূত হয়।

তদানুযায়ী, স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (PSU) কর্তৃক পরবর্তী এসডিপিও (সংশোধিত) প্রণয়নের উদ্যোগ গৃহিত হয়। এ সংশোধিত এসডিপি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের কৌশলগত পরিকল্পনা দলিল। ১৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন ২০১০-১১ অর্থবছরে শুরু হয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শেষ হবে। এসডিপি প্রণয়নের আর্থিক সহযোগিতা এসেছে ডানিডা থেকে, এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওরা এতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে । অর্থবছর গণনা করা হয়েছে জুলাই থেকে জুন মাস পর্যন্ত ।

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কাঠামো

সরকারের অর্থবছর হিসাব করা হয় জুলাই থেকে পরবর্তী জুন মাস পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অর্থ বছরের জন্য একটি জাতীয় বাজেট প্রণীত হয়। জাতীয় বাজেটের দুটি অংশ থাকে, যেমন: ১) উন্নয়ন বাজেট, যার প্রতিফলন ঘটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP)মাধ্যমে; এবং ২) প্রশাসনিক ও নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহে প্রণীত রাজস্ব বাজেট। বাংলাদেশ সরকার প্রচলিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিকী জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। এভাবে

কয়েকটি পঞ্চ-বার্ষিকী পর্যায় পেড়িয়ে এসে বর্তমানে সরকার তার ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-১৫) প্রণয়ন করছে।

সরকারি ব্যয়ে অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকারিতা আনতে ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে সরকার একটি মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF)প্রবর্তন করে। এমটিবিএফ প্রক্রিয়ায় সম্পদ বরাদ্দে মন্ত্রণায়লগুলোর বিদ্যমান নীতিমালা ও অগ্রাধিকারসমূহ এবং অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থাগুলোর বরাদ্দকৃত সম্পদ কাজে লাগানোর নৈপূণ্যের মধ্যে একটি দৃশ্যমান যোগসূত্র স্থাপন করা হচ্ছে। এভাবে প্রতিবছর এমটিবিএফ প্রণীত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে ত্রি-বার্ষিক বাজেটের একটি থোক বরাদ্দ (a three-year budget envelope) দেয়া হচ্ছে। বরাদ্দের প্রক্রিয়াটি ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছরের জন্য করা হচ্ছে, যাতে তা সরকারের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়। বর্তমানে স্থানীয় সরকার বিভাগসহ সরকারের ৩৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় তাদের নিজস্ব বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করছে ।

দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৫-০৮ অর্থবছরের জন্য ”সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন: দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন জাতীয় কৌশলপত্র” শিরোণামে দেশের প্রথম দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP-I) প্রণীত হয়। পরিবর্তনের পদক্ষেপ শিরোণামে পিআরএসপি-২ বা এনএসএপিআর-২ প্রণীত হয় ২০০৯-১১ অর্থবছরের জন্য।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প (Vision) গ্রহণ করেছে, যার প্রতিফলন দেখা যাবে বর্তমানে প্রণয়নাধীন দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০-২১)।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটিতে দেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সংযোজিত হবে এবং ২০২১ সনের মধ্যে সেগুলো অর্জনের জন্য যাবতীয় কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আশা করা হচ্ছে, ২০২১ সনে অর্জিত প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাফল্যের সাথে সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হবে। ষষ্ঠপঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী দুটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমেই সরকারের এই দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প বাস্তবায়িত হবে ।

দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প বাস্তবায়নের নিরিখে সরকার পাঁচটি অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে: (ক) সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিপালন ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মুখে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ; (খ) দুর্নীতি দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; (গ) বিদ্যুৎওজ্বালানীউৎপাদন; (ঘ) দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণ; এবং (ঙ) সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প অর্জনে বিভিন্ন সেক্টরে ১২টি লক্ষ্য স্থিরকৃত হয়েছে। এগুলোর অন্যতম হলো ”২০১৫ সনের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণ, ২০১১ সনের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ এবং ২০১৩ সনের মধ্যে প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসা” । লক্ষ্যটির মধ্য দিয়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরকে সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডায় অগ্রাধিকারভূক্ত করার-ই ইঙ্গিত বহন করে। স্থিরকৃত পাঁচটি অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র ও ১২টি লক্ষ্যগুচ্ছ জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে ও আসন্ন ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল (সংশোধিত সংস্করণ: জুন, ২০)

তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল প্রণীত হয়েছে।

প্রথমতঃ প্রবৃদ্ধির সুবিধা যেহেতু সমভাবেবন্টন হচ্ছেনা - সেহেতু 'দারিদ্রকে সরাসরি মোকাবেলা' করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৯৮ সনের জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে ভর্তুকি হ্রাস করার পাশাপাশি অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (safety net) গ্রহণ করা দরকার। ২০১৫ সালের পর থেকে সারা বিশ্বেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)কে কেন্দ্র করে উন্নয়ন ভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশ সরকারও এর সাথে তাল মিলিয়ে তার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে।

তৃতীয়তঃ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে 'কাউকে পিছনে ফেলে নয়, সকলের জন্য সবসময়' টেকসই ও মানসম্পন্ন নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

বর্তমানে জাতীয় আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৮.১৪ (আট দশমিক এক চার) ভাগ, অপরদিকে দারিদ্র হ্রাসের হার মাত্র ১.২ (এক দশমিক দুই) ভাগ। আয় বৃদ্ধির সুবিধা সুষম বন্টন নিশ্চিত করা গেলে তা দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। অন্যদিকে অসম্যতার সূচক ২০১০ সালে ০.৪৫৮ যা ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ০.৪৮৩ অর্থাৎ সমাজেধনী-দরিদ্রের

ব্যবধান উর্ধ্বগামী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র হাউজ হোল্ড ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HEIS), ২০১৬ অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪.৩ (চব্বিশ দশমিক তিন) ভাগ দরিদ্র এবং শতকরা ১২.৯ (বার দশমিক নয়) ভাগ অতি দরিদ্র। তবে, এখন তা কমে ২২% এবং ১১% হয়েছে (HEIS, ২০১৯)। দেশের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষ নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত (safely managed) পানি প্রাপ্তিতে প্রবেশাধিকার পেলেও শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষ শুধুমাত্র মৌলিক নূন্যতম চাহিদা পূরণ করতে পারছে। দেশের শতকরা ৯৯.৫ (নিরানব্বই দশমিক পাঁচ) ভাগ জনগণ ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। যা দিন দিন উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। দেশে আনুমানিক তিন কোটি পরিবার এক কোটি আশি লক্ষ নলকূপ হতে খাবার পানি সংগ্রহ করে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানায় স্থাপিত নলকূপের সংখ্যা আনুমানিক এক কোটি বাষট্টি লক্ষ। ব্যক্তিগত মালিকানায় স্থাপিত নলকূপের সংখ্যা সরকারিভাবে স্থাপিত সংখ্যার তুলনায় প্রায় নয় গুণ বেশী। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১৯ এর তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় দেশে এক কোটি আটাশি লক্ষ পরিবারের জন্য আনুমানিক আঠার লক্ষ সরকারি নলকূপ রয়েছে। অর্থাৎ নিরাপদ পানির উৎসের উপর দেশে গরীব জনসংখ্যার বেশ কিছু অংশের এখনও কোন মালিকানা নেই। তাই তাদেরকে নিরাপদ পানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য সমাজের অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের উপর নির্ভর করতে হয়। ২০০৩ সালের স্যানিটেশন বেইজলাইন জরিপ মতে স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বর্তমান সেবার পরিধি (coverage) ছিল শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগ। আওতাভুক্ত ২২ ভাগ এবং অনুন্নত সুবিধার আওতাভুক্ত ৩১ ভাগ পরিবার।

পানি ও স্যানিটেশনের দরিদ্র সহায়ক সেবা কৌশল ৪ টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এগুলো হচ্ছে:

- অতি দরিদ্র পরিবারের ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রদান;
- মৌলিক ন্যূনতম সেবাকে সংজ্ঞায়িত করা;
- দরিদ্র পরিবারকে শনাক্ত এবং সংগঠিত করা এবং
- ভর্তুকি পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ।

তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাভোগী, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে ধারাবাহিক ও বহুমুখী আলোচনার ফসল হিসেবে ইতোপূর্বে প্রণীত আলোচ্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলটি এসডিজি৬ এর আলোকে সংশোধন করা হলো।

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র (পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত সংস্করণ ২০২১)

সেক্টর প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সারা দেশে পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সেবা পৌঁছানোর জন্য সচেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) আওতাধীন প্রায় সকল লক্ষ্যমাত্রা বিশেষতঃ এমডিজি-৭ সাফল্যের সাথে অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিশেষ করে সকলের জন্য পানি সরবরাহের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত এসডিজি৬ অভীষ্ট অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ বিগত দুইদশকে জনগণের কাছে পানি সরবরাহ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম (জেএমপি, ২০১৯) এর তথ্যানুসারে দেশের

৯৭% মানুষ মৌলিক পানীয় জলের সুবিধার আওতায় আছে। যদিও এর মধ্যে নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয় জলের সুবিধার আওতায় আছে ৫৫ শতাংশ মানুষ। পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে পানীয় জলের গুণগতমানের সুরক্ষা বিষয়টি এখনও দুর্বল। বর্তমানে প্রায় ১২ শতাংশ পরিবার আর্সেনিক দূষণযুক্ত উৎসের পানি পান করছে, যা জাতীয় আদর্শমান (ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড) ০.০৫মিলিগ্রাম/লিটার এর চেয়ে বেশি (এমআইসিএস, ২০১৯)।

এমডিজি অর্জনের পরবর্তী সময়ের নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং এসডিজি অভীষ্ট এর সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে 'জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০২১' বাংলাদেশের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সেক্টরের একটি সমন্বিত কাঠামো প্রদানের চেষ্টা করছে। ছয়টি মূলনীতি এবং তিনটি বিষয়ভিত্তিক (থিমেটিক) ব্লকের উপর ভিত্তি করে তৈরি হালনাগাদকৃত এ কৌশলপত্রটি আগামী দিনের পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

এ কৌশলপত্রটিতে সূচনাসহ তিনটি অধ্যায় রয়েছে। সূচনার মধ্যে রয়েছে পটভূমি, কৌশলপত্রটির যৌক্তিকতা এবং কর্মপদ্ধতি (মেথোডলজি)। দ্বিতীয় অধ্যায়টি মূলত তিনটি প্রধান বিষয়ভিত্তিক (থিমেটিক) ব্লক এবং ১৭ টি সুনির্দিষ্ট কৌশলের বিস্তারিত আলোচনা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

একটি সমন্বিত জাতীয় পানি সরবরাহ কৌশলপত্র প্রণয়নের যৌক্তিকতা

এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে

নামিয়ে আনার (এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৭সি) লক্ষ্য থাকলেও এসডিজিতে আরো উন্নতমানের সেবানিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি ৬-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকলের জন্য পানি প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে কাউকে সুবিধাবঞ্চিত না রেখে সকলের অভিগম্যতা এবং সামর্থ্য বিবেচনায় এনে গুণগত মানসম্পন্ন সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক সেবা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সর্বজনীন পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে বহুমূখী উন্নয়ন পন্থা ও কর্মকৌশল গ্রহণ জরুরি। এছাড়াও প্রয়োজন দুর্গম এলাকা ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলায় গুরুত্বারোপ করা। এর বাইরে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসকরণ এবং দ্রুত নগরায়ণের কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান সেবা চাহিদাসহ অন্যান্য উদ্‌ভুত সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশকে অবশ্যই মনোনিবেশ করতে হবে। পাশাপাশি সেক্টরের সুশাসন জোরদারকরণের মাধ্যমে ন্যায্যতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করতে হবে।

পানি সরবরাহে পৌরসভার দায়িত্ব

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫০ অনুযায়ী পৌরসভা এলাকায় "আবাসিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের এর জন্য পানি সরবরাহ" এর কাজ পৌরসভার উপর অর্পণ করা হয়েছে। এ আইনের দ্বিতীয় তফসিলে পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ এর লক্ষ্যে যেদায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. পৌরসভা নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে পৌরসভার স্বার্থে সাধারণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।

২. পৌরসভার অভ্যন্তরে সকল বেসরকারী পানি সরবরাহের উৎস পৌরসভার নিয়ন্ত্রন ও পরিদর্শনাধীন থাকবে।

৩. পৌরসভার অভ্যন্তরে অনুমোদন ব্যতীত পানির জন্য কোন নতুন কূপ খনন, নলকূপ স্থাপন অথবা পানি সরবরাহের জন্য অন্য কোন উৎসের ব্যবস্থা করা যাবে না।

৪. পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন ।

৫. পানি নিষ্কাশন প্রকল্প গ্রহন করতে পারবেন।

৬. পৌরসভা স্নান ও ধৌত করার স্থান নির্দিষ্ট করে দিবে। পৌরসভা হতে লাএসন্সে ব্যতীত কোন ব্যক্তি সাধারণের ব্যবহার্য গোসলখানা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করতে পারবে না।

৭. পৌরসভা ধোপাদের ব্রবহারের জন্য ধোপীঘাটের ব্যবস্থা করবে।

৮. পৌরসবার অধিক্ষেত্রের মাঝে সরকারী জলাধার সংরক্ষণ ও তত্ত্বধান।

৯. সাধারণ খেয়াপারাপারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলে পৌরসভাসমূহকে পানির স্থাপনা অথবা পানি সরবরাহের জন্য রেইট সংগ্রহের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫০ অনুযায়ী পানি যথাযথভাবে অপসারণের জন্য "পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন" কার্যাবলীও অর্পণ করা আছে। আইনের ৩য় তফসিলে পৌরসভাকে পানি ও পানি সরবরাহ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী অপর্ণ করা হয়েছে। পানি ও পানি সরবরাহের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত কার্যাবলীসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

পানি সরবরাহ -

(১) আর্থিক সঙ্গতি সাপেক্ষে পৌরসভা নগরীতে সাধারণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।

(২) পৌরসভা প্রয়োজন মনে করলে অথবা সরকার নির্দেশ দিলে, পানি সরবরাহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে বিধি অনুযায়ী পানি সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে নলের সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, সেক্ষেত্রে পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি ঘরবাড়িতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারবে এবং এর জন্য অর্থ আদায় করতে পারবে।

পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস-

(১) পৌরসভার অভ্যন্তরে সব বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎস নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকবে।

(২) পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত পানীয় জলের জন্য কোনো নূতন কূপ খনন, নলকূপ স্থাপন অথবা পানি সরবরাহের জন্য অন্য কোন উৎসের ব্যবস্থা করা যাবে না।

(৩) পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত কোনো বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎসের মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারীকে পৌরসভা নোটিশ দ্বারা-

(ক) তা যথাযথ অবস্থায় রাখার এবং সময় সময় এর পলি, আবর্জনা ও পচনশীল দ্রব্যাদি অপসারণ করার;

(খ) তা পৌরসভা কর্তৃক নির্দেশিত রোগ সংক্রামক হতে রক্ষা করার;

(গ) এর পানি পানের অনুপযুক্ত বলে পৌরসভা সাব্যস্ড় করলে, এর পানি পান থেকে নিবৃত্ত করার জন্য উক্ত নোটিশে উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবে।

স্নান ও ধৌত করার স্থান-

(১) পৌরসভা সময় সময়-

(ক) জনসাধারণের স্নান, কাপড় ধৌত করা বা কাপড় শুকানোর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করে দিবে;

(খ) অনুরূপ স্থানসমূহ কখন ব্যবহার করা হবে এবং কারা ব্যবহার করবেন তাও নির্দিষ্ট করে দিবে;

(গ) প্রকাশ্য নোটিশ দ্বারা কোনো জায়গাকে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করে দিতে পারবে।

(২) পৌরসভা হতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং লাইসেন্সে উলি-খিত শর্তাদি লংঘন করে কোনো ব্যক্তি সাধারণের ব্যবহার্য গোসলখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারবেন না।

ধোপী ঘাট এবং ধোপ-

(১) পৌরসভা ধোপীদের ব্যবহারের ধোপী-ঘাটের ব্যবস্থা করবে এবং প্রবিধান দ্বারা উক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং তা ব্যবহারের জন্য ফিস ধার্য করতে পারবে।

(২) পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা ধোপীদের লাইসেন্স এবং তাদের পেশা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারবে।

সরকারি জলাধার-

(১) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে পৌরসভা ব্যক্তি মালিকানাধীন নয় শহরের মধ্যে অবস্থিত সব পানির উৎস, ঝর্ণা, নদী, দীঘি, পুকুর ও ধারা অথবা এর কোন অংশকে সরকারি জলাধার হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে।

(২) পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী কোনো সরকারি জলাধারায় আমোদ-প্রমোদ এবং জীবন রক্ষার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং পানি সেচ, পানি নিষ্কাশন ও নৌ চলাচল সম্পর্কিত আপাতত: বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে এর উন্নয়ন ও সংস্কার করতে পারবে।

সাধারণ খেয়া পারাপার-

(১) পৌরসভার প্রবিধান দ্বারা সরকারি জলাধারায় ভাড়ায় চলাচলকারী নৌকা বা অন্যান্য যানবাহনের জন্য লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্সের শর্ত নিরূপণ এবং তজ্জন্য প্রদেয় ফিস নির্দিষ্ট করতে পারবে।

(২) সরকার কোন জলাধারার অংশ বিশেষকে সাধারণ খেয়া পারাপার হিসেবে ঘোষণা করে এর ব্যবস্থাপনা পৌরসভার উপর ন্যস্ড় করতে পারবে এবং পৌরসভার বিধি অনুযায়ী উক্ত খেয়া পরিচালনা করবে এবং এটা ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত টোল আদায় করবে।

সরকারি মৎস্য ক্ষেত্র- পৌরসভা, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, কোন জলাধারাকে সাধারণ মৎস্য ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে এবং উক্তরূপ মৎস্য ক্ষেত্রে সরকারি জলমহাল হিসেবে মৎস্য শিকারের অধিকার পৌরসভার উপর ন্যস্ত থাকবে এবং পৌরসভা বিধি অনুসারে উক্ত অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

আইনের ৩য় তফসিলে পৌরসভাকে “পানির স্থাপনা অথবা পানি সরবরাহের জন্য রেইট” আরোপ করার ক্ষমতা পৌরসভাকে দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও ৪র্থ তফসিলে পানি সরবরাহ কাজে বিঘ্ন হবে এরূপ বেশ কিছু কাজকে পৌরসভা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতে পারবে। অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য কাজগুলো নিম্নরূপ-

- পৌরসভার বিনা অনুমতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলিতভাবে ময়লা ধোয়ার চৌবাচ্চার ভূ-নিম্নস্থ নর্দমার অথবা মলকুন্ডের সকল বস্তু অথবা অন্য কোন আপত্তিকর পদার্থ কোন রাস্তা অথবা জনসাধারণের জায়গায় অথবা কোন সেচ খালে অথবা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এমন কোন ভূ-নিম্নস্থ নর্দমা অথবা ড্রেনে প্রবাহিত অথবা নিষ্কাশিত হতে দেয়া।
- খাবার পানি দূষিত বা ব্যবহারের অযোগ্য হয় এমন কাজ করা।
- জনসাধারণের পানীয় জলের কূপ অথবা অন্যান্য উৎসে অথবা সন্নিকটে গবাদিপশু অথবা জীবজন্তুকে পানি পান করানো অথবা গোসল করানো অথবা ধৌত করানো।

- আবাসিক এলাকা হইতে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে কোন পুকুর অথবা অন্য কোন ডোবায় অথবা এর সন্নিকটে শন, পাট অথবা অন্য কোন গাছ-পালা নিমজ্জিত করে রাখা।
- পানি সরবরাহের জন্য পৌরসভার ব্যবস্থিত অথবা নিয়ন্ত্রিত কূপ, জলাধার, মেইন-লাইন, পাইপ অথবা অন্যান্য যন্ত্রপাতি ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে ক্ষতিগ্রস্ত করা অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেয়া।
- পৌরসভার বিনা অনুমতিতে কোন মেইন লাইন অথবা পাইপ হইতে, পানি টানিয়া নেওয়া, ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা অথবা নিয়ে যাওয়া।
- পানি সরবরাহের মেইন পাইপ, মিটার অথবা অন্য কোন সরঞ্জাম অথবা যন্ত্রপাতিতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা।
- জনপথ সংলগ্ন কোন জমিতে জন্মানো ঝোপ-ঝাড় অথবা এতে জন্মানো গাছের ডালপালা জনপথের উপর ঝুলে থাকা অথবা বাধা সৃষ্টি করা অথবা কোন বিপদ সৃষ্টি করা অথবা তা ঝুলে পড়লে কূপ, পুকুর অথবা পানির অন্যান্য উৎস যা হতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পানি পাওয়া যায় তা দূষিত করার সম্ভাবনা অথবা এ আইনের অধীনে কোন না কোন ভাবে স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিকূল অথবা ক্ষতিকর বলে ঘোষিত সত্ত্বেও জমির মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক তা কেটে-ছেটে ফেলতে ব্যর্থ হলে।
- পৌরসভা কর্তৃক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল বলে ঘোষিত কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন কূপ, পুকুর অথবা অন্য কোন পানি সরবরাহের উৎস কোন সংশ্লিষ্ট জমির অথবা ইমারতের মালিক অথবা দখলদারকর্তৃক পরিষ্কার, মেরামত, আচ্ছাদন, ভরাট অথবা নিষ্কাশন করতে ব্যর্থ হয়া।

পানি সরবরাহে পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীগণের ভূমিকা

জনপ্রতিনিধিগণের দায়িত্ব

পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের বিশেষ সুবিধা, কর্তব্য ও দায়িত্বভার (মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সম্মানী) বিধিমালা ২০১০ এ যথাক্রমে মেয়র, কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৫ এ

পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের জন্য “স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানিয়জলের ব্যবস্থা করার” দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

কমিটিসমূহের দায়িত্ব

আইনের ধারা ৫০ এর আলোকে জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা/বিধির সাথে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি হলো “বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ” বিষয়ক স্থায়ী কমিটি। এছাড়াও যেসব বিষয়ে অতিরিক্ত স্থায় কমিটি গঠনের জন্য আইনে উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে “স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন” বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। পর্যায়ক্রমে কমিটিসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য “পৌরসভার স্থায়ী কমিটির গঠন ও কাযপরিধি উপ-আইন, ২০১৩” অনুযায়ী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির গঠন-

নং	নাম	পদবি	কমিটিতে পদবি
১.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সভাপতি
২.		মেয়র, পদাধিকার বলে	সদস্য
৩.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য
৪.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য
৫.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য

ওয়ার্ড কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি:

পৌরসভা (ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি) বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী পৌরসভা গঠিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে পৌর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করতে হবে-

(ক)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর	সভাপতি
(খ)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর	সহ-সভাপতি
(গ)	সগর দরিদ্র জনগোষ্ঠির ০৩ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঘ)	নাগরিক সমাজের ০২ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঙ)	পেশাজীবি সংগঠনের ০২ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(চ)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য-সচিব

ওয়ার্ড কমিটি পানি সরবরাহ সম্পর্কিত দায়িত্ব নিম্নরূপ-

- রাস্তার বাতি, নিরাপদ পানির উৎস ও অন্যান্য জনকল্যানমূলক প্রকল্প নির্ধারণের জন্য পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করা।

পৌরসভার WATSAN কমিটির কার্যক্রম

নিরাপদ পানি, পয়:নিষ্কাশন, ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যাভ্যাস উন্নয়নের জন্য সরকার ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশে ওয়াটসান কমিটির মাধ্যমে জনঅংশগ্রহণের প্রচেষ্টা নিয়েছে। ওয়াটসর কমিটির গঠন কাঠামো নিম্নরূপ-

পৌরসভা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (WATSAN) কমিটিঃ

নং	পদবি	কমিটিতে পদবি
১.	পৌরসভার মেয়র	সভাপতি
২.	সকল কাউন্সিলর (সাধারণ ও সংরক্ষিত)	সদস্য
৩.	পৌরসভা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	সাংবাদিক প্রতিনিধি (০২ জন, মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৬.	পৌর বাজার কমিটির সভাপতি/সম্পাদক (যদি থাকে)	সদস্য
৭.	পৌরসভার অর্ন্তগত মহাবিদ্যালয়/উচ্চ বিদ্যালয় প্রধানগণ	সদস্য
৮.	এনডিও প্রতিনিধি (০৫ জন, মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৯.	পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	সদস্য
১০.	পৌরসভার পানি তত্ত্বাবধায়ক (ওয়াটার সুপার)	সদস্য
১১.	পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌর নির্বাহি কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

এ কমিটি অনধিক ২ (দুই) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

পৌরসভার ওয়াটসান কমিটির সাধারণ কার্যাবলীঃ

- এ কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত: একবার সভায় মিলিত হবে
- পৌরসভা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কমিটির সদস্য সচিব (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা) প্রতি ২ (দুই) মাস অন্তর প্রতিবেদন এবং পৌরসভা

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কমিটির সভার কার্যবিবরণী জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

পৌরসভার ওয়াটসন কমিটির পানি সরবরাহ সম্পর্কিত কার্যাবলী নিম্নরূপ-

- পৌরসভার অধীন সকল ওয়ার্ডে নিরাপদ পানির ব্যব্যহার কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং উক্ত কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- পৌরসভার পানি সরবরাহ সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সংগ্রহে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- পৌরসভায় বিরাজমান পানি সরবরাহ সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ এবং উহাদের সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক জেলা কমিটিকে অবহিতকরণ;
- পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
- কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন।

পৌরসভার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন শাখার তত্ত্বধায়কের পানি সরবরাহ সম্পর্কিত দায়িত্ব:

১. তিনি পৌরসভার নির্বাহি প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে থেকে দায়িত্ব পালন করবেন;
২. তিনি পানি সরবরাহ কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন এবং প্রতিমাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করবেন;
৩. তিনি তাঁর অধীনস্ত কর্মচারীদের জন্য কর্মবন্টন তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং তআদের কাজ পরিদর্শন ও তদারক করবেন;
৪. তিনি পানি সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন, পরিচালনা, মান নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত রেখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন;
৫. তিনি পানি সরবরাহ শাখার হিসাব সংক্রান্ত কাজ তদারক করবেন;
৬. তিনি পানি সরবরাহ শাখার পাম্প, পাম্প হাউজ, পাইপ লাইন, ওভারহেড ট্যাংক ইত্যাদি নিরেদশিকা অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন;
৭. নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণার্থে তিনি পানি পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
৮. তিনি পৌর এলাকায় প্রয়োজনে হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন, মেরামত এবং পুনঃস্থাপন তদারক করবেন;
৯. তিনি পৌরসভার পানি সরবরাহ শাখার মালামালের ইনভেন্টরী, পানির গ্রহক সংখ্যা, উৎপাদিত পানির পরিমান, পানি সরবরাহের পরিমান, পানির উৎপাদন খরচ ইত্যাদির পরিসংখ্যান সংরক্ষন করবেন;
১০. তিনি পৌরসভার পানি সরবরাহ শাখার কর্মচারীদের ছুটির আবেদনে সুপারিশ করবেন;
১১. তিনি নিয়মিত পানির বিল প্রদান, বিল আদায়, না-দাবী পত্র এবং অবৈধ ও খেলাপী গ্রাহকদের পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
১২. তিনি পৌরসভার পানি সরবরাহ শাখারসকল রেকর্ড, নথি-পত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ করবেন; এবং

১৩. তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

পৌরসভার পানি সরবরাহ কর্মসূচির বিভিন্ন প্রযুক্তি

পানি সরবরাহ কর্মসূচির জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি/ধরণঃ

(১) সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টঃ

(২) রিভার্স অসমোসিস ওয়াটার ট্রিটমেন্টঃ

(৩) সৌরচালিত পন্ড স্যান্ড ফিল্টারঃ

(৪) ন্যানো ফিল্ট্রেশন ইউনিটঃ

(৫) রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইউনিটঃ

(৬) নলকূপঃ অগভীর নলকূপ (৬ নং হ্যান্ড পাম্প), গভীর নলকূপ (৬ নং তারা হ্যান্ডপাম্প), তারা হেড নলকূপ (অগভীর নলকূপ), তারা হেড নলকূপ (গভীর নলকূপ), তারা অগভীর নলকূপ, তারা গভীর নলকূপ, রিং ওয়েল/পাতকুয়া

নিম্নে কতিপয় পানি সরবরাহ কর্মসূচির ধরণ এবং এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ উপস্থাপন করা হলো-

প্রযুক্তির ধরণ	সুবিধা	অসুবিধা
অগভীর নলকূপ অগভীর পানির স্তর থেকে পানি উত্তোলন কূপের গভীরতা ৭৫ মিটারের কম	১. স্থাপনের খরচ অপেক্ষাকৃত কম ২. পাম্প ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রের অংশ স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়, তাই নষ্ট হয়ে গেলে সহজেই তা আবারও লাগানো যায় ৩. সহজেই নলকূরপ বসানো যায়	১. ক্ষতিকর মাত্রায় আর্সেনিক থাকতে পারে ২. পায়খানার গর্ত ও আবর্জনার স্তুপ থেকে দুরত্ব কমপক্ষে ২২ হাতের কম হলে পানি দূষিত হতে পারে ৩. শুকনা মৌসুমে

প্রযুক্তির ধরণ	সুবিধা	অসুবিধা
	৪. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন সহজ	অগভীর নলকূপ থেকে পানি তোলা কঠিন
গভীর নলকূপ (Deep tubewell) সাধারণতঃ গভীর নলকূপের গভীরতা ৭৫ মিটারের অধিক হয়ে থাকে। লবনাক্ত এলাকায় (উপকূলীয় অঞ্চলে) গভীরতা প্রায় ৩০০ মিটার।	১. এলাকাভেদে বছরের সবসময় পানি পাওয়া যায় ২. রক্ষণাবেক্ষণ সহজ ৩. বাজারে ৬নং পাম্পের খুচরা যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়, তাই সহজেই মেরামতযোগ্য (ডেভহেড ব্যতীত) ৪. গর্ত পায়খানা দ্বারা দূষিত হওয়ার ঝুকি কম	১. নলকূপ স্থাপনের খরচ বেশি ২. নলকূপ স্থাপনের জন্য অধিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় ৩. স্থাপনে দক্ষ লোকের প্রয়োজন হয় ৪. কোন কোন সময় পানিতে আয়রণ, লবন ও ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি ক্ষতিকর পদার্থ পাওয়া যায় ৫. পানিতে শরীরের জন্য ক্ষতিকর মাত্রায় আর্সেনিক থাকতে পারে
তারা নলকূপ (ডেভহেডসহ) তারা নলকূপ একটি ডিপ-সেট হ্যান্ডপাম্প প্রযুক্তি	১. পানির স্তর নিচে নেমে গেলেও পানি উঠানো যায় ২. সনাতন তারা পাম্পের তুলনায় ব্যবহারে কম শক্তি	১. নলকূপের হ্যান্ডেল শক্ত ও ভারী বলে ৬নং পাম্পের তুলনায় পানি তোলা কষ্টকর

প্রযুক্তির ধরণ	সুবিধা	অসুবিধা
	লাগে ৩. সারা বছর পানি পাওয়া যায়	২. পাম্পরডে ছিদ্র হলে পানি ওঠানো সম্ভব হয় না ৩. খুচরা যন্ত্রাংশ স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায় না, তাই নষ্ট হলে চালু করা কঠিন ৪. খুচরা যন্ত্রাংশ লাগানো কঠিন এবং অসুবিধাজনক ৫. কিছু কিছু খুচরা যন্ত্রাংশ যেমন-রাবারের চুড়ি, ফ্ল্যাপভাল্ব মাঝে মআঝে নষ্ট হয়ে যায়
পাইপ লাইন পাইপ লাইনে দুই ধরণের ব্যবস্থা দেখা যায়। যার একটি স্ট্যান্ড পোস্ট[১] এবং	১. অল্প পরিসর জায়গায় অধিক সংখ্যক জনগণ সহজেই নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে	১. যদি পাইপ লাইন প্রযুক্তি সঠিকভাবে সরবরাহ করা যায় তবে এর ব্যবহারিক কোন

[১] স্ট্যান্ড পোস্ট: স্ট্যান্ড পোস্ট হলো এমন একটি নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা যেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড বা উপরে আলাদা জলাধারে বা রিজার্ভারে সঞ্চিত পানি হ্যান্ড পাম্পের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়।

প্রযুক্তির ধরণ	সুবিধা	অসুবিধা
অপরটি ওয়াটার ট্যাপ[২]।	পারে। ২. তুলনামূলক জায়গা কম লাগে; ৩. আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভোর থাকায় অধিক পরিমান পানি পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে ৪. প্রতি ওয়াটার পয়েন্ট ৪০ টি পরিবার ব্যবহার উপযোগী; ৫. প্রতি ওয়াটার পয়েন্টে নির্মাণ খরচ প্রায় ৮০ হতে ৯০ হাজার টাকা	অসুবিধা দেখা দেয় না। এর অসুবিধা নির্ভর করে প্রধান ট্যান্কের উপর।
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রযুক্তি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং হলো এমন একটি নিরাপদ পানির উৎস যা বৃষ্টির পানিকে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষন ও ব্যবহার উপযোগী করে। যে সমস্ত	১. তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক নির্মাণ ব্যয় কম এবং এটি আকারে ছোট বলে যে কোন ঘরের আশপাশে নির্মাণ করা যায়। ২. প্রযুক্তিটি সহজ এবং স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য মালামাল এবং	১. পরিবারভিত্কি ট্যাংক/সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পানির পরিমান কম। ২. পযাপ্ত এবং উপযুক্ত বৃষ্টির পানি পড়ার চাল পাওয়া যায় না ৩. অপযাপ্ত বৃষ্টির

[২] ওয়াটার ট্যাপ: ওয়াটার ট্যাপ হলো এমন একটি নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা যা পৌরসভার মেইন লাইন থেকে পাইপ সংযোগের মাধ্যমে হ্যান্ডপাম্প অথবা ট্যাপের মাধ্যমে সরাসরি পানি সরবরাহ করা হয়।

প্রযুক্তির ধরণ	সুবিধা	অসুবিধা
এলাকায় পানি লবনাক্ত বা মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক আছে, সেখানে বৃষ্টির পানির সংরক্ষন প্রযুক্তি উপযোগী।	মিস্ত্রী দিয়ে নির্মাণ করা যায়। ৩. পানির মান নির্ভরযোগ্য ৪. প্রশিক্ষিত মহিলা কেয়ারটেকারগণ এ পদ্ধতিটি ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম ৫. রক্ষণাবেক্ষণ খরচও কম।	কারণে RWHS এর উপর সারা রছর নির্ভর করা যায় না। ৪. অতি খরা বা আগাম খরা এ পদ্ধতিটিকে ব্যবহারের অযোগ্য করে তোলে। ৫. রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে রোগজূবানু দ্বারা দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৬. পানি ধারক চালটি সঠিকভাবে পরিষ্কার না হলে দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
পাত কুয়া/রিংওয়েল: এ প্রযুক্তিতে সাব সারফেস ওয়াটার কুয়ার মধ্যে জমা হয় এবং কুয়াটি আরসিসি রিং ব্যবহার করে লাইনিং করা হয়। রিং এর উপর আরসিসি স্লাব বা ঢাকনা থাকে এবং ঢাকনার উপর	১. রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি সহজ এবং খরচ কম ২. অধিক সংখভ্যক মানুষ এটি ব্যবহার করতে পারে। ৩. সাধারণতঃ পানিতে আয়রণ ও আর্সেনিক থাকে না এবং পানি	১. পানি তোলা কষ্টকর ২. পানি তোলার সময় দূষিত হওয়ার ভয় থাকে ৩। পায়খানার গর্ত বা আবর্জনা থেকে পাতকুয়ার দূরত্ব ২২ হাতের কম হলে পানি দূষিত

প্রযুক্তির ধরণ	সুবিধা	অসুবিধা
টিউবওয়েল স্থাপন করে কুয়ার সাথে সংযোগ দেয়া হয়। পযাপ্ত বাতাস যাতায়াতের জন্য ওয়েলের অভ্যন্তরে এয়ার ভেন্ট পাইপ স্থাপন করা হয়।	লবণাক্ততামুক্ত	হতে পারে। ৪। দীর্ঘদিন পানি তোলা না হলে পানিতে দূর্গন্ধ হতে পারে। ৫। প্রাথমিক নির্মাণ ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশী। ৬। বালি বা মাটিতে কুয়ার নীচ ভরে যেতে পারে এবং তখন পানি না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ৭। কোন কোন এলাকায় বালি/মাটি দিয়ে গর্তের গভীরতা যাওয়ায় পানি না পাওয়ার আশংকা থাকে ৮। যখন ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পায় তখন এর কাযকারিতাও লোপ পায় ৯। মাটির স্তরে কালো কাদা থাকলে পানিতে

প্রযুক্তির ধরণ	সুবিধা	অসুবিধা
		দূর্গন্ধ হতে পারে।
পুকুরপাড়ে বালির ফিল্টার (Pond Sand Filter-PSF): পিএসএফ বা পন্ড স্যান্ড ফিল্টার বলতে পুকুড় পাড়ে বালির ফিল্টারকে বুঝায়। পিএসএফ মাধ্যমে সংরক্ষিত পুকুরের পানি বালির ফিল্টারের মাধ্যমে পরিশোধন করে পানযোগ্য গুণাগুসম্পন্ন করা হয়। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে পুকুরের পানির টারবিডিটি এবং ব্যাকটেরিয়া (টিসি এবং এফসি) মুক্ত করা হয়। পুকুরের পানি সাধারণত হ্যান্ডপাম্প টিউবওয়েলের সাহায্যে প্রথমে প্রি-ফিল্টার বেড-এ ঢুকানো হয়, তারপর সে পানিকে ফিল্টার বেডে সরানো হয়। অপসারিত পানি স্টোরেজ চেম্বারে জমা হয় এবং সেখান	১. রোগজীবানু পুকুরের পানি থেকে সম্পূর্ণ দূর করতে পারে ২. স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য মালামাল ও মিস্ত্রী দ্বারা সম্ভব ৩. পানির মান নির্ভরযোগ্য এবং পদ্ধতিটি পরিবেশ বান্ধব ৪. প্রশিক্ষিত কেয়ারটেকারগণ এটা ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে সক্ষম ৫. বেশি পরিবারকে সেবা দিতে সক্ষম ৬. সাধারণতঃ রক্ষাবেক্ষণ খরচ কম।	১. এটাকে স্থায়ীত্বশীল করার জন্য জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ ও সচেতনতা প্রয়োজন ২. তূলনামূলকভাবে প্রাথমিক নির্মাণ ব্যয় বেশি ৩. এর কারযকারিতা পুকুরের পানির প্রাপ্যতা, মান এবং পরিমানের উপর নির্ভরশীল ৪. সংরক্ষিত এবং উপযুক্ত পুকুরের অভাব ৫. অতিরিক্ত বা আগাম খরার কারণে পুকুর শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ৬. উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে রোগজীবানু দ্বারা দূষিত হওয়ার

প্রযুক্তির ধরণ	সুবিধা	অসুবিধা
থেকে ট্যাপের সাহায্যে পানি সংগ্রহ করা হয়। টিআবিডিটি এবং ব্যাকটেরিয়ামুক্ত করার জন্য এ প্রযুক্তি খুবই কাযকর। গড়ে প্রতি দুই মাসে পর পর এর রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হয়। পিএসএফ এর ৫টি প্রধান উপকরণ/উপাদান হলো- (১) পুকুর (২) সংরক্ষণাগার (৩) ফিল্টার ইউনিট (৪) ইনটেক (৫) পাম্পিং ইউনিট।		সম্ভাবনা থাকে।

পানি সরবরাহ কর্মসূচির প্রযুক্তি নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

(১) মূলধনী ব্যয় ও পরিচালন ব্যয়ঃ
(২) ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানঃ
(৩) পানির উৎস ও প্রাপ্যতাঃ
(৪) পানির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদাঃ
(৫) লবণাক্ততা, আর্সেনিকসহ অন্যান্য বিষয়ঃ

পানি সরবরাহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমঃ

বিগত জুন, ২০২২ সালে ‘পানি সরবরাহ ও স্যানেটেশন বিষয়ক পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা’ প্রকাশিত হয়। পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ওএন্ডএম) নির্দেশিকাটির মূল উদ্দেশ্য হলো পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাগুলোর কার্যকর পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ-এর উপায়গুলো নিয়মিতকরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাগুলো প্রত্যাশিত অবস্থায় কার্যকর রাখা। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় বেশকিছু নীতিমালা সংশোধনের সুপারিশ করা হয়েছে এবং কৌশলপত্র পরিমার্জনের প্রস্তাব করা হয়েছে যথাঃ

১) সরকারি পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহ স্থাপনের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিবেচনায় স্থান নির্বাচনের শর্তসমূহ হালনাগাদকরণ

২) প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ

৩) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল গঠন

৪) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা মানসম্মতকরণ, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ

৫) পানির গুণগতমানের নজরদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

৬) সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এবং নতুন বিনিয়োগ পরিকল্পনার সময় মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসনের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান।

স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান মানদন্ড ছাড়াও পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর উপযুক্ততা এবং জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতগুলো বিবেচনায় আনতে হবে। এলাকা ভিত্তিক উপযুক্ত একক প্রযুক্তি নির্বাচন করতে হবে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে তা উৎসাহিত করা

হবে, একই এলাকায় একই পরিষেবার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য সেবাচুক্তি ও ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করতে হবে। কমসংখ্যক ব্যবহারকারী সম্বলিত ব্যবস্থাসমূহ যেমন তারা পাম্প, এআইআরপি, রিংওয়েল/পাতকুয়া রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৌরসভাসমূহ সেবা চুক্তি মডেল ব্যবহার করতে পারে। পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, আরও এবং সোলার পিএসএফ-এর ক্ষেত্রে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের রাজস্ব শেয়ার, ইজারা বা পিপিপি সিস্টেম ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা চুক্তি মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। অগভীর নলকূপ এবং রেইন ওয়াটার সংগ্রহের বিষয়ে বেসরকারি মেরামতকারীদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

পৌরসভার পানি সরবরাহ কর্মসূচি মনিটরিং

কর্মসূচি মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ হচ্ছে পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন কাজের অগ্রগতি দেখার জন্য একটি নিয়মিত ও সুশৃংখলভাবে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া। এটি এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে কোন কর্মসূচির শক্তিশালী ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করা সম্ভব হয় এবং কাজের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে কাজের গুণগত এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপযুক্ত তথ্য প্রদান করে। কর্মসূচি মনিটরিং গতানুগতিক কিংবা অংশগ্রহণমূলক দু'ধরনেরই হতে পারে।

কর্মসূচি মনিটরিং-এর বিভিন্ন উপাদান

একটি কর্মসূচি মনিটরিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ বিবেচ্য:

১. কর্মসূচি বা প্রকল্পের কার্যকারিতা, বাস্তবায়ন নৈপুণ্য এবং প্রভাব নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত সূচক নির্ধারণ করা;
২. নির্ধারিত সূচক মোতাবেক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ঠিক করা;
৩. তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য সংরক্ষণ;
৪. তথ্য বিশ্লেষণ; এবং
৫. দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় উক্ত তথ্য প্রয়োগ।

অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং প্রক্রিয়া:

অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং হচ্ছে এমন একটি চলমান পক্রিয়া যা কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি, দুর্বলতা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারার কারণসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করে এবং এ পরিবীক্ষণ পক্রিয়ায় প্রকল্পের সকল স্তরের লোকজনের অংশগ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিতা, দায়বদ্ধতা এবং ফলাফল বিনিময় নিশ্চিত করে। এ ধরণের মনিটরিং প্রকল্পে অভীষ্ট জনগোষ্ঠি নিজেরাই করে থাকে।

মনিটরিং টুলস

মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত টুলস ব্যবহার করা যেতে পারে-

১. বেইজলাইন সার্ভে বা ভিত্তি জরিপ
২. দলগত আলোচনা বা উঠান বৈঠক
৩. ভিজ্যুয়াল রিপোর্ট কার্ড
৪. সাক্ষাতকার
৫. কেস স্টাডি সংগ্রহ
৬. নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি এবং
৭. ডকুমেন্টেশন।

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র (পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত সংস্করণ ২০২১) অনুযায়ী পানি সরবরাহের সাথে এসডিজি ৬ এ লক্ষ্যমাত্রাসমূহের সাযুজ্যতা নিম্নরূপ-

এসডিজি৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ	**পানীয় জলের সোপান**
লক্ষ্যমাত্রাসমূহ: ৬.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ ও ব্যয়সাধ্য নিরাপদ পানির সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশগম্যতা অর্জন ৬.২ নারী, কিশোরী এবং নাজুক পরিস্থিতিতে থাকা জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সুবিধা নিশ্চিত করা, উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বন্ধ করা ৬.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগত মান বৃদ্ধি করতে দূষণ হ্রাস, আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও উপকরণের নির্গমণ কমানো, অপরিশোধিত বর্জ্য পানির অনুপাত অর্ধেকে নামানো এবং বিশ্বব্যাপী	**নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত পানীয়জল:** বাড়ির আঙ্গিনায় অবস্থিত পয়ঃবর্জ্য ও সকল ধরণের রাসায়নিক দূষণমুক্ত উন্নত পানীয় জলের উৎস (জেএমপি সংজ্ঞানুযায়ী), যা থেকে প্রয়োজনমত সবসময় পানি সংগ্রহ করা। **মৌলিক পানীয় জল**: কোনো উন্নত পানীয় উৎস যা থেকে পানি সংগ্রহে যাওয়া আসা এবং লাইনে দাড়াঁনোসহ ৩০ মিনিট এর বেশি সময় লাগে না। **সীমিত পানীয় জল:** কোনো

এসডিজি৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ	**পানীয় জলের সোপান**
নিরাপদভাবে পানির পুনঃব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলা ৬.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল খাতে পানি ব্যবহারের দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি- সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই উত্তোলন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটে ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা ৬.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতাসহ সকল পর্যায়ে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন ৬.৬ ২০২০ সালের মধ্যে পাহাড়, বন, জলাভুমি, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার (পানিস্তর) ও হ্রদসহ পানির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত পরিবেশ- প্রতিবেশের সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার ৬.ক ২০৩০ সালের মধ্যে পানি আহরণ, লবণবিমুক্তকরণ, পানির দক্ষ ব্যবহার, বর্জ্য পানি পরিশোধন রিসাইকিং ও পুনঃব্যবহার প্রযুক্তিসহ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	উন্নত পানীয় উৎস যা থেকে পানি সংগ্রহে যাওয়া আসা এবং লাইনে দাড়াঁনোসহ ৩০ মিনিট এর বেশি সময় লাগে। **অনুন্নত পানীয় জল:** অরক্ষিত কূপ বা ঝরণা থেকে সংগৃহিত পানীয় জল। **ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি:** সরাসরি নদী, বাঁধ, হ্রদ (লেক) পুকুর, ঝরনা/জলপ্রবাহ, খাল বা সেচের নালা থেকে আহরিত পানীয় জল। **নোট:** উন্নত পানীয় জলের উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে পাইপবাহিত সরবরাহকৃত পানি, বোরহোল বা টিউবওয়েল, সংরক্ষিত কূপ ও ঝরনা, বৃষ্টির পানি এবং বোতলজাত অথবা সরবরাহকৃত পানি।

এসডিজি৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ	**পানীয় জলের সোপান**
৬.খ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে সমর্থন ও শক্তিশালী করা।	

নিম্নে এসডিজি এর অভিষ্ট ও জাতীয় অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা (NPT)-এর সাথে পৌরসভার পানি সরবরাহ কার্যক্রমের সম্পর্ক উল্লেখ করা হলো-

এসডিজি	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত টার্গেট	NPT	পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যাবলী
6 CLEAN WATER AND SANITATION	• ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানিতে সকলের সার্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকারের লক্ষ্য অর্জন • দূষণ হ্রাস করে, পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক ও পদার্থ ও উপকরণের নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে, অপরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকলিং) ও নিরাপদ পুনর্ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমানে বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগতমান বৃদ্ধি করা	• ১০০% জনসংখ্যার নিরাপদ পানীয় জলে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা • ১০০% জনসংখ্যার নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা	আইনের ধারা ৫০ এর (২) (ক) (খ) আইনের ২য় তফসিলের- ১০। পানি সরবরাহ (১) (২) (৩) ১১। পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস (১) (২) ১২। পানি নিষ্কাশন (১) (২) (৩) ১৩। পানি নিষ্কাশন প্রকল্প (১) (২) (৩) (৪) (ক) (খ) (গ) ১৪। স্নান ও ধৌত করার স্থান (১) (ক) (খ) (গ) (২) ১৫। ধোপী-ঘাট এবং ধোপা (১) (২) ১৬। সরকারি জলাধার (১) (২) (৩) (৪)

নারী বান্ধব পানি সরবরাহ কর্মসূচি (এসডিজি-৫)

নারীরাই গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার্য পানির প্রধান সংগ্রহকারী, পরিবহনকারী, ব্যবহারকারী ও ব্যবস্থাপক হলেও এখাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। জেন্ডারের উপর গুরুত্ব দিয়ে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে কর্মসূচিগুলোর কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হওয়ায় পাশাপাশি নিম্নরূপ সুফল পাওয়া সম্ভব-

(১) অর্থনৈতিক সুফল: পানির সহজলভ্যতার ফলে নারীরা আয়-উপার্জনের কাজে, পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন মেটাতে অথবা নিজেদের কল্যাণ ও অবসরের জন্য বেশি সময় পায়। ফলে, সার্বিকভাবে অর্থনীতিও এর দ্বারা উপকৃত হয়।

(২) শশুদের জন্য সুফল: পানি সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার একঘেয়ে পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেয়ে শিশুরা, বিশেষ করে মেয়েরা স্কুলে যায়, আর তাই আশা করা যেতে পারে, এর প্রভাব পড়বে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

(৩) নারীর ক্ষমতায়ন: পানি সরবরাহ প্রকল্পে সম্পৃক্ততার ফরে নারীদের ক্ষমতায়ন ঘটে, বিশেষ করে যখন প্রকল্প কর্মকান্ডের সঙ্গে আয়-উপার্জনমূলক কাজ অথবা উৎপাদনশীল সম্পদ, যেমন ঋণ, সংশ্লিষ্ট থাকে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি এবং জেন্ডার প্রয়োগ

'সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা' পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনায় একটি উলে খযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বৈশ্বিক পরিবেশ বিপর্যয়, গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং সর্বত্রই জেন্ডার অসমতার কারণে পানির ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় এইভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রয়োগে পরিবেশের ভারসাম্য এবং আন্তঃখাতভিত্তিক বিশে ষণের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নীতিমালা, নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং সূচিন্তিত নির্দেশকের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। বংশ, শ্রেণী, গোত্র, জাতি, বয়স, সামর্থ এবং ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে জেন্ডার বিষয়টি বিশে ষণ করার পর্যাপ্ত সুযোগ নেই।

- অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশের বস্তু হিসেবে পানিকে বিবেচনায় নেয়া উচিত
    - নিরাপদ পানি মূল্যবান এবং সীমিত। পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অবকাঠামো হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং একই সাথে পানি সরবরাহে সবার প্রবেশাধিকার একটি মৌলিক মানবিক অধিকারও। পয়ঃনিষ্কাশন এবং গৃহস্থালীর কাজে পানি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এই পানি সংগ্রহের দায়িত্ব নারীদের। পানির এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা উচিত। প্রায়শই দেখা যায় ভূমি এবং পানির উপর নারীর কোনো অধিকার থাকেনা এবং উন্নয়নের প্রচেষ্টা নারীর জীবিকা অর্জনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

- মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে পানি সরবরাহের বিষয়টি ভাবার সাথে সাথেই মূল্য পরিশোধে জনগণের আর্থিক সামর্থের দিকটিও বিবেচনায় আনা গুর"ত্বপূর্ণ। নারীর স্বার্থ এবং জেন্ডার সম্পর্কের বিষয়টি প্রায়ই এড়িয়ে যাওয়া হয়। যদিও নারীদের নগদ অর্থের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না তবুও দেখা যায় যে, পুর"ষের চেয়ে নারীরাই পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনে অধিক মূল্য পরিশোধ করতে হয় কারণ তারাই প্রধান ব্যবহারকারী এবং এটি তাদের দায়িত্ব বলেই বিবেচিত হয়। চাহিদার ক্ষেত্রে জেন্ডার এবং সামাজিক সাম্যতা বিশে ষনের প্রয়োজন রয়েছে।
- পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং প্রাপ্তির লক্ষ্যে সামাজিক বস্তু এবং মানবিক অধিকার হিসাবে নীতি এবং পরিকল্পনায় পানির বিষয়টি যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত পানির পানির মূল্য বৃদ্ধি এবং রান্না ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় পানির ব্যবহার কমানো উচিত নয়। ড পানি নীতিগুলো শুধু পানি সরবরাহে নয় বরং পানি ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীভূত করতে হবে - পানি ব্যবস্থাপনায় সরকার এবং স্থানীয় সুবিধাভোগীরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে।
- পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে অধিক ফলপ্রসূ করার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলো ভূমিকা রাখতে পারে। পানির গুণাগুণ ঠিক রাখা এবং বেসরকারিদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণে জাতীয় সরকারের কিছু দায়িত্ব নিজের হাতে রাখা উচিত। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। যে সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অধিক লাভ করতে চায় তাদের কাছে স্বল্প আয়ের পরিবার, গৃহস্থালীর পানি ব্যবহারকারী এবং যারা জীবনের প্রয়োজনে পানির উৎস ও জলাধার ব্যবহার করেন তারা বিবেচ্য নন। তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়। কিন্তু নারীরাই প্রধানত এই শ্রেনীর প্রতিনিধিত্ব করে।
- বেসরকারিকরণের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সাথে স্থানীয় জনগণের সামর্থ বৃদ্ধির বিষয়টিও অধিক গুর"ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে নারী এবং পুর"ষ উভয়ের জন্যই সমান সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

- সমন্বিত পানি সম্পদ নীতি এবং নিয়ন্ত্রিণ কাঠামোর মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়নে সরকারকে সহায়তা করতে হবে
  - পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ পানির সহজ প্রাপ্যতা, পরিমাণ এবং গুণাগুণের উপর প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব নারী-পুর"ষ, পরিবার এমনকী লিঙ্গ, বয়স ও সামাজিক মর্যাদাভেদে ভিন্নতর হয়ে থাকে।
  - রাষ্ট্র এবং এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরগুলোর উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ে সমন্বয় থাকা উচিত এবং এবং নারীর স্বার্থ এবং অধিকার নিশ্চিতেও মনোযোগী হওয়া উচিত।
- সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা উচিত

- সকল সুবিধাভোগীর অংশগ্রহণে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা অধিক ফলপ্রসূ হয়। কারণ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীরা প্রথাগত ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের যে ধারণা রয়েছে সেগুলোকে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা এবং চর্চায় সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।
- মাঠ পর্যায়ে যারা পানি বিষয়ক প্রকল্পগুলোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যারা সহায়তা করছে তারা অনেক বেশি গুর"ত্বপূর্ণ। কেননা তাদের প্রায় সকলেই নারী। কমিউনিটির নারী প্রধান পরিবারগুলোর পুর"ষ প্রধান পরিবারগুলোর চাইতে সমঝোতা বা বোঝাপড়ার করা ক্ষমতা কম। এ জন্যই তাদের প্রকল্প কার্যক্রমের যুক্ত করতে একটি নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

- নারী এবং পুরুষ উভয়কেই পানি সরবরাহ, ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন
  - পানির অপচয়রোধ বিশেষ করে যে সকল শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অপচয় রোধে নারী-পুরুষ উভয়কেই প্রচারণা চালাতে হবে;
  - পানির কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনায় নারীর জ্ঞান-দক্ষতা গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে;
  - যে সকল নারী পানি সংগ্রহ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখে তাদের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পানির গুণাগুণ উন্নয়ন এবং পয়ঃনিষ্কাশন ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগ দিতে হবে।

এসডিজি - ৫ : জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারী ক্ষমতায়ন

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ
৫.১। সর্বত্র সকল নারী এবং কন্যা সন্তানদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্যের পরিসমাপ্তি ঘটানো।
৫.২। পাচার, যৌন ও অন্যান্য শোষণসহ জনসম্মুখে কিংবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নারী এবং কন্যা সন্তানদের বিরুদ্ধে সব ধরনের নির্যাতন নির্মূল করা।
৫.৩। সবধরনের ক্ষতিকর রীতি নির্মূল করা। যেমন- বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিয়ে।
৫.৪। সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিতে সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অবৈতনিক গৃহস্থালির কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন প্রদান করা এবং জাতীয়ভাবে উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে গৃহস্থালি সংক্রান্ত এবং পারিবারিক দায়িত্ব ভাগাভাগির বিষয়টিকে প্রচার করা।
৫.৫। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জন জীবনের সকল স্তরের সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর পূর্ণ ও কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৫.৬। জনসংখ্যা ও উন্নয়নের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং তাদের রিভিউ সম্মেলনের ফলাফল অনুযায়ী সম্মত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের ক্ষেত্রে সার্বজনিন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;
৫. ক। জাতীয় আইন অনুসারে নারীদের অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা ও অন্যান্য সম্পদ, অর্থনৈতিক সেবা, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতিতে সমান অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৫.খ। সক্ষমতা বৃদ্ধিকারী প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করা, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার;

৫.গ। জেণ্ডার সমতা উন্নীত করা এবং সকল স্তরে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য যথাযথ নীতিমালা ও প্রয়োগযোগ্য আইন প্রণয়ন ও শক্তিশালী করা।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ[৩] এবং পানি সরবরাহ কর্মসূচি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ বাংলাদেশ মডেলে জাতীয় (৩৯) ও স্থানীয় পর্যায়ে (+১) যেসব জেলা ও উপজেলা স্ব স্ব স্থানের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে নির্ধারণ করেছে তা নিম্নরূপ-

এসডিজি আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা বিধায় এর সাথে স্থানীয় বাস্তবতাকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে এসডিজি স্থানীয়করণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয়করণের অর্থ হলো ২০৩০ এজেন্ডা অর্জনের ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদা ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে লক্ষ্য নির্ধারণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ করা। এসডিজি'র প্রায় সবকটি লক্ষ্যমাত্রা সরাসরি স্থানীয় সরকারের দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত। এ কারণেই সমন্বিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে প্রণীত পরিকল্পনার পাশাপাশি পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

স্থানীয়করণের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রার আলোকে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করেছে। অগ্রাধিকার সূচকগুলো এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নে অন্যান্য সূচকসমূহও বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া, আঞ্চলিক পর্যায়ে (জেলা) এবং স্থানীয় পর্যায়ে (উপজেলা) আরো একটি অতিরিক্ত অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা রেখে স্থানীয়করণের ৩৯+১ শীর্ষক একটি মডেল প্রস্তাব ও অনুমোদন করা হয়েছে যেখানে ৩৯ হলো জাতীয় অগ্রাধিকার এবং +১ হলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত একটি অগ্রাধিকার। অর্থাৎ প্রতিটি জেলা ও উপজেলার জন্য স্থানীয় অগ্রাধিকার সূচক হবে (৩৯+১) = ৪০টি। স্থানীয়করণের এই ৩৯+১ মডেলটিকেই 'এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল' নামে প্রস্তাব করা হয়েছে। এসকল সূচক স্থানীয় পর্যায়ে এবং প্রেক্ষাপটে প্রণয়ন করা হলেও তা মূলত বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পৃক্ত এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রাখবে। 'এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল'-এ জাতীয় পর্যায়ে ৩৯টি, প্রতিটি জেলার জন্য একটি করে ৬৪টি এবং প্রতিটি উপজেলার জন্য একটি করে ৪৯২টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে।

এসডিজি স্থানীয়করণে বাংলাদেশ মডেল

[৩] টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট স্থানীয়করণ বাংলাদেশ মডেল, গর্ভন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (ফেব্রুয়ারি ২০২৩)

জাতীয় ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচক চিহ্নিতকরণ এবং বাংলাদেশ মডেল প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্ণিত ৩৯টি অগ্রাধিকার সূচকের মধ্যে পানি সরবরাহ কার্যক্রম সম্পর্কিত অগ্রাধিকার সূচক নিম্নরূপ-

অভীষ্ট	অগ্রাধিকার সূচক
অভীষ্ট ৪: সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা	শতভাগ বিদ্যালয়ে নিরাপদ খাবার পানির সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করা।
অভীষ্ট ৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	• নিরাপদ খাবার পানি সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা

এসডিজি স্থানীয়করণে 'জেলা মডেল'

এসডিজি স্থানীয়করণের আরেকটি মডেল হল 'জেলা মডেল'। সরকারের দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে স্থানীয় সমস্যা এবং সম্ভাবনার ভিত্তিতে জেলার একটি সার্বিক ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনাই ছিল উক্ত জেলা মডেলের মূল ভিত্তি। এসডিজি স্থানীয়করণে জেলা পর্যায়ে অগ্রাধিকার সূচক (+১) নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেসব জেলা পানি সরবরাহ কার্যক্রমকে নির্বাচন করেছে তা নিম্নরূপ-

জেলার নাম	জেলার অগ্রাধিকার সূচক
পিরোজপুর	নিরাপদ খাবার পানি ব্যবস্থাপনার সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতভাবে উন্নীত করা
নোয়াখালী	নোয়াখালী শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে শতভাগ ড্রেন ও খালসমূহ দখলমুক্ত ও পরিষ্কার নিশ্চিত করা
খুলনা	নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনার সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা
বগুড়া	করতোয়া নদীর ৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এলাকা দুষণমুক্ত ও পুনঃখনন সম্পন্ন করা

তথ্যসূত্র:

1. *M. Feroze Ahmed and Mujibur Rahman (2007), Water Supply and Sanitation for rural and low-income urban communities, ITN-BUET, 3rd Edition.*
2. *Water sources | Public water systems | Drinking water | Healthy water | CDC*. (n.d.). https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/public/water_sources.html
3. *Water treatment | Public water systems | Drinking water | Healthy water | CDC. (n.d.). https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/public/water_treatment.html*
4. *Water treatment | Public water systems | Drinking water | Healthy water | CDC. (n.d.-b). https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/public/water_treatment.html*
5. *Drinking Water Quality - an overview | ScienceDirect Topics*
6. *https://dphe.gov.bd/site/page/15fa0d7b-11f1-45c0-a684-10a543376873/Water-Quality-Parameters-*
7. *Team, D. (2023, January 26). Types of water distribution system. DAILY CIVIL. https://dailycivil.com/types-of-water-distribution-system/*
8. *Imran, S., Dietz, J. D., & Randall, A. A. (2006). Drinking water distribution systems. In National Academies Press eBooks. https://doi.org/10.17226/11728*
9. *Operation and Maintenance for Water Supply Systems, https://www.thewatertreatments.com/water-treatment-filtration/operation-maintenance-water-supply-systems/*
১০. https://bn.wikipedia.org/wiki/সুপেয়_পানি_সরবরাহ,_পয়ঃনিষ্কাশন_ও_স্বাস্থ্যসম্মত_পরিবেশ;(তারিখ১৮.১২.২০২৩);
11. https://www.linkedin.com/pulse/-md-hasanur-habib
12. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28735/gender-checklist-water-supply-sanitation-bn_0.pdf

13. http://genderandwater.org/en/gwa-products/knowledge-on-gender-and-water/resource-guide-on-gender-and-iwrm/resource-guide-in-bangla
14. https://bn.wikipedia.org/wiki/বর্জ্য
15. ইসলাম, নুরুল, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, পৌরসভা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, এনআইএলজি, ঢাকা (ফেব্রুয়ারি ২০২১)
16. সমন্বিত বর্জ্য (পয়ঃবর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য) পরিশোধন বিষয়ক ধারণাপত্র, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (নভেম্বর, ২০২২)
17. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (জুন ২০২৩)
18. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (জুন ২০২৩)
19. এনআইএলজি, পৌরসভা প্রশিক্ষণ সহায়িকা, পৌরসভার পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা, (২০১১)
20. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯

পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত

বিষয়ভিত্তিক ওয়াশ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

মডিউল:

পৌরসভার স্যানিটেশন কর্মসূচি

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
২৯, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
স্যানিটেশনের মৌলিক ধারণা এবং বর্তমান পরিস্থিতি	
বাংলাদেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থার চিত্র	
স্যানিটেশন কর্মসূচি ও এসডিজি	
স্যানিটেশন সম্পর্কিত জাতীয় পদক্ষেপ	
পৌরসভার স্যানিটেশন কর্মসূচি মনিটরিং	
স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভার দায়িত্ব	
স্যানিটেশন কর্মসূচিতে পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও নিয়োজিত কর্মচারিগণের দায়িত্ব	

স্যানিটেশনের মৌলিক ধারণা এবং বর্তমান পরিস্থিতি

স্যানিটেশনের ধারণা:

স্যানিটেশন

স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝানো হয়, মানববর্জ্য (মল-মূত্র) এবং ব্যবহৃত পানির যথাযথ নিষ্কাশন, সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে পুনঃব্যবহারকরণ। পুনঃব্যবহারকরণের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রধান উদ্দেশ্য থাকে মানববর্জ্য (মল-মূত্র) এবং ব্যবহৃত পানিতে থাকা পুষ্টি উপাদান, জৈব উপাদানসমূহ, শক্তি বা পানি।

পয়ঃনিষ্কাশন বা স্যানিটেশন বলতে বোঝায়, নিরাপদ খাওয়ার পানি এবং মানববর্জ্য ও ব্যবহৃত পানি যথাযথভাবে নিষ্কাশন সংক্রান্ত গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থা। মল-মূত্রের সাথে মানুষের সংস্পর্শ রোধও স্যানিটেশনের একটি অংশ। যেমন-পায়খানার পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া। স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ র্সষ্টির মাধ্যমে মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা যাতে জীবানু সংক্রমন প্রতিরোধ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ: ডায়ারিয়া, শিশুর অপুষ্টি ও শারীরিক বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ যা উন্নত স্যানিটেশনের মাধ্যমে কমানো সম্ভব। যেসব সম্প্রদায়ে বা পল্লী অঞ্চলে স্যানিটেশন ব্যবস্থা দুর্বল সেসব স্থানে ডায়ারিয়া বাদে আরো রোগ জীবানু সহজে ছড়ায় যেমন-কলেরা, হেপাটাইটিস, পোলিও ও কৃমিজনিত রোগ প্রভৃতি।

স্যানিটেশনের ধরণ

বিভিন্ন ধরনের স্যাটিশেন ব্যবস্থা বিদ্যমান, যার মধ্যে কোন কোনটি কেবলমাত্র মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা আবার কোনটি যাবতীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থা। নিম্নে স্যানিটেশনের বিভিন্ন ধরণ উপস্থাপন করা হলো-

বেসিক স্যানিটেশন: ২০১৭ সালে "বেসিক স্যানিটেশন" শিরোনামের একটি নতুন বিষয় সামনে আসে। এটি হলো উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা যা পৃথকভাবে একজনের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা থাকে। বেসিক স্যানিটেশনের আওতায় ঘরের লোকেদের যৌথভাবে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা হিসেবে "সীমিত স্যানিটেশন সেবা" নামে আরেকটি ব্যবস্থারও উদ্ভব হয়।

কন্টেইনারভিত্তিক স্যানিটেশন

কন্টেইনারভিত্তিক স্যানিটেশন (CBS) হলো এমন স্যানিটেশন ব্যবস্থা যেখানে মানববর্জ্য একটি বদ্ধ, পরিবহনযোগ্য কন্টেইনারে জমা করা এবং যথাস্থানে নিয়ে তা শোধনের ব্যবস্থা করা। সাধারণ ভ্রাম্যমান টয়লেটগুলোতে এ ব্যবস্থা থাকে যেখানে ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে টয়লেটের সুবিধা প্রদান করা হয়। তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বর্জ্য নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের সহায়তা পেলে এ কন্টেইনারভিত্তিক স্যানিটেশেন ব্যবস্থা নিম্ন আয়ের শহরগুলোতেও ব্যবহার করা

যায়। নালা খনন করা এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা রক্ষা করার যে পরিমান খরচ তার চেয়ে এ ব্যবস্থায় বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং শোধনের খরচ অনেক কম।

কমিউনিটি-লেড টোটাল স্যানিটেশন (CLTS)

কমিউনিটি-লেড টোটাল স্যানিটেশন বা সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রিত পরিপূর্ণ স্যানিটেশন হলো মূলত পল্লী অঞ্চলে খোলা পায়খানা ব্যবহার বন্ধের জন্য গোষ্ঠির আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগ। এটি এমন একটি উদ্যোগ যেখানে অতিরিক্ত প্রযুক্ত ব্যবহার ছাড়াই গ্রামীন স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা হয়, যা সম্প্রদায়গুলোকে উন্মুক্ত পায়খানা ব্যবহারের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং সমস্যাসমূহ শনাক্ত করতে সহায়তা করে।

পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এ ২ (ধ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিউনিটি টয়লেট অর্থ বস্তি বা দরিদ্র কমিউনিটিতে বসবাসকারী অন্যূন তিন বা তার অধিক সংখ্যক পরিবারের ব্যবহারের জন্য যথাযথ স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও সেপটিক ট্যাংক বা এবিআর সম্বলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক টয়লেট।

শুষ্ক স্যানিটেশন

সাধারণত শুষ্ক স্যানিটেশন বলতে এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝানো হয় যেখানে কোনো নির্দিষ্ট ধরণের শুষ্ক টয়লেট ব্যবহৃত হয় এবং বর্জ্য নিষ্কাশনের কোন নালার ব্যবস্থা থাকে না। শুষ্ক টয়লেট বলতে সুত্র পৃথকীকৃত শুষ্ক টয়লেটকেই (UDDTs) বোঝানো হয়। শুষ্ক স্যানিটেশন পদ্ধতিতে মল এবং মূত্রকে আলাদা স্থানে নির্গত করানো হয়। মূত্রকে সরাসরি নল দিয়ে মাটিতে প্রবাহিত করা হয়। টয়লেটের নিচে দুটো গর্ত রাখা থাকে। ব্যবহারকারী প্রথম ছয় মাস একটি গর্তে মলত্যাগ করেন। গর্ত ভরাট হলে অন্য অংশ ব্যবহার করেন। ২য়টিও ভরাট হলে ১ম গর্তের শুষ্ক মল বের করে আবার সে অংশ ব্যবহার করা হয়। সংরক্ষিত শুষ্ক মল জৈব সার বা অন্যান্য কাজে পুনঃব্যবহার করা হয়।

বাস্তুতান্ত্রিক স্যানিটেশন

বাস্তুতান্ত্রিক স্যানিটেশনকে সংক্ষেপে ইকোস্যান (ecosan=Ecological sanitation) বলা হয়, এটি এমন একটি উদ্যোগ যা মূলত স্যানিটেশন এবং কৃষি উভয় ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ক এবং চক্রপূর্ণকারী (প্রধানত জৈব ও পুষ্টি উপাদানের নবায়নে যোগ্য করার) একটি নিরাপদ পদ্ধতি। অন্য কথায় বলা যায় যে, বাস্তুতআন্ত্রিক স্যানিটেশন মানব বর্জ্যের উপাদানসমূহ (উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান এবং জৈব পদার্থ)-কে নিরাপদ শস্য উৎপাদনের জন্য নবায়নযোগ্য করে তোলা যার ফলে অনবায়নযোগ্য উৎসের ব্যবহার হ্রাস করা সম্ভব হয়। উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং তত্ত্বধান থাকলে ইকোস্যান আমাদের দিতে পারে এমন একটি স্বাস্থ্যবিধিসম্মত নিরাপদ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উৎকর্ষক, পুনঃনবায়নযোগ্য পদ্ধতিতে মানব বর্জ্যকে পুষ্টি উপাদানে পরিনত করে যা পুনরায় ময়লা এবং পানিতে মিশে ভূমিতে চলে যায়। ইকোস্যানকে রিসোর্স ওরিয়েন্টেড (resource-oriented sanitation) স্যানিটেশনও বলা হয়।

জরুরি স্যানিটেশন

প্রাকৃতিক দূর্যোগ, শরণার্থীদের ক্যাম্প এবং উদ্বাস্তু (অভ্যন্তরীনভাবে উচ্ছেদকৃত জনগোষ্ঠি) মানুষের জন্য জরুরি স্যানিটেশন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এখানে তিনটি পর্যায় আছে, যেমন- তাৎক্ষনিক, স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন। তাৎক্ষনিক পর্যায়ের মূল লক্ষ্য থাকে খোলা পায়খানা ব্যবহার বন্ধ করে অন্তত সাধারণ ল্যাট্রিন, কূপ ল্যাট্রিন (পাতকূয়ার উপর বসানো ল্যাট্রিন), ঝুড়ি টয়লেট, কন্টেইনারভিত্তিক টয়লেট, রাসায়নিক টয়লেট (এ পদ্ধতিতে রাসায়নিক ব্যবহার করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়, যেমন-দূর্গন্ধ দূর করা)। স্বল্পকালীন পর্যায়ে মুত্র পৃথকীকরণ শুষ্ক টয়লেট (UDDTs), সেপটিক ট্যাংক, বিকেন্দ্রীয় ময়লা পানি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য কৌশল ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়াও হাত ধোয়া এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্লাজ (পাত কূয়ায় বর্জ্য সংরক্ষণ করার পর তা নিষ্কাশন ব্যবস্থা)ও জরুরি স্যানিটেশনের অন্তভূর্ক্ত।

জরুরি পাতকূয়া-ল্যাট্রিন নির্মাণ

পরিবেশগত স্যানিটেশন

পরিবেশগত স্যানিটেশন রোগ সংক্রমণের সাথে সম্পৃক্ত পরিবেশগত বিষয়গুলোর নিয়ন্ত্রণকে অন্তভূর্ক্ত করে। এ শ্রেণীযুক্ত বিষয়গুলো হল, ময়লা- ব্যবস্থাপনা, পানি ও ময়লা পানি-ব্যবস্থাপনা, শিল্পবর্জ্য-ব্যবস্থাপনা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণকরণ।

অনসাইট স্যানিটেশন

অনসাইট স্যানিটেশন হলো এমন একটি স্যানিটেশন ব্যবস্থা যেখানে বর্জ্য, নষ্ট পানি ফেলার স্থানেই সংরক্ষণ করে প্রতিপাদন করা হয়। প্রতিপাদনের বিভিন্ন পর্যায় থাকে। একবারে শূণ্য থেকে উৎকৃষ্ট যেকোন পর্যায় হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পিট ল্যাট্রিন (পাত কূয়ার ওপর বসানো ল্যাট্রিন যেখানে বর্জ্যের প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থাই নেই) এবং সেপটিক ট্যাংক যেখানে ময়লা পানির প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা বা প্রতিবিধান করা হয়)।

পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এ ২ (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা বলতে এমন একটি স্যানিটেশন অবকাঠামো বা ব্যবস্থা বুঝায় যেখানে সেপটিক ট্যাংক ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিন বা পয়ঃবর্জ্য জমা হয় এমন কোন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে কোন গাড়ি বা ভবনের টয়লেট হতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, মজুদ এবং অপসারণ করা হয়।

নিরাপদ ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন

বর্তমানে স্যানিটেশনের উৎকৃষ্ট একটি স্তরকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমন্বিত পর্যবেক্ষণ অভিযান (JMP) এর সংজ্ঞানুযায়ী সাধারণ নিরাপদ ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন "safely managed sanitation" বলা হয়ে থাকে। এটিও বেসিক স্যানিটেশনের আওতাভুক্ত। তবে এতে অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে বর্জ্য নিরাপদে নিষ্কাশিত হয় অথবা পরিবহন করে অন্য স্থানে নিয়ে ব্যবস্থাপনা করা হয়। উন্নত স্যানিটেশন পদ্ধতির ব্যবহার, যেখানে মলমূত্র স্বস্থানে নিরাপদে নিষ্কাশন করা হয় অথবা পরিবহনের মাধ্যমে দূরবর্তী পরিশোধনাগারে পরিশোধন করা হয়।

টেকসই স্যানিটেশন

টেকসই স্যানিটেশনের ভেতর মূলত পুরো স্যানিটেশন ভ্যাল্যু চেইনই অন্তর্ভূক্ত। ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে বর্জ্য ও ময়লা পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি, পরিবহন, প্রতিবিধান এবং পুনঃব্যবহার অথবা নিষ্কাশন। এ টার্মটি ২০০৯ সাল থেকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০৭ সালে সাসটেইনেবল স্যানিটেশন সিস্টেমগুলোর স্থায়ীত্ব তুলনা করার জন্য স্থায়ীত্বের মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়। মানদন্ডগুলো হলো-একটি স্যানিটেশন সিস্টেম অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য, টেকনিক্যালি ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপযুক্ত এবং পরিবেশন ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা হবে।

স্যানিটেশন ভ্যালু চেইন :

স্যানিটেশন ভ্যালু চেইনের আওতায় থাকা পাঁচটি বিষয় হলো ইউজার ইন্টারফেস, সংগ্রহ, খালি করা এবং পরিবহন, চিকিৎসা এবং নিষ্কাশন।

প্রতিটি দিকেরই বিভিন্ন প্রযুক্তির একটি সেট রয়েছে। পাঁচটি গ্রুপের প্রযুক্তিগুলিকে একটি সিস্টেম তৈরির জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে।

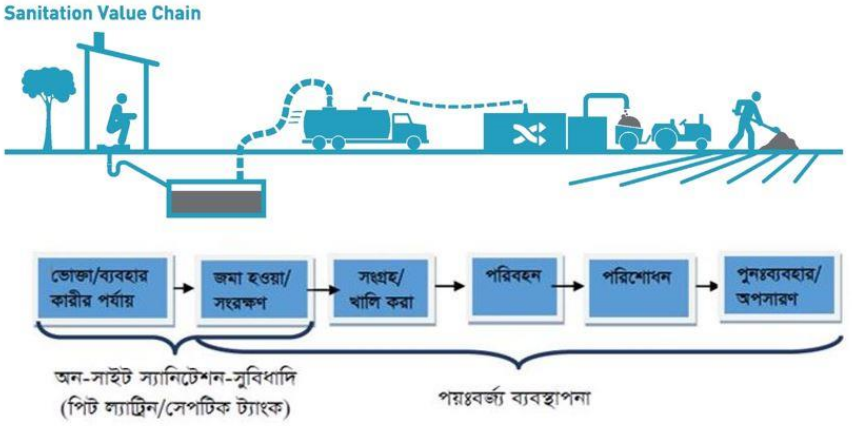

ব্যবহারকারী ইন্টারফেস:

ব্যবহারকারী ইন্টারফেস টয়লেট নির্মাণের ধরণ ব্যাখ্যা করে—পেডেস্টাল, প্যান বা প্রস্রাব—যার সাথে একজন ব্যবহারকারীর সংস্পর্শে আসে; এটি ব্যবহারকারীর স্যানিটেশন ব্যবস্থায় প্রবেশের উপায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ইউজার ইন্টারফেসের পছন্দ জমি এবং জলের প্রাপ্যতা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে।

সংগ্রহ/সংরক্ষণ:

সংরক্ষণ/সংরক্ষণ/চিকিৎসা ব্যবহারকারী ইন্টারফেস থেকে উৎপন্ন পণ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং কখনও কখনও আংশিক প্রক্রিয়াকরণ ব্যাখ্যা করে।

খালিকরণ এবং পরিবহন:

খালিকরণ এবং পরিবহন বলতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে (যেমন, সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে) অপসারণ এবং পরিবহনকে বোঝায়। সংগ্রহ/সংরক্ষণ/পরিশোধন উপাদানটি যখন তার ধারণক্ষমতায় পৌঁছে যায় তখন এটি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। উন্নয়নশীল কাউন্টিগুলিতে, ট্রাক এবং ছোট বোরগুলি মূলত কাদা পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

পরিশোধন :

পরিশোধন অংশটি ওয়ার্ড স্তর এবং শহর স্তরের জন্য সাধারণত উপযুক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি বর্ণনা করে।

ব্যবহার এবং নিষ্পত্তি

পরিশোধন কিছু সুবিধার জন্য প্রক্রিয়াজাত পণ্যের নিরাপদ নিষ্পত্তি বা ব্যবহার বর্ণনা করে।

বাংলাদেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থার চিত্র

এসডিজি সকলের জন্য "নিরাপদে পরিচালিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা" অর্জনের আহ্বান জানায়। স্যানিটেশন ২০১৫ (এমডিজি) এবং স্যানিটেশন ২০১৯ (এসডিজি) নিম্নরূপ-

স্যানিটেশন ২০১৫ (এমডিজি)	**%**
উন্নত	৬১
শেয়ারড	২৮
অন্যান্য অনুন্নত	১০
উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ	১
	সূত্র: জেএমপি ২০১৫ রিপোর্ট

স্যানিটেশন ২০১৯ (এসডিজি)	**%**
মৌলিক	৪৮
সীমিত	২৩
অনুন্নত	২৯
উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ	<১
	সূত্র: জেএমপি ২০১৯ রিপোর্ট

বাংলাদেশের প্রকাশিত SFD, SFD প্রমোশন ইনিশিয়েটিভ ওয়েবসাইটে (www.susana.org) পাওয়া যায়, যেগুলি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকার দ্বারা অর্থায়ন করা হয় এবং স্থানীয় সরকার, DPHE, এবংI/NGO-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এটি দেশের বিভিন্ন শহর ও জেলায় স্যানিটেশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই এসএফডিগুলি স্যানিটেশনভ্যালু চেইন জুড়ে মানব মলমূত্রের প্রবাহ এবং পরিচালনার একটি বিস্তৃত দৃশ্য উপস্থাপন করে।

১. এসএফডিগুলি স্যানিটেশন পরিষেবাগুলির কভারেজ চিত্রিত করে, বিভিন্ন ধরণের স্যানিটেশন সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেস সহজন সংখ্যার শতাংশকে চিহ্নিত করে। এই তথ্যগুলি এমন এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে যেখানে উন্নত স্যানিটেশনের অ্যাক্সেস বেশি, সেইসাথে এমন অঞ্চলগুলি যেখানে উন্নতির জন্য একটি উল্লেযোগ্য প্রয়োজন রয়েছে।

২. SFD গুলি সাইটের স্যানিটেশন সুবিধা যেমন সেপ্টিক ট্যাঙ্ক, পিটল্যাট্রিন এবং অন্যান্য ধরণের কনটেইন মেন্টসিস্টেমের ব্যাপকতা প্রদর্শন করে। এই ডেটা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এই সুবিধাগুলির বিতরণ এবং ব্যবহার বুঝতে সাহায্য করে।

৩. SFD গুলি সাইটের স্যানিটেশন সুবিধাগুলি থেকে উৎপন্ন মল স্লাজের ব্যবস্থাপনার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। তারা বিভিন্ন শহর ও জেলায় যে পথ দিয়ে মল/স্লাজসংগ্রহ, পরিবহন এবং নিষ্পত্তি করা হয় তা চিত্রিত করে। বিদ্যমান মল/স্লাজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য এই তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'পয়ঃবর্জ্যের প্রবাহচিত্র'

শিট ফ্লো বা এক্সক্রেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম (এসএফডি) বাংলায় এটি 'পয়ঃবর্জ্যের প্রবাহচিত্র' নামে পরিচিত। এই প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে যে কোনো একটা বড়, মাঝারি কিংবা ছোটো শহরের বিদ্যমান স্যানিটেশন ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র দৃশ্যমান করা হয়. যেখানে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় কীভাবে মানব-বর্জ্য জমা থেকে শুরু করে সংগ্রহ, পরিবহণ, পরিশোধন ও অপসারণ করা হয় সেটির একটি পরিদর্শন-চিত্র পাওয়া যায়।এই পয়ঃবর্জ্য প্রবাহচিত্র দ্বারা বিদ্যমান স্যানিটেশন ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা, অদক্ষতা এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পৌরসভা কর্তৃপক্ষের জন্য এই প্রবাহচিত্রটি দ্বারা বিদ্যমান স্যানিটেশন ব্যবস্থার সামগ্রিক অবস্থা বুঝতে এবং যথাযথ স্যানিটেশন পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হয়।

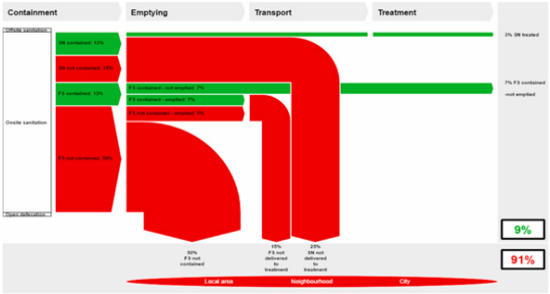

এই পয়ঃবর্জ্যের প্রবাহচিত্র সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট এলাকার (পৌরসভা) স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে তৈরি করা হয় যেখানে এলাকার বিদ্যমান জনসংখ্যার অবস্থা, পানির উৎস, স্যানিটেশন ব্যবস্থার ধরন (টয়লেট, সেপটিক ট্যাংক, খোলা স্থান), পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (স্যুয়ার, নন-স্যুয়ার), বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা প্রভৃতি তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রবাহচিত্রটি তৈরি করা হয়।

এই প্রবাহচিত্রটিতে নির্দিষ্ট এলাকার স্যানিটেশন ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা দৃশ্যমান করতে লাল ও সবুজ রং ব্যবহার করা হয়। লাল রং দিয়ে নির্দিষ্ট এলাকার অনিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে দৃশ্যমান করা হয়, যেখানে পরিবেশগত স্বাস্থ্যঝুঁকি নির্দেশ করে।

এটি বিদ্যমান স্যানিটেশন ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা ও অপর্যাপ্ত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের দিকটিকে প্রাধান্য দেয়। অন্যদিকে সবুজ রং দিয়ে নিরাপদ সানিটেশন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়, যা স্যানিটেশন পরিষেবার বিভিন্ন ধাপে পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিবিহীন নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থার চিত্র উপস্থাপন করে। প্রবাহ চিত্রে নির্দেশিত লাল ও সবুজ রঙে নির্দেশিত রূপরেখা পৌরসভা কর্তৃপক্ষের জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন পরিষেবা (কন্টেইনমেন্ট থেকে অপসারণ পর্যন্ত) নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, সম্পদ সমাবেশীকরণ এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক হয়।

পৌরসভা পর্যায়ে শহরব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন পরিষেবা প্রবর্তনে এই পয়ঃবর্জ্যেও প্রবাহ চিত্রের ব্যবহার বিদ্যমান স্যানিটেশন ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণে পৌরসভা কর্তৃপক্ষের বাস্তব উপলব্ধি, সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্পদ সমাবেশীকরণ, সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণনিশ্চিত ও মনিটরিং ব্যবস্থার অগ্রগতিতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও উপবিধি তৈরির ক্ষমতায়নে সহায়ক হয়। শুধু তাই নয়, পয়ঃবর্জ্যের প্রবাহ চিত্রের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ শহরের সকলের জন্য নিরাপদ ও ন্যায্যতাভিত্তিক স্যানিটেশন পরিষেবা নিশ্চিতকরণে, একইসাথে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬.২ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ অর্জনে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

শহুরে স্যানিটেশন ব্যবস্থার চিত্র

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের নগর স্যানিটেশন ব্যবস্থার অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও নানাবিধ চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হচ্ছে। শহুরে জনসংখ্যার ৬০% এর বেশি এখনও উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা অ্যাক্সেসের অভাব রয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনসংখ্যা এখনও শেয়ারড স্যানিটেশনের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে, প্রায় ২২% শহুরে পরিবারের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অ্যাক্সেস রয়েছে, যেখানে বেশিরভাগই সেপটিক ট্যাঙ্ক বা পিট ল্যাট্রিনের মতো অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

বস্তি এবং অনানুষ্ঠানিক জনবসতিগুলিতে, স্যানিটেশন পরিস্থিতি বিশেষতঃ ভয়ঙ্কর, যেখানে অপর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধা বিদ্যমান। বিশ্বব্যাংক অনুমান করে যে বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যার প্রায় ৪০% নিম্নমানের স্যানিটেশন সহ অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বাস করে। এসব সমস্যা সমাধানে সরকার ও এনজিওগুলো উদ্যোগ নিয়েছে। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক নির্মাণ, কমিউনিটি শৌচাগার, এবং কিছু শহুরে এলাকায় পয়ঃ বর্জ্য (ফেকাল স্লাজ) ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। উপরোন্তু, স্যানিটেশন অভ্যাস উন্নত করার জন্য স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের উপর জোর দিয়ে আচরণ পরিবর্তন প্রচারাভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, দ্রুত নগরায়নের হার বিদ্যমান অবকাঠামোতে চাপ সৃষ্টি করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধার উন্নয়নকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, যা পরিবেশ দূষণ এবং স্বাস্থ্যের ঝুঁকির দিকে পরিচালিত করছে। শহুরে স্যানিটেশন অবকাঠামোতে টেকসই বিনিয়োগ, পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ, উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত স্যানিটেশন সুবিধাগুলিতে সকলের অংশগ্রহণ বা অ্যাক্সেস বৃদ্ধি করা

বাংলাদেশের নগর স্যানিটেশন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রাম্য এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার চিত্র

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, অবস্থার উন্নতির জন্য চলমান প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশে গ্রামীণ স্যানিটেশন একটি উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের বিষয়। গ্রামীণ এলাকায় পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধার অ্যাক্সেস জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবার এখনও ঐতিহ্যগত পিট ল্যাট্রিন, বা শেয়ারড সুবিধার উপর নির্ভর করে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশে মৌলিক স্যানিটেশন অ্যাক্সেস সহ গ্রামীণ জনসংখ্যার পরিমাণ ৬১.৭২% হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার, আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা এবং এনজিওগুলির সহযোগিতায়, গ্রামীণ স্যানিটেশন সমস্যা মোকাবেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন, স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের প্রচার, এবং স্যানিটেশন আচরণের উন্নতির লক্ষ্যে কমিউনিটির নেতৃত্বে সার্বিক স্যানিটেশন (সিএলটিএস) কর্মসূচি। এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সীমিত সম্পদ, ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের কারণে চ্যালেঞ্জগুলি এখনও রয়ে গেছে।

গ্রামীণ স্যানিটেশন উন্নত করার প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে উন্নত ল্যাট্রিনের সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা, আচরণ পরিবর্তনের উপর জোর এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়া। অবকাঠামো উন্নয়নে টেকসই বিনিয়োগ, কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা এবং অবিরত সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান বাংলাদেশে উন্নত গ্রামীণ স্যানিটেশন ফলাফল অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

নারী বান্ধব পাবলিক টয়লেট:

বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যান দেখায় যে ২.৬ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ "উন্নত স্যানিটেশন" (WHO এবং Unicef ২০০০; WHO এবং Unicef ২০০৪) ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত নয়। বাস্তবতা সেখানে আরো ভয়ংকর। এমন অনেক ল্যাট্রিন রয়েছে যেগুলি এতটাই নোংরা যে তাদের "উন্নত স্যানিটেশন" বলে গণ্য করা যায় না। আর নারী ও মেয়েদের অবস্থা অন্যদের তুলনায় আরো ভয়াবহ এবং সংকীর্ণ। এজন্য তাদেরকে বলা হয় "দরিদ্রতম দরিদ্র"।

"নারী-বান্ধব পাবলিক এবং কমিউনিটি টয়লেট" নামক একটি নকশা নির্দেশিকা যা ব্যাখ্যা করে যে মহিলাদের জন্য একটি বাথরুম সুবিধায় কী কী বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য। বিশেষত ঋতুস্রাবের সময় মহিলাদের এবং মেয়েদের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তমূলক ভাবে চিন্তা করা বাধ্যতামূলক। কারণ এসময় নারীদের বিশেষ কিছু প্রয়োজন থাকে। যেমনঃ স্যানিট্যারী প্যাড পরিবর্তন করা, সেগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দেওয়া, পরিষ্কার করা, পুনরায় ব্যবহার করা ইত্যাদি যেগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পানি এবং সাবানের প্রয়োজন হয়।

নারী বান্ধব পাবলিক টয়লেটের জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তা:

১. নিরাপদ এবং গোপনীয়তা
২. মাসিকের স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম
৩. সকল ব্যবহারকারীর কাছে প্রবেশযোগ্য
৪. প্রয়োজনের সময় সাশ্রয়ী এবং ব্যবহারযোগ্য
৫. ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভালভাবে পরিচালিত

এই বিস্তৃত প্রয়োজনীয়তা সকল টয়লেট ব্যবহারকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এইগুলির মধ্যে নারী ও মেয়েদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা তাদের জন্য সুবিধাগুলি সর্বাধিক করবে, পুরুষ এবং ছেলেদের / টয়লেট ব্যবহারকারীদের বিস্তৃত পরিসর যেমন বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা পূরণ করার সাথে সাথে তারা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা কমিয়ে দেবে।

স্যানিটেশন কর্মসূচি ও এসডিজি

লক্ষ্যমাত্রা ৬.২: ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতা ভিত্তিক স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য বিধিসম্মত জীবন রীতিতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং নারী ও বালিকাসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো।

স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে, এমডিজি থেকে এসডিজিতে প্রধান যে লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তন হয়েছে তা হলো:

"স্যানিটেশন সেবা ব্যবহারের সুযোগ" থেকে "নিরাপদে পরিচালিত স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতকরণ"। কার্যকর পয়ঃবর্জ্য এবং বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা ছাড়া এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। শহরব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্যবস্থা বা সিডব্লিউআইএস (CWIS), শহরাঞ্চলে এসডিজি ৬.২ অর্জনের ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত। শহরব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্যবস্থা (CWIS)-এর অধীনে রয়েছে:

১. পয়ঃসংযোগসম্পন্ন (Sewered) এবং পয়ঃসংযোগবিহীন (Non-sewered) পরিষেবা
২. শহরের কেন্দ্র থেকে শুরু করে অপরিকল্পিত ও স্বল্প আয়ের এলাকাসমূহের জন্য স্যানিটেশন সেবা
৩. পরিবর্তনশীল এবং ক্রমবর্ধমান শহরের স্যানিটেশন চাহিদা মেটানো

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র (পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত সংস্করণ ২০২১) অনুযায়ী

বক্স-১: ওয়াশ সেবা সোপানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও এসডিজি ৬ এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

এসডিজি ৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ	**স্যানিটেশন সোপান**

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ: ৬.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ ও ব্যয় সাধ্য নিরাপদ পানির সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশগম্যতা অর্জন ৬.২ নারী, কিশোরী এবং নাজুক পরিস্থিতিতে থাকা জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সুবিধা নিশ্চিত করা, উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বন্ধ করা ৬.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগতমান বৃদ্ধি করতে দূষণ হ্রাস, আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও উপকরণের নির্গমণ কমানো, অপরিশোধিত বর্জ্য পানির অনুপাত অর্ধেকে নামানো এবং বিশ্বব্যাপী নিরাপদভাবে পানির পুনঃব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলা ৬.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল খাতে পানি ব্যবহারের দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি- সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই উত্তোলন ও সরবরাহ	**নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন**: উন্নত স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবহার যা অন্য খানার সাথে যৌথভাবে ব্যবহার করা হয় না এবং যেখানে মল মূত্র নিরাপদভাবে নির্দিষ্ট গর্তে- অপসারিত হয় কিংবা অন্য কোথাও স্থানান্তরিত ও পরিশোধিত হয়। **মৌলিক স্যানিটেশন**: এককভাবে কোনো খানা কর্তৃক উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার। **সীমিত স্যানিটেশন**: দুই বা ততোধিক খানা কর্তৃক যৌথভাবে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার। **অনুন্নত স্যানিটেশন**: স্লাব বা প্লাটফর্মবিহীন গর্ত (পিট) ল্যাট্রিন, ঝুলন্ত ল্যাট্রিন এবং বালতি (বাকেট) ল্যাট্রিনের

নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটে ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা ৬.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতাসহ সকল পর্যায়ে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন ৬.৬ ২০২০ সালের মধ্যে পাহাড়, বন, জলাভুমি, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার (পানিস্তর) ও হ্রদসহ পানির সাথে ওতপ্রোতভাবেযুক্ত পরিবেশ-প্রতিবেশের সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার ৬.ক ২০৩০ সালের মধ্যে পানি আহরণ, লবণ বিমুক্তকরণ, পানির যথাযথ ব্যবহার, বর্জ্য পানি পরিশোধন রিসাইকিং ও পুনঃব্যবহার প্রযুক্তিসহ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ৬.খ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে সমর্থন ও শক্তিশালী করা।	ব্যবহার। **উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ**:কোনো ল্যাট্রিন না থাকায় খোলা মাঠ, বন-জঙ্গল, ঝোঁপঝাড়, উন্মুক্ত জলাধার, সৈকত ও এ জাতীয় স্থানে মলত্যাগ অথবা কঠিন বর্জ্য অপসারণ। **নোট**:উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধাসমূহের মধ্যে ফ্লাশ/পোউর ফ্লাস ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পাইপের স্যুয়ার ব্যবস্থা, সেপটিক ট্যাংক, গর্ত ল্যাট্রিন বাতাস নির্গমন ব্যবস্থা সম্বলিত উন্নত গর্ত ল্যাট্রিন, কমপোস্টিং সুবিধা সম্বলিত পায়খানা কিংবা ঢাকনা যুক্ত গর্ত ল্যাট্রিন।

সখিপুর পৌরসভা স্যানিটেশন কার্যক্রম: ভ্যাকুট্যাগ, এফএসটিপি

নিম্নে এসডিজি এর অভিষ্ট ও জাতীয় অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা (NPT)-এর সাথে পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্পর্ক উল্লেখ করা হলো-

এসডিজি	স্যানিটেশন সম্পর্কিত টার্গেট	স্যানিটেশন সম্পর্কিত NPT (৩৯ সূচক)	পৌরসভার স্যানিটেশন সম্পর্কিত কার্যাবলী
সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	• নারী ও মেয়েসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতা ভিত্তিক পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্মত জীবনরীতিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা ও খোলা জায়গায় মলত্যাগের	• ১০০% জনসংখ্যার নিরাপদ পানীয় জলে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা • ১০০% জনসংখ্যার নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা	১২। পানি নিষ্কাশন (১) (২) (৩) ১৩। পানি নিষ্কাশন প্রকল্প (১) (২) (৩) (৪) (ক) (খ) (গ) ১৪। স্নান ও ধৌত করার স্থান (১) (ক) (খ) (গ) (২) ১৫। ধোপী-ঘাট এবং ধোপা

	অবসান ঘটানো • দূষণ হ্রাস করে, পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক ও পদার্থ ও উপকরণের নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে এসে, অপরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পূনঃচক্রায়ন (রিসাইকলিং) ও নিরাপদ পুনর্ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমানে বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগতমান বৃদ্ধি করা		(১) (২)

স্যানিটেশন সম্পর্কিত জাতীয় পদক্ষেপ

স্যানিটেশন সম্পর্কিত সরকারের গৃহিত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো-

- নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৮
- বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর: সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-২০২৫)
- বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল (সংশোধিত সংস্করণ: জুন ২০২০)
- জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র (পরিমার্জিত ও হালনাগাদ সংস্করণ ২০২১)
- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রণীত নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩
- পৌরসভার পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩

উল্লিখিত পদক্ষেপগুলোর স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়াদি পর্যায়ক্রমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় নীতি, ১৯৯৮

ভূমিকা:

সরকারের লক্ষ্য হল সকল মানুষ যাতে সাশ্রয়ীমূল্যে নিরাপদ স্যানিটেশন পরিষেবা পায় তা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে এবং স্যানিটেশন খাতের উন্নয়ন যাতে ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই হয় তা নিশ্চিত করতে স্যানিটেশনের জন্য একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন অপরিহার্য। সকলের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্যানিটেশন পরিষেবা সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে স্যানিটেশন নীতি প্রণয়ন করা হয়। নীতি প্রণয়নের সময় ইতিবাচক দিকগুলোর ওপর জোর দেওয়ার জন্য অতীতের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

'নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় নীতি'-এর উদ্দেশ্য হল জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন করা এবং উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গুলি নেয়ার উপর আলোকপাত করা হয়:

ক. স্যানিটেশনের মৌলিক স্তরের পরিষেবাগুলিতে সমস্ত নাগরিকের অভিগম্যতা সহজতর করা;
খ. স্যানিটেশন ব্যবহার সংক্রান্ত আচরণগত পরিবর্তন আনা;
গ. পানিবাহিত রোগের প্রকোপ হ্রাস করা;
ঘ. স্থানীয় সরকার এবং জণগণের সক্ষমতা তৈরি করা যাতে স্যানিটেশন সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কার্যকরভাবে সমাধান করা যায়;
ঙ. টেকসই স্যানিটেশন পরিষেবার প্রচার;
চ. শহর এলাকায় জমাবদ্ধ পানি নিষ্কাশন নিশ্চিত করা।

সামগ্রিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি অদূর ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

- প্রতিটি শহুরে পরিবারের সহজ অভিগম্যতার মধ্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন নিশ্চিত করা;

- স্কুল, বাসস্টেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্লেসগুলিতে পাবলিক ল্যাট্রিন স্থাপন করা এবং ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন করা;
- কঠিন ও তরল বর্জ্য অপসারণ এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য শহরাঞ্চলে ব্যবস্থা গ্রহণ। গ্রামীণ এলাকায় জৈবসার (কম্পোস্ট) উৎপাদনের জন্য বর্জ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

কৌশলসমূহ:

ক.সেক্টরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড একটি সেক্টর উন্নয়ন কাঠামোর ভিত্তিতে পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং পর্যবেক্ষণ করা হবে যা নীতি প্রণয়নের পরে প্রস্তুত করা হবে;

খ.স্থানীয় সরকার এবং স্টেকহোল্ডারদের কম্যুউনিটিভিত্তিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে পরিকল্পনা, উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহারকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

গ.স্থানীয় সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি খাত, এনজিও, সিবিওএস এবং স্থানীয় মহিলা বিশেষ করে নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে স্যানিটেশন খাতের উন্নয়ন;

ঘ.ধীরে ধীরে কম্যুউনিটির খরচ ভাগাভাগি এবং পরিষেবাগুলির জন্য অর্থনৈতিক মূল্যের প্রবর্তন;

ঙ.নির্দিষ্ট অঞ্চল, ভূতাত্ত্বিক পরিস্থিতি এবং সামাজিক গোষ্ঠীগুলির জন্য উপযুক্ত স্যানিটেশন প্রযুক্তির বিকল্প গ্রহণ;

চ.স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/পৌরসভাগুলি মূলধন ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান অংশ বহন করবে;

ছ.বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নতি এবং নতুন প্রযুক্তির বিকাশের জন্য ক্রমাগত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

জ.গবেষণা সংস্থা এবং এক্সটেনশন এজেন্ট/বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ;

ঝ.আচরণগত উন্নয়ন এবং স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য বিধি পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য উপায়ে গণমাধ্যম ব্যবহার করে প্রচার প্রচারণা এবং প্রেরণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি;

ঞ.স্থানীয় স্যানিটেশন সমস্যাগুলি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি;

ট. স্যানিটেশন পরিষেবার ঋণ সুবিধা প্রদান;

ঠ. কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং অভিজ্ঞতারভিত্তিতে কৌশল সংশোধনের জন্য নিয়মিত গুণগত এবং পরিমাণগত পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন; এবং

ড.কঠিন ও তরল বর্জ্য দ্বারা ভূগর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠের পানির দূষণরোধে শহরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

পরিধি: এ নীতি বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ভৌগোলিক এলাকা কভার করবে।

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর: সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-২০২৫)

ভূমিকা

২০০৫ সনে বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য ১০ বছর মেয়াদি সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিপি ২০০৫) প্রণয়ন করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ। এসডিপি ২০০৫ এ সেক্টর সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা, কৌশল ও লক্ষ্যসমূহ বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের উন্নয়নে একটি কর্ম-কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) প্রণীত হয়। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীগণ স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রণীত এসডিপি ২০০৫-কে পরিকল্পনা দলিল হিসেবে ব্যবহার করে। পরবর্তী সময়ে সরকার এই এসডিপি সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংশোধিত এসডিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি পৃথক বিশ্লেষণ, স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারে (hygiene promotion) বিশেষ দৃষ্টি প্রদান এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর চাহিদা অধিকতর গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মত দেয়া হয়। এছাড়াও আলোচ্য এসডিপিতে উদ্ভূত নতুন উন্নয়ন ধারাসমূহ, যেমন : পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা (water safety plan), সেক্টর ওয়াইড এ্যাপ্রোচ (SWAp) এবং পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মত বিষয়গুলো মূল্যায়ন ও অন্তর্ভুক্ত করার গুরুত্ব অনুভূত হয়।

তদানুযায়ী, স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (PSU) কর্তৃক পরবর্তী এসডিপিও (সংশোধিত) প্রণয়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়। এই সংশোধিত এসডিপি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের কৌশলগত পরিকল্পনা দলিল। ১৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন ২০১০-১১ অর্থবছরে শুরু হয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শেষ হবে। এসডিপি প্রণয়নের আর্থিক

সহযোগিতা এসেছে ডানিডা থেকে, এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওরা এতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছেন । অর্থবছর গণনা করা হয়েছে জুলাই থেকে জুন মাস পর্যন্ত ।

দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প অর্জনে বিভিন্ন সেক্টরে ১২টি লক্ষ্য স্থিরকৃত হয়েছে। এগুলোর অন্যতম হলো " ২০১৫ সনের মধ্যে দেশের সকল নাগরিকের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণ, ২০১১ সনের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ এবং ২০১৩ সনের মধ্যে প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসা" । লক্ষ্যটির মধ্য দিয়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরকে সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডায় অগ্রাধিকারভূক্ত করার-ই ইঙ্গিত বহন করে। স্থিরকৃত পাঁচটি অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র ও ১২টি লক্ষ্যগুচ্ছ জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে ও আসন্ন ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল (সংশোধিত সংশোধিত সংস্করণ: জুন ২০২০)

ভূমিকা

- তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল প্রণীত হয়েছে। প্রথমতঃ প্রবৃদ্ধির সুবিধা যেহেতু সমভাবে বন্টন হচ্ছেনা - সেহেতু 'দারিদ্রকে সরাসরি মোকাবেলা' করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ১৯৯৮ সনের জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে ভর্তুকি হ্রাস করার পাশাপাশি অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (safety net) গ্রহণ করা দরকার। ২০১৫ সালের পর থেকে সারা বিশ্বেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)কে কেন্দ্র করে উন্নয়ন ভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন

এসেছে। বাংলাদেশ সরকারও এর সাথে তাল মিলিয়ে তার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। যার ফলে ২০২০ সালে পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত এ কৌশলপত্রটিতে, স্বীকৃত আগের দু'টি বিষয়ের সাথে নতুন করে তৃতীয় আরেকটি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। এটি হলো, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৬ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে 'কাউকে পিছনে ফেলে নয়, সকলের জন্য সবসময় টেকসই ও মানসম্পন্ন নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

- এদেশে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩১ জন এবং নবজাতকের (infant) মৃত্যুহার প্রতিহাজারে ২৪ জন (SVRS Report, 2017)। অন্যদিকে মাতৃমৃত্যুহার প্রতিহাজারে ১.৬৯জন (SVRS Report, 2018)। দেশে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশী। দরিদ্র সহায়ক সেক্টরে গতানুগতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিবর্তে সবচেয়ে পেছনের ব্যক্তিকে সামনে আনার এই পদ্ধতিকে বলা হয় দারিদ্রকে সরাসরি মোকাবেলা করা। স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্যকে সরাসরি মোকাবেলা করতে এই কৌশলপত্রটি সাহায্য করবে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে দরিদ্র সহায়ক কৌশল

১. উপরোক্ত বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে দরিদ্র সহায়ক কৌশলের ভিত্তি হচ্ছে ন্যূনতম স্যানিটেশন সুবিধা নেই-এমন পরিবার বা বসতিগুলোকে চিহ্নিত করা। তারপর তাদের মধ্যে থেকে অতিদরিদ্রদের শনাক্ত করে যত দ্রুত সম্ভব তাদের স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দ ও বন্টন করতে হবে। এছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অতিদরিদ্রদের মতামত গ্রহণ এবং

স্যানিটেশন পরিকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে তাদেরকে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্রকে সরাসরি মোকাবেলার প্রক্রিয়ায় মৌলিক চাহিদার নূন্যতম সেবা প্রদান করতে হবে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্যানিটেশনকে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তবে কমিউনিটিভিত্তিক স্যানিটেশন সুবিধাদি যেমন, কমিউনিটি ল্যাট্রিনকে গোষ্ঠীগত সম্পদ হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।

২ পানি ও স্যানিটেশনের দরিদ্র সহায়ক সেবা কৌশল ৪ টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এগুলো হচ্ছে:

(১) অতি দরিদ্র পরিবারের ব্যবহারিক সংজ্ঞা প্রদান;

(২) মৌলিক ন্যূনতম সেবাকে সংজ্ঞায়িত করা;

(৩) দরিদ্র পরিবারকে শনাক্ত এবং সংগঠিত করা এবং

(৪) ভর্তুকি পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ।

তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাভোগী, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে ধারাবাহিক ও বহুমুখী আলোচনার ফসল হিসেবে ইতোপূর্বে প্রণীত আলোচ্য দরিদ্র সহায়ক কৌশলটি এসডিজি ৬ এর আলোকে সংশোধন করা হলো।

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র
পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত সংস্করণ ২০২১

ভূমিকা

সেক্টর প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সারা দেশে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত সেবা পৌঁছানোর জন্য সচেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) আওতাধীন প্রায় সকল লক্ষ্যমাত্রা

বিশেষতঃ এমডিজি-৭ সাফল্যের সাথে অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বিশেষ করে সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত এসডিজি ৬ অভীষ্ট অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ বিগত দুই দশকে জনগণের কাছে স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে ৪৮ শতাংশ মানুষ মৌলিক স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার করে। আনুমানিক ২৩ শতাংশ মানুষ অন্য খানার সাথে যৌথভাবে বা ভাগাভাগি করে সীমিত স্যানিটেশন সুবিধা এবং অবশিষ্ট ২৯শতাংশ মানুষ অনুন্নত স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার করে। এক শতাংশেরও কম মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অনুন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। উভয়ই সার্বিক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। স্বাস্থ্যবিধি (হাইজিন) বিষয়ে মানুষ যথেষ্ট সচেতন হলেও শুধুমাত্র ৩৫ শতাংশ মানুষ মৌলিক এবং ৫৪ শতাংশ মানুষ সীমিত সুবিধার (পানি ও সাবানছাড়া) আওতাভুক্ত এবং এ বিষয়ে কোন ধরনের সুবিধা নেই অবশিষ্ট ১১ শতাংশ মানুষের (জেএমপি, ২০১৯)।

এমডিজি অর্জনের পরবর্তী সময়ের নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং এসডিজি অভীষ্ট এর সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে ‘জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০২১’ বাংলাদেশের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সেক্টরের একটি সমন্বিত কাঠামো প্রদানের চেষ্টা করছে। ছয়টি মূলনীতি এবং তিনটি বিষয়ভিত্তিক (থিমেটিক) ব্লকের উপর ভিত্তি

করে তৈরি হালনাগাদকৃত এ কৌশলপত্রটি আগামী দিনের পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

সমন্বিত জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র প্রণয়নের যৌক্তিকতা

এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের স্যানিটেশনের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার (এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৭সি) লক্ষ্য থাকলেও এসডিজিতে আরো উন্নতমানের সেবানিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি ৬-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে কাউকে সুবিধাবঞ্চিত না রেখে সকলের অভিগম্যতা এবং সামর্থ্য বিবেচনায় এনে গুণগত মানসম্পন্ন সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক সেবা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বক্স-১ এ ওয়াশ সেবা সোপানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এসডিজি ৬-এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে (জেএমপি, ২০১৯)। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী স্যানিটেশন এবং পানি প্রযুক্তিসমূহের শ্রেণি ও পরিসর সংযুক্তি-১ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে (এমআইসিএস, ২০১৯)।

উন্নত স্যানিটেশন এবং পানি প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে এসডিজি ৬ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বক্স-১ এ উল্লিখিত সোপানের সর্বোচ্চ ধাপে (সংযুক্তি-১) পৌঁছানো নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বাংলাদেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য ও জীবন মান উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, বাংলাদেশের সর্বজনীন পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিতকরণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে বহুমূখী উন্নয়ন পন্থা ও কর্মকৌশল গ্রহণ জরুরি। এছাড়াও প্রয়োজন দুর্গম এলাকা ও বিপন্ন জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের

প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলায় গুরুত্বারোপ করা। এর বাইরে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসকরণ এবং দ্রুত নগরায়ণের কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান সেবা চাহিদাসহ অন্যান্য উদ্ভুত সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশকে অবশ্যই মনোনিবেশ করতে হবে। পাশাপাশি সেক্টরের সুশাসন জোরদারকরণের মাধ্যমে ন্যায্যতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে, উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলা ও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি সমন্বিত জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশল প্রণয়ন অপরিহার্য।

বাংলাদেশের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রণীত সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিপি) ২০১১-২৫ এর সেক্টর দলিলপত্র পর্যালোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে, অধিকাংশ নীতিমালা ও কৌশলপত্র এমডিজি যুগে প্রণীত হলেও সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু/বিষয়সমূহের সমাধানে সেগুলো সাধারণভাবে সহায়ক ছিল। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সেক্টরের কৌশলগুলোর মধ্যে অনেক অসংগতি ও দ্বৈততা রয়েছে। কাজেই বিদ্যমান কৌশলগুলো একীভূত করে একটি সমন্বিত কৌশলে পরিণত করার প্রস্তাবটি সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ও উদীয়মান বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্তিতে সহায়ক হবে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর নেতৃত্বে সেক্টরের সকল অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০১৪ পরিমার্জন ও হালনাগাদকরণ করা হয়।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রণীত নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন:

বাংলাদেশ কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩ এর স্যাটিনেশন সম্পর্কিত বিষয়াদির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

কোভিড-১৯ সহ সকল প্রকার সংক্রামক রোগের বিস্তারের সময় মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত অপরিহার্য। স্বাস্থ্য বিধি অনুশীলন এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যকর ওয়াশ সেবাসমূহের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ ও অভিগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিস্তাররোধ করার লক্ষ্যে এ কৌশলপত্র জারি করা হয়েছে। কৌশলপত্রের স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ-

খাবার পানি অভিগম্যতা হার ৯৮ শতাংশে বৃদ্ধি এবং ২০১৯ সালে খোলা জায়গায় মলত্যাগের হার প্রায় শূন্যে (১.৫%) নামিয়ে আনার মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেবায় অভিগম্যতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়াশ-এর প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো এ সংক্রান্ত চর্চার উন্নয়ন ঘটানো এবং সেবাসমূহের গুণগতমান বৃদ্ধি করা। এটি বাস্তবায়ন করা হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং কল্যাণে গৃহীত লক্ষ্যসমূহ সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা সম্ভব হবে।

জলবায়ুগত, ভৌগলিক, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ ওয়াশ সেবাসমূহের গুণগতমান, ধারাবাহিকতা ও টেকসই হওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর ফলে এসডিজি'র অভীষ্ট অর্জন বেশ চ্যালেঞ্জিং। খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবস্থা হতে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের সর্বজনীন অভিগম্যতা অর্জনে অনেক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় এ হার ৩৬.৪০৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে বর্তমানে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে

- স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সাথে মানিয়ে নিতে পারে এমন স্বল্পব্যয় ও স্বল্প কারিগরি সুবিধাযুক্ত ওয়াশ পরীক্ষা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
- ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা যেমন শহরের বস্তিসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা চালুকরণ;
- দুর্গম, উপকুলীয় ও আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চলসমূহে ওয়াশ সেবাসমূহ সম্প্রসারণ;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অপর্যাপ্ত সক্ষমতা এবং সঠিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সময়মতো প্রয়োজনীয় তহবিল যোগানের অভাব। স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে (এইচসিএফ) -এর বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে এক্ষেত্রে আরো বিনিয়োগ প্রয়োজন;
- স্কুলে উন্নততর ওয়াশ সেবা পরিবার ও সমাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে সৃষ্ট রোগ-বালাই থেকে রক্ষার পাশাপাশি কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি থেকেও মুক্ত রাখতে সাহায্য করছে এর ফলে শিক্ষার্থীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারি হচ্ছে এবং পড়াশুনায় আরও ভালো করছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের বিষয়ে পরিবার ও বৃহত্তর সমাজে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করছে। অর্জিত জীবন দক্ষতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত চর্চা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনেও অবদান রাখবে। প্রায় ৬৫% সহ শিক্ষা বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য কার্যকর, উন্নত এবং তালাবন্ধ ছাড়া ল্যাট্রিন রয়েছে। তবে শুধুমাত্র ৪৭.৬% বিদ্যালয়ে শৌচাগারের ভিতরে বা আশেপাশে পানি ও সাবানের ব্যবস্থা রয়েছে।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো, বাংলাদেশ যখন কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে উঠে এজেন্ডা-২০৩০ এর পরিকল্পনা

অর্জনে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতে এসডিজি ৬.১ এবং ৬.২ অর্জন একটি কৌশলগত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং দিন দিন এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ কৌশলপত্রের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো: কোভিড-১৯ অতিমারি প্রতিরোধে এবং জনস্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য ওয়াশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রভাব আরো কার্যকর করা। নিম্নে উল্লিখিত ওয়াশ সেবার ধারাবাহিকতা এবং অভিগম্যতা সম্প্রসারণ, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন এবং ওয়াশ সেক্টরের কার্যক্রমকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

- প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যবিধি আচরণ, অনুশীলন, ওয়াশ সেবার যথাযথ ব্যবহারের উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে ওয়াশ সেক্টরের কার্যক্রম বৃদ্ধি;
- অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠীসহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য-সেবাকেন্দ্র এবং জনসমাগমস্থলে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কোভিড-১৯ মোকাবেলা করে কমিউনিটি পর্যায়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার সক্ষমতা তৈরি;
- কোভিড-১৯ অতিমারি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ওয়াশ সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ওয়াশ সংক্রান্ত লাইন এজেন্সিগুলির প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা জোরদার করা;
- কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থায়ন সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;

- আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারী খাতের নিকট থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কোভিড-১৯ অতিমারির বিস্তার রোধে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশকে সহায়তা করা এবং এ অতিমারির নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবিলায় জাতীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সহায়তা প্রদান; এবং
- এ সেক্টরে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ বৃদ্ধি করা যাতে এ পরিবর্তিত চাহিদা এবং নাজুক পরিস্থিতির আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয় এবংপাশাপাশি সেবাপ্রদানকারী ও গ্রহীতা নিরাপদে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

কৌশলগত অগ্রাধিকার: এপ্রিল ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩

পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত সেবার ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করাসহ সেবা প্রাপ্তিতে বৈষম্য দূর করা এবং পাশাপাশি যেসব মানুষ কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য সংকটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তাদের যত্ন নেওয়া। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় যারা আছেন তারা হলেন প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ; গৃহহীন মানুষ; এবং যারা সবচেয়ে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বাস করেন যেমন যারা কোন রকমে বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ীভাবে বাস করেন, তাছাড়াও স্বল্প আয়ের মানুষদের বসতি, শহরের বস্তি, চরভূমি", হাওরঅঞ্চল", চাবাগান, উপকূলীয় অঞ্চল ও পাহাড়ী অঞ্চলে যারা বাস করেন সর্বোপরি গৃহহীন মানুষ এবং এ ভাইরাসের বিস্তার রোধে গৃহীত ব্যবস্থা দ্বারা যাদের জীবিকার সুযোগ সীমিত হয়েছে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সংকটকালে নারীরা বিনা বেতনে বেশির ভাগ যত্ন নেওয়ার কাজ করে, তাই নারীদের জন্য লিঙ্গ-সংবেদনশীল কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত ওয়াশ প্রতিকার (Solutions) সেবা প্রদান নিশ্চিতে বিশেষ

মনোযোগ দেওয়া উচিত। এছাড়া দুর্গম অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন যেখানে অন্যান্য গ্রামীণ এলাকার তুলনায় পানি ও স্যানিটেশন অভিগম্যতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সংক্রমণ রোধে ঘন ঘন হাত ধোয়া একটি জরুরি পদক্ষেপ, বাংলাদেশে এ অতিমারির নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবেলায় পানি সরবরাহের টেকসই ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ ব্যবস্থাগুলি কেবল কোভিড-১৯ থেকে দুঃস্থজনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য নয়, পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য সেবা ব্যাহত হলে যেসব রোগ ছড়িয়ে পড়তো পারে এমন সব সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার জন্যও জরুরি।

পৌরসভার স্যানিটেশন কর্মসূচি মনিটরিং

কর্মসূচি মনিটরিং-এর ধারণা ও গুরুত্ব

কর্মসূচি মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ হচ্ছে পরিকলপনা অনুযায়ী কোন কাজের অগ্রগতি দেখার জন্য একটি নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া। এটি এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে কোন কর্মসূচির শক্তিশালী ও দূর্বল দিক চিহ্নিত করা সম্ভব হয় এবং কাজের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে কাজের গুণগত এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপযুক্ত তথ্য প্রদান করে। কর্মসুচি মনিটরিং গতানুগতিক কিংবা অংশগ্রহণমূলক দুই ধরণেরই হতে পারে।

কর্মসূচি মনিটরিংয়ের বিভিন্ন উপাদান

কর্মসূচি মনিটরিংয়ের এর নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ বিবেচ্য:

- কর্মসূচি বা প্রকল্পের কার্কারিতা, বাস্তবায়ন নৈপূণ্য এবং প্রভাব নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত সূচক নির্ধারণ;
- নির্ধারিত সূচক মোতাবেক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ঠিক করা;
- তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য সংরক্ষণ;
- তথ্য বিশ্লেষণ;
- দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় উক্ত তথ্য প্রয়োগ করা।

অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং

অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং হচ্ছে এমন একটি চলমান প্রক্রিয়া যা কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পযার্য়ে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি, দুর্বলতা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কেরতে পারা বা না পারার কারণসমূহ নিয়মিতভাবে পর্বেক্ষণ ও পরীবিক্ষণ করে এবং এ পরীবিক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের সকল স্তরের লোকজনের অংশগ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিতা, দায়বদ্ধতা এবং ফলাফল বিনিময় নিশ্চিত করে। এ ধরণের মনিটরিং প্রকল্পে অভীষ্ট জনগোষ্ঠি নিজেরাই করে থাকে।

মনিটরিং টুলস ও ফরমেট

নিম্নোক্ত টুলস ও ফরমেট মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে-

- ভিত্তি জরিপ বা বেইজ লাইন সার্ভে
- দলগত আলোচনা বা উঠান বৈঠক
- ভিস্যুয়াল রিপোর্ট কার্ড
- সাক্ষাতকার
- কেস স্টাডি সংগ্রহ
- নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরী

- ডকুমেন্টেশন

পৌরসভার স্যানিটেশন কর্মসূচি মনিটরিং

পৌরসভার পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিদর্শন নিম্নরূপ-

(১) প্রত্যেক বাড়ি বা ভবনের মালিক, তত্ত্বধায়ক বা দখলদার বা উক্ত কাজের জন্য রাজমিস্ত্রি, প্লাম্বার, পয়ঃবর্জ্য অপসারণ কাজে নিয়োজিত কর্মী বা সংস্থায় কর্মীদের নিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, সেপটিক ট্যাংক, সোকপিট, পিট ল্যাট্রিন ও অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উহা হতে বর্জ্য অপসারণ ও পরিবরহনের কাজের ক্ষেত্রে-

(ক) প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বর করবে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে-

- ✓ প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম
- ✓ নিরাপত্তামূলক গিয়ার বা সরঞ্জাম
- ✓ গ্যাস মাস্ক ও ফেস মাস্ক
- ✓ নিরাপত্তা বেল্ট
- ✓ ভারি রাসায়নিক প্রতিরোধন হাত মোজা
- ✓ হেড ল্যাম্প সম্বলিত হেলমেট ও নিরাপত্তামূলক চশমা
- ✓ জল অভেদ্য (Water Proof) বুট জুতা
- ✓ এপ্রোন ও রেইট কোট
- ✓ পৌরসভা কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্যান্য সরঞ্জামাদি

(খ) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(গ) অবহেলাজনিত দূর্ঘটনার জন্য দায়ী থাকবে;

(ঘ) বাড়ি বা ভবন নির্মানে ও স্যানিটেশন কার্ক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী (যথা: বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬; বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫; সরকারের ন্যূনতম মজুরী বোর্ড নির্ধারিত) সেক্টর ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরী; Pro-poor Strategy, 2019 অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরী ও কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনার ক্ষতিপুরণ প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক বাড়ি বা ভবনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদার নির্মাণকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় মালামাল, যন্ত্রপাতি ও নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি প্রদান করিবে এবং এক্ষেত্রে দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীর অবহেলায় কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনার জন্য বাড়ি বা ভবনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদার দায়ী থাকবে না। তবে এটি কেবলমাত্র সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্যাট্রিন ও অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

(২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় নির্ধারিত কোন ভবন মেরামত বা নতুন বাড়ি বা ভবন নির্মানের সময়, যে কোন সময়, উক্ত বাড়ি বা ভবনে বা উহার আঙ্গিনায় নির্মিত বা নির্মিতব্য স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিদর্শন ও পরীক্ষা করবে।

(৩) বর্ণিত পরিদর্শন ও পরীক্ষার সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, পরিদর্শনকৃত ভবন বা ভবনের আঙ্গিনায় নির্মিত বা নির্মিতব্য স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি নির্ধারিত মান অনুযায়ী

নির্মাণ করা হয় নাই বা হচ্ছে না, তাহলে উক্ত কর্মকর্তা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত বাড়ি বা ভবনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদারকে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নিজ খরচে পুনঃনির্মাণ বা সংশোধিতরূপে মেরামত করার নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

(৪) উপরোল্লিখিত বিধানাবলী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বস্তি, পাবলিক টয়লেটের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

(৫) কোন নির্দেশ প্রদান করা হলে কতদিনের মধ্যে উক্ত কার্ সম্পন্ন করতে হবে তা নির্দেশে উল্লেখ থাকতে হবে।

(৬) পরিদর্শনের সময় যদি দেখা যায় যে, কোন বাড়ি বা ভবন বা উহার আঙ্গিনায় কোন রকম স্যানিটেশন ব্যবস্থা নাই বা উক্ত ব্যবস্থা থাকলেও তা অপর্যাপ্ত বা তা যথাযথভাবে নির্মান করা হয় নাই, তাহলে পৌরসভা উক্ত মালিককে বাড়ি বা ভবন বা উহার আঙ্গিনায় বর্ণিত মান অনুযায়ী যথাযথ স্থানে নির্মাণ বা পুনঃনির্মানের জন্য পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান পূর্বক নির্দেশ প্রদান করবে।

(৭) পৌরসভা হবে এ ধরনের কোন নির্দশ প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট বাড়ির মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদার উক্ত নির্দেশ প্রতিপালনে বাধ্য থাকবেন। নির্দেশ অনুযায়ী পুনঃনির্মান বা সংশোধনের ব্যর্থ হলে পৌরসভা এ সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৮) নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুনঃনির্মাণ বা এতদসংক্রান্ত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে পৌরসভা স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তাসহ কারিগরি পরামর্শ প্রদান করবেন।

পৌরসভার পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর ২৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত "পরিদর্শনের বিশেষ ক্ষমতা" অনুযায়ী নির্দেশিকার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পৌরসভা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পৌরসভার এলাকাধীন বাড়ি বা ভবন ও উহাদের আঙ্গিনা বা প্রাঙ্গন, পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার বা পয়ঃবর্জ্য পরিবহন যান ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা পরিচালনার সুবিধাদি পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত চেকলিষ্টের মাধ্যমে পরিদর্শন ও পরীক্ষা করবে।

স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভার দায়িত্ব

পৌরসভার দায়িত্ব

অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ: (১) কোন ইমারত বা জায়গা অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর অবস্থায় থাকলে, পৌরসভা নোটিশ দ্বারা মালিক বা দখলদারকে– (ক) পরিষ্কার করতে বা যথাযথ অবস্থায় রাখতে, (খ) অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় না রাখতে, (গ) চুনকাম করতে এবং নোটিশে উল্লিখিত রূপে অপরিহার্য মেরামতের ব্যবস্থা করতে, এবং (ঘ) উক্ত ইমারত বা জায়গা, স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিতে পারবে। (২) দফা (১) এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করা না হলে, পৌরসভা উক্ত ইমারত বা জায়গার মালিক বা দখলদারের খরচে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করতে পারবে এবং এই বাবদ পৌরসভার যে খরচ হবে, তা এই আইনের অধীনে উক্ত মালিক বা দখলদারের উপর আরোপিত কর হিসাবে গণ্য হবে।

আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা: (১) পৌরসভার অধীন সকল জনপথ, সাধারণ পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হইতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করিবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) পৌরসভার সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে, পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সকল ইমারত ও জায়গার দখলকারীগণ তাহা হতে আবর্জনা অপসারণের জন্য দায়ী থাকবেন। (৩) পৌরসভা নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করিবে এবং যেখানে অনুরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হবে, পৌরসভা সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়ী-ঘর ও জায়গা-জমির দখলদারগণকে তাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেলার জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবে। (৪) পৌরসভার কর্মচারীগণ কর্তৃক অথবা তাদের তত্ত্বাবধানে অপসারিত বা সংগৃহীত আবর্জনা বা ময়লা এবং পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত পাত্র বা আধারে জমাকৃত ময়লা বা আবর্জনা পৌরসভার সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।

পাবলিক টয়লেট: (১) পৌরসভা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য যথাযথ স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক পায়খানা এবং প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করবে এবং তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করবে। (২) যে সকল ঘরবাড়ীতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানা আছে সে সকল ঘরবাড়ীর মালিক তা পৌরসভার সন্তুষ্টি অনুযায়ী সঠিক অবস্থায় রাখবেন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বা পৌরসভা যেরূপ নির্ধারণ করবে সেরূপ সংখ্যক লোক নিয়োগ করতে হবে। (৩) কোন ঘরবাড়ীতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা না থাকলে বা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকলে, বা কোন আপত্তিকর স্থানে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা থাকলে, পৌরসভা উক্ত ঘরবাড়ী বা বাসস্থানের মালিককে নোটিশ দ্বারা– (ক) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করা; (খ) নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার অপসারণ করা; এবং (গ) যেখানে ভূগর্ভস্থ কোন পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা আছে, সেখানে সাধারণভাবে পরিষ্কারযোগ্য পায়খানা বা প্রস্রাবখানাকে পয়ঃপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করার নির্দেশ দিতে পারবে।

পয়: নিষ্কাশন-

(১) আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে, পৌরসভা শহরের পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে নর্দমাগুলো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ করবে ও পরিষ্কার রাখবে।

(২) পৌরসভার পূর্ব অনুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে এবং ফিস প্রদান সাপেক্ষে কোনো বাড়ি বা জায়গার মালিক তাঁর নর্দমা পৌরসভার নর্দমার সাথে সংযুক্ত করতে পারবে।

(৩) নগরীতে অবস্থিত সকল বেসরকারি নর্দমা পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীনে থাকবে এবং পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী এর সংস্কার, পরিষ্কার করার এবং বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে পারবে।

(৪) **পানি নিষ্কাশন প্রকল্প**-(১) পৌরসভা প্রয়োজন মনে করলে বা সরকার নির্দেশ দিলে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে পানি বা ময়লা নিষ্কাশনের জন্য সরকারি বা বেসরকারি খরচে নর্দমা নির্মাণ বা অন্যান্য পূর্ত কার্যের জন্য পানি নিষ্কাশন প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারবে।

(৫) উক্ত পানি নিষ্কাশন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করতে হবে এবং সরকার সংশোধনসহ বা সংশোধন ছাড়া তা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

(৬) উক্তরূপ অনুমোদিত পানি নিষ্কাশন প্রকল্প সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ও মেয়াদের মধ্যে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্ড়বায়িত হবে।

(৭) নগরীতে অবস্থিত কোনো বাড়িঘর বা জায়গার মালিককে পৌরসভা নোটিশ দ্বারা-
(ক) উক্ত বাড়িঘর বা জায়গা বা তৎসংলগ্ন রাস্তায় নোটিশে উল্লেখিত নর্দমা নির্মাণ করার;

(খ) অনুরূপ যে কোনো নর্দমা অপসারণ, সংস্কার বা এর উন্নয়ন করার; এবং

(গ) উক্ত বাড়িঘর বা জায়গা হতে সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারবে।

আইনের ৩য় তফসিলে পৌরসভাকে "ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট" আরোপ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ৪র্থ তফসিলে স্যানিটেশন কাজে বিঘ্ন হবে এরূপ বেশ কিছু কাজকে পৌরসভা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতে পারবে। অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য কাজগুলো নিম্নরূপ-

- পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন জনপথে নর্দমার লে-আউট দেওয়া অথবা পরিবর্তন করা।
- পৌরসভার বিনা অনুমতিতে গৃহের নর্দমা জনসাধারণের সড়কে সংযোগ দেওয়া।
- কোন সড়ক অথবা পৌরসভা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত অথবা নির্ধারিত নহে এমন কোন স্থানে আবর্জনা ফেলা অথবা রাখা।
- পৌরসভার অনুমতি ব্যতীত, জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।
- পৌরসভার নির্দেশে কোন শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলকুন্ড অথবা ময়লা, নোংরা পানি, অথবা বর্জ্য পদার্থ রাখিবার পাত্র সরবরাহ, বন্ধ, অপসারণ, পরিবর্তন, মেরামত, পরিষ্কার, জীবাণুমুক্তকরণ অথবা যথাযথ রাখিতে ব্যর্থ হওয়া

অপরাধের দন্ডঃ

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০৯ বলা হয়েছে যে, এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের শাস্তি হিসাবে অনধিক দুই হাজার টাকা জরিমানা করা যাবে এবং অপরাধটি পুনরাবৃত্তি ঘটলে প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের পর ঐ অপরাধের সাথে পুনরায় জড়িত থাকার সময়কালে প্রতিদিনের জন্য অনধিক দুইশত টাকা জরিমানা করা যাবে। ধারা ১১০ এ বলা হয়েছে, মেয়র অথবা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণভাবে অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের আপোষ মীমাংসা করতে পারবেন। উল্লেখ্য পৌরসভা অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিত কোন অভিযোগ ব্যতীত, কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না। [ধারা ১১১]

পৌরসভার পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর অষ্টম অধ্যায়ের ২৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত গাইড লাইন প্রণয়ন ও পৌরসভার দায়িত্ব নিম্নরূপ-

এ নির্দেশিকার বিধানাবলী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে পরিবেশে মলমূত্র ছড়িয়ে পড়া রোধকল্পে গাইড লাইন, পাবলিক টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষাবেক্ষণসহ আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে গাইড লাইন বা অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী প্রণয়ন ও জারী করতে পারবে। নির্দেশিকার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পৌরসভা অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবে-

- বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে টয়লেট/ল্যাট্রিন/স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- বস্তিবাসীদের জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উক্ত ব্যবস্থা হতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ; এবং
- কোন বাড়ি বা ভবনের সেপটিক ট্যাংক, টিপ ল্যাট্রিন ও অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি হতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ, পরিবহন ও তা নির্ধারিত স্থানে নিষ্কাশন বা ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ।

স্যানিটেশন কর্মসূচিতে পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও নিয়োজিত কর্মচারীগণের দায়িত্ব

জনপ্রতিনিধিগণের দায়িত্ব

পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের বিশেষ সুবিধা, কর্তব্য ও দায়িত্বভার (মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সম্মানী) বিধিমালা ২০১০ এ যথাক্রমে মেয়র, কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৫ এ পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের জন্য "স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানিয়জলের ব্যবস্থা করার" দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

কমিটিসমূহের দায়িত্ব

আইনের ধারা ৫০ এর আলোকে জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা/বিধির সাথে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি হলো "বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ" বিষয়ক স্থায়ী কমিটি। এছাড়াও যেসব বিষয়ে অতিরিক্ত স্থায় কমিটি গঠনের জন্য আইনে উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে "স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন" বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। পর্যায়ক্রমে কমিটিসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য "পৌরসভার স্থায়ী কমিটির গঠন ও কাযপরিধি উপ-আইন, ২০১৩" অনুযায়ী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির গঠন-

নং	নাম	পদবি	কমিটিতে পদবি
১.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সভাপতি
২.		মেয়র, পদাধিকার বলে	সদস্য
৩.		কাউন্সিলর	সদস্য

		(সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	
৪.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য
৫.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য

কমিটির স্যানিটেশন সম্পর্কিত কার্যাবলী নিম্নরূপ-

- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি করা; এবং
- পুরুষ ও মহিলাদের পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা।

ওয়ার্ড কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি:

পৌরসভা (ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি) বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী পৌরসভা গঠিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে পৌর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করতে হবে-

(ক)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর	সভাপতি
(খ)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর	সহ-সভাপতি
(গ)	সগর দরিদ্র জনগোষ্ঠির ০৩ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঘ)	নাগরিক সমাজের ০২ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঙ)	পেশাজীবি সংগঠনের ০২ জন প্রতিনিধি	সদস্য

(চ)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য-সচিব

ওয়ার্ড কমিটি স্যানিটেশন সম্পর্কিত দায়িত্ব নিম্নরূপ-

- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, পরিবেশন সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপন বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা

পৌরসভা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (WATSAN) কমিটিঃ

নং	পদবী	কমিটিতে পদবী
১.	পৌরসভার মেয়র	সভাপতি
২.	সকল কাউন্সিলর (সাধারণ ও সংরক্ষিত)	সদস্য
৩.	পৌরসভা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	সদস্য
৪.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	সাংবাদিক প্রতিনিধি (০২ জন, মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৬.	পৌর বাজার কমিটির সভাপতি/সম্পাদক (যদি থাকে)	সদস্য
৭.	পৌরসভার অর্ন্তগত মহাবিদ্যালয়/উচ্চ বিদ্যালয় প্রধানগণ	সদস্য
৮.	এনডিও প্রতিনিধি (০৫ জন, মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৯.	পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	সদস্য
১০.	পৌরসভার পানি তত্ত্বাবধায়ক (ওয়াটার সুপার)	সদস্য
১১.	পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব	সদস্য-সচিব

এই কমিটি অনধিক ২ (দুই) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

পৌরসভার ওয়াটসান কমিটির সাধারণ কার্যাবলীঃ

- এই কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত: একবার সভায় মিলিত হবে
- **প্রতিবেদনঃ** পৌরসভা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কমিটির সদস্য সচিব (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা) প্রতি ২ (দুই) মাস অন্তর প্রতিবেদন এবং পৌরসভা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কমিটির সভার কার্যবিবরণী জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

পৌরসভার ওয়াটসন কমিটির স্যানিটেশন সম্পর্কিত কার্যাবলী নিম্নরূপ-

- পৌরসভার অধীন সকল ওয়ার্ডে স্যানিটেশন কর্মকান্ড পর্যালোচনা এবং উক্ত কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম, গণসংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি পালনে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- পৌরসভার স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সংগ্রহে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- পৌরসভায় বিরাজমান স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ এবং এদের সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রণয়নপূর্বক জেলা কমিটিকে অবহিতকরণ;
- পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- পৌর এলাকায় স্যানিটেশন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
- কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন।

কর্মচারীগণের দায়িত্ব

স্থানীয় সরকার বিভাগ এর ১২.১০.২০০৫ তারিখে জারিকৃত পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব তুলে ধরা হলো:

স্বাস্থ্য কর্মকর্তার স্যানিটেশন সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ-

১. পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থেকে পৌরসভার স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

২. তিনি স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগের কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব বন্টন, তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩. তিনি পৌর এলাকায় পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ এবং হোটেল, রেস্তোরা, হাটবাজারে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

৪. তিনি স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং স্থানীয় জনসাধারণকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৫. তিনি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবেন এবং মাসিক প্রতিবেদন পৌর কর্তৃপক্ষসহ জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য সমজাতীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্টান নিকট প্রেরণ করবেন।

কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টরের স্যানিটেশন সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ-

১. তিনি তাঁর অধীনস্ত সকল কর্মচারী/ শ্রমিক ও কনজারভেন্সী শাখার যানবাহনের মাধ্যমে পৌর এলাকার ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করবেন এবং উক্ত কাজ নিয়মিত পরির্দশন করবেন।

২. তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের ও চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের দ্বারা পৌরবাসীদেরকে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করবেন এবং তা চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করবেন।

৩. তিনি চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত কনজারভেন্সী শ্রমিকের হাজিরা নিশ্চিত করবেন।

৪. তিনি সকল শ্রমিককে স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তুলবেন এবং হাজিরা বই ও অন্যান্য রেজিস্টারে টিপসই এর ব্যবস্থা বিলুপ্ত করবেন।

৫. তিনি তাঁর অধীনস্ত কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুরের জন্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবেন।

৬. কর্তব্যে অবহেলার জন্য তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের বিবুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবেন।

৭. তিনি স্বাস্থ্য ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে পৌরবাসীদের সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচারাভিযান পরিচালনা করবেন।

৮. পৌরবাসীরা যাতে পরিবেশ দূষণ হতে রক্ষা পায় তা তিনি লক্ষ্যে রাখবেন। পরিবেশ দূষণ ঘটলে অথবা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিলে তিনি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মৃত জীবজন্তর দেহ তিনি দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের স্যানিটেশন সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:

৩। তিনি পৌর এলাকায় পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ এবং হোটেল, রেস্তোরা, হাটবাজারে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

অংশীজনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ নং ২৭ অনুযায়ী **বাড়ি, ভবন বা প্রতিষ্ঠানের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদারদের** দায়িত্ব নিম্নরূপ-

(ক) এ নির্দেশিকার আলোকে যথা সময়ে বা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে সেপটিক ট্যাংক, টিপ ল্যাট্রিন ও অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার পয়ঃবর্জ্য অপসারণ বা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনের মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক, টিপ ল্যাট্রিন ও অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ করা;

(গ) বাড়ি বা ভবন নির্মানের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী সেপটিক ট্যাংক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঘ) স্যানিটেশন সুবিধা পরিদর্শন কাজে পৌরসভার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সহায়তা করা;

(ঙ) সেপটিক ট্যাংক বা পিট ল্যাট্রিন পরিষ্কার কাজে নিয়োজিত কর্মীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;

(চ) পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও পরিবহনের জন্য পৌরসভা কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করা;

(ছ) বিজ্ঞানসম্মতভাবে টয়লেট/ল্যাট্রিন/স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(জ) পরিবেশ দূষণ রোধ কল্পে, স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

(ঝ) নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, পৌরসভা আইন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী পালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে টিএলসিসিতে শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি অন্তভূর্ক্তকরণ এবং প্রতিষ্ঠান পযায়েসংশ্লিষ্ট অংশীজন সমন্বয়ে ইপ-কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং

(ঞ) বেসরকারি বস্তির মালিকগণ ল্যাট্রিন/স্যানিটেশন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ নং ১৩ অনুযায়ী **লাইসেন্সকৃত অপারেটরগণের দায়িত্ব** নিম্নরূপ-

(ক) পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পয়ঃবর্জ্য ফেলা বা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা;

(খ) পয়ঃবর্জ্য অপসারণ, পরিবহন ও ফেলা বা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা; এবং

(গ) কর্মীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করাসহ স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করা।

তথ্যসূত্র:

১. https://www.google.com/search?q=স্যানিটেশন+ব্যবস্থাপনা
২. https://bn.wikipedia.org/wiki/পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা
৩. https://bn.wikipedia.org/wiki/বর্জ্য
৪. **নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় নীতি, ১৯৯৮**
৫. **সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-২০২৫)**
৬. **পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো- পৌরসভাসমূহ প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৭**
৭. **পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে-জাতীয় কর্মপরিকল্পনা- পৌরসভা (প্রকাশকাল: মার্চ ২০২০)**
৮. ইসলাম, নুরুল, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, পৌরসভা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, এনআইএলজি, ঢাকা (ফেব্রুয়ারি ২০২১)
৯. সমন্বিত বর্জ্য (পয়ঃবর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য) পরিশোধন বিষয়ক ধারণাপত্র, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (নভেম্বর, ২০২২)
১০. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (জুন ২০২৩)
১১. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (জুন ২০২৩)
১২. এনআইএলজি, পৌরসভা প্রশিক্ষণ সহায়িকা, পৌরসভার পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা, (২০১১)
১৩. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯

পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত

বিষয়ভিত্তিক ওয়াশ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

মডিউল: স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
২৯, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা	
স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত গৃহিত পদক্ষেপ	
পৌরসভার স্বাস্থ্যবিধি এবং জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম	

পৌরসভার নিয়োজিত কর্মচারি ও সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি	
এসডিজি-৬ বাস্তবায়নে পৌরসভার স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রমের সাযুজ্যতা স্থাপন	

স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা

স্বাস্থ্যশিক্ষা:

স্বাস্থ্যশিক্ষা হচ্ছে হাইজিন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জনগণের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা। ধারণা করা হয় যে,স্বাস্থ্যশিক্ষার মাধ্যমে যখন জনগণ বুঝতে পারবে কিভাবে স্যানিটেশন সম্পর্কিত রোগগুলো ছড়ায় তখনই অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলো তারা ত্যাগ করবে এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাসগুলো গ্রহণ করবে।

হাইজিন (স্বাস্থ্যবিধি)

স্বাস্থ্যবিধি বলতে পরিষ্কার পরিছন্নতার মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধকে বুঝায়। হাইজিন বলতে, অসুস্থতা বা রোগের বিস্তার প্রতিরোধে ব্যক্তি ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাকে বুঝায়।

স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োজনীয়তা

১) স্বাস্থ্যবিধি (হাইজিন) শিক্ষা বা স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তন (হাইজিন প্রমোশন) কার্যক্রম মানুষকে সচেতন করে এবং তাদের অস্বাস্থ্যকর বা ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যাভ্যাসগুলোকে চিরতরে দূর করতে সহায়তা করে;

২) নিরাপদ পানি, স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা ডায়রিয়ার একটি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। এজন্য শুধুমাত্র খাওয়া ও রান্নার কাজে নিরাপদ পানি এবং ব্যবহার করাই যথেষ্ট নয়। আরও কিছু **অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যাভ্যাস** আছে যা মানুষকে এ সমস্ত পানি-মলবাহিত রোগের হাত থেকে নিরাপদ রাখে;

৩) হাইজিন প্রমোশনের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে ফলে জনগণ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত রোগ ব্যাধি প্রতিরোধ করতে পারে যা তাদের দৈনন্দিন জীবনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রভাব ফেলে।

স্বাস্থ্যবিধির শ্রেনী বিভাগ

রোগ জীবানু ধুলাবালির সাথে মিশে, শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। তাই নিজে এবং আশপাশের পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য। হাইজিন বিষয়কে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

- পরিবেশগত
- ব্যক্তিগত

পরিবেশগত	ব্যক্তিগত
১। নলকূপ বা যেকোন পানির উৎসের কাছে ময়লা আবর্জনা অথবা জমা পানি পরিস্কার করতে হবে ২। বাড়ীর আশপাশের খাল-বিল, পুকুর আবর্জনামুক্ত পরিস্কার রাখতে হবে ৩। বাড়ী ও আশপাশের আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে, পরবর্তীতে পরিস্কার করে ফেলতে হবে ৪। তরিতরকারীর খোসা, মাছের আঁশ অথবা অন্য ময়লা নির্দিষ্ট গর্তে ফেলতে হবে	১। নিজের এবং বাড়ীর সবার পোষাক পরিচ্ছদ, বালিশ, চাদর ইত্যাদি পরিস্কার রাখতে হবে ২। সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে খাবার পর দাঁত মাজতে হবে ৩। প্রতিদিন গোসল করতে হবে ৪। খাবার সমসময় ডেকে রাখতে হবে ৫। বাসি খাবার খাওয়া যাবে না ৬। খাবার পরে অথবা আগে রান্নার বাসনপত্র পে-ট, চামচ নিরাপদ পানি দিয়ে ধূয়ে নিতে হবে ৭। ল্যাট্রিন ব্যবহার করার সময় স্যান্ডেল পরতে হবে ৮। নখের মাধ্যমে খাবারে ময়লা ছড়ায় তাই

	সপ্তাহে একবার নখ কাটতে হবে ৯। খাবার তৈরি, পরিবেশন ও রান্নার আগে নিরাপদ পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধূয়ে নিতে হবে ১০। ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর সাবান বা ছাই দিয়ে বাম হাত অবশ্যই ধূয়ে নিতে হবে

স্বাস্থ্যবিধি আচরনের ৫টি দিক

৫ F এর অর্থ হলো

F-Finger, F-Food, F-Flies, F-Fluid, F- Field

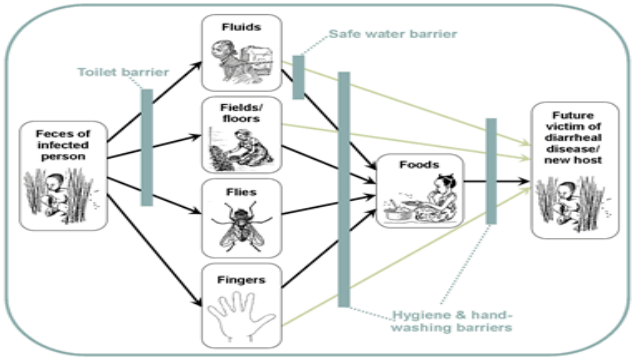

মানুষের মল যেভাবে মুখে যায়: খোলা জায়গায় মানুষের মল ত্যাগ করলে তা যেভাবে মানুষের পেটে প্রবেশ করে তা নিম্নরূপ-

১) **মাটির মাধ্যমে:** খোলা জায়গায় মল বিশেষ করে মাটিতে মল ত্যাগ করলে সে মল মাটিতে মিশে এবং সেখানে কৃমির জন্ম হয়। খালি পায়ে মাটির সংস্পর্শে এলে কৃমি পায়ের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। বিশেষ করে ছোট শিশুরা কৃমিতে বেশি আক্রান্ত হয়। খোলা জায়গায় মল মানুষ ও হাসঁ-মুরগীর পায়ের মাধ্যমে অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। পরবর্তিতে সেগুলো পানিতে মিশে যায়।

২) **পানির মাধ্যমে:** খোলা জায়গায় মল মাটির মাধ্যমে সরাসরি পানিতে মিশে। বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে আশেপাশের পানির উৎসসমূহ-পুকুর,নদীতে মল দূষণ ঘটায়।

৩) **মাছির মাধ্যমেঃ** খোলা জায়গার মল মাছির পায়ের মাধ্যমে খোলা খাবারে বসে এবং খাবারে মল দূষণ ঘটায়। মলযুক্ত সে খাবার খেলে তা থেকে ডায়রিয়াজনিত রোগে আক্রান্ড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪) হাতের আঙ্গুলের মাধ্যমেঃ যেভাবে হাতের আঙ্গুলের মাধ্যমে মল মুখে যেতে পারে তাহলোঃ

- নিজের শৌচকাজের পরে সঠিকভাবে হাত পরিষ্কার না করলে (শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয়);
- শিশু, রোগী বা শারীরিকভাবে অক্ষম কোন ব্যক্তির শৌচকাজের পরে হাত পরিষ্কার না করলে;

৫) খাবারের মাধ্যমে: রান্নার আগে খাদ্য ভালোভাবে পরিষ্কার না করা এবং খাবারের থালা-বাসন দূষিত পানি দ্বারা ধোয়া। তাজা ফলমূল খাওয়ার পূর্বে নিরাপদ পানি দ্বারা ভালোভাবে পরিষ্কার না করা।

স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে করণীয়

- জন অংশগ্রহণকে সচেতন করা এবং উৎসাহিত করা;
- মানুষের বর্তমান ও ব্যক্তিগত অবস্থা এবং অবস্থান থেকে শুরু করা;
- জনগণের সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসকে সম্মান করা;
- জনগণের সমন্বিত প্রয়াসকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা;
- জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানো এবং
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তোলা।

স্বাস্থ্যাভ্যাস উন্নয়নে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ নিরূপণ এবং তা প্রতিকারের ব্যবস্থা

- স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়নের শর্ত হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ নিরূপণ ও তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।
- আর সেজন্য প্রয়োজন কিছু সহায়ক ও গ্রহণযোগ্য কৌশল যা হাইজিন বিষয়ক তথ্য যা জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যক্তির অভ্যাস বা আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়।
- হাইজিন প্রমোশন একটি বৃহত্তর স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচির অংশবিশেষ যা স্বাস্থ্যের কাঠামোগত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয় (যেমনঃ পানি সরবরাহ সুবিধাদি নিশ্চিত করা)।
- পাশাপাশি জনগণের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও অন্যের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করার জন্য তাদের ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস জাগাতে সহায়তা করে।
- সত্যিকারের স্বাস্থ্য উন্নয়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তি এবং জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজেদের জীবনের পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখে।

স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত সামাজিক চর্চা -

- পায়খানা প্রশ্রাবখানা ব্যবহার বা তৈরি করার সময় মহিলাদের পর্দার কথা মনে রাখা উচিত
- বাড়ীর নিকটে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন করা যাতে সহজে ব্যবহার করা যায়
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেমন-সহজে পানি সংগ্রহ করতে পারবেন
- শিশুরাও সহজে পায়খানা ব্যবহার করতে পারে।

জনস্বাস্থ্য:

জনস্বাস্থ্য হলো সমাজ, সংগঠন, সরকারি এবং বেসরকারি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠির মিলিত চেষ্টা এবং তথ্য ও প্রমানক নির্ভর মাধ্যমে রোগ-প্রতিরোধ, জীবনকাল বৃদ্ধি ও মানব স্বাস্থ্য উন্নয়নের গৃহিত পদক্ষেপ। জনগণের স্বাস্থ্য ও তার ঝুঁকির দিকগুলো বিশ্লেষণ করা জনস্বাস্থ্যের মূল বিষয়।

জনস্বাস্থ্য বলতে কোন একটি এলাকার সব শ্রেণীর জনগণের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ থাকা বুঝায়। জনস্বাস্থ্য শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের কথা বলা হয় না। এর মধ্যে রয়েছে

সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা, পুষ্টি, পরিবেশ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। তাই, কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজের নয়, এলাকার সমস্ত মানুষের এবং পরিবেশের সুস্থ থাকাটাও জনস্বাস্থ্যের আওতায় পড়ে।

জনস্বাস্থ্যের লক্ষ্য হলো মানসিক রোগসহ রোগ প্রতিরোধ ও রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে জীবনের মানোন্নয়ন করা। বিভিন্ন রোগীর রোগের ও স্বাস্থ্যসূচকের তত্ত্বাবধান এবং স্বাস্থ্যকর আচরণে উৎসাহদানের মাধ্যমে এটা করা হয়। কিছু প্রচলিত জনস্বাস্থ্যমুখী উদ্যোগ হলো হাতধোয়া ও স্তন্যপান উৎসাহ দান, টীকাকরণ, আত্মহত্যা প্রতিরোধ এবং যৌন সংসর্গে সংক্রমিত রোগ প্রতিরোধের জন্য কনডম বিতরণ।

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মসূচি

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার রোগীর সংখ্যা কমানো, অক্ষমতা, বার্ধক্যের প্রভাব এবং অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি নিয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকল্পগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। গুটিবসন্ত একটি রো যা হাজার বছর ধরে মানবসভ্যতায় মহামারীর সৃষ্টি করেছে, তা নির্মূলসহ স্বাস্থ্যের উন্নতিতে আরো বিরাট ভূমিকা রেখেছে টিকাকরণে জনস্বাস্থ্যের প্রকল্পগুলি।

স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট গৃহিত পদক্ষেপ

স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে গৃহিত পদক্ষেপ

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন: বাংলাদেশ কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩

সরকার কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালনে কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩ প্রণয়ন করেছে। উক্ত কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩ এর স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বিষয়াদির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

কৌশলপত্রের লক্ষ্য: স্বাস্থ্য বিধি অনুশীলন এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যকর WASH (ওয়াশ) সেবাসমূহের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ ও অভিগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিস্তাররোধ করার লক্ষ্যে এ কৌশলপত্র জারি করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ সহ সকল প্রকার সংক্রামক রোগের বিস্তারের সময় মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত অপরিহার্য। কোভিড-১৯ প্রতিরোধের জন্য টিকাপ্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টিকা প্রদানের পাশাপাশি কোভিড-১৯ বিস্তার রোধের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে ওয়াশ বিষয়ক চর্চাসমূহ প্রতিপালন ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। প্রতিরোধের এসব ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট মারাত্মক ঝুঁকিসমূহের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরক্ষা বুহ্য। সাবান ও পানির দ্বারা হাত ধোয়ার মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করা যায়; তবে এজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রবাহমান নিরাপদ পানির

সরবরাহ থাকা প্রয়োজন। এটি হচ্ছে সবচেয়ে ব্যয়সাশ্রয়ী ও যৌক্তিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

খাবার পানি অভিগম্যতা হার ৯৮ শতাংশে বৃদ্ধি এবং ২০১৯ সালে খোলা জায়গায় মলত্যাগের হার প্রায় শূন্যে (১.৫%) নামিয়ে আনার মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেবায় অভিগম্যতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১৮ সালে মোট জনসংখ্যার ৭৪.৮০% বাড়িতে পানি ও সাবানসহযোগে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়াশ-এর প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো এ সংক্রান্ত চর্চার উন্নয়ন ঘটানো এবং সেবাসমূহের গুণগতমান বৃদ্ধি করা। এটি বাস্তবায়ন করা গেলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং কল্যাণে গৃহিত লক্ষ্যসমূহ সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা সম্ভব হবে।

জলবায়ুগত, ভৌগলিক, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ ওয়াশ সেবাসমূহের গুণগতমান, ধারাবাহিকতা ও টেকসই হওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর ফলে এসডিজি'র অভীষ্ট অর্জন বেশ চ্যালেঞ্জিং।

খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবস্থা হতে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের সার্বজনীন অভিগম্যতা অর্জনে অনেক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে:

- স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সাথে মানিয়ে নিতে পারে এমন স্বল্পব্যয় ও স্বল্প কারিগরি সুবিধাযুক্ত ওয়াশ পরীক্ষা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
- দুর্গম, উপকুলীয় ও আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চলসমূহে ওয়াশ সেবাসমূহ সম্প্রসারণ;

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অপর্যাপ্ত সক্ষমতা এবং সঠিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সময়মতো প্রয়োজনীয় তহবিল যোগানের অভাব। স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে (এইচসিএফ) -এর বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এক্ষেত্রে আরো বিনিয়োগ প্রয়োজন;
- মেডিকেল বর্জ্য যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা না করার কারণে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জড়িত সম্মুখভাগের কর্মীদেরকে অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে মারাত্মক ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এছাড়াও ঘরের বর্জ্য কোভিড-১৯ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনার কারণে এসব কর্মীদেরকে উচ্চ ঝুঁকির মুখোমুখি করছে।

স্কুলে উন্নততর ওয়াশ সেবা পরিবার ও সমাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে সৃষ্ট রোগ-বালাই থেকে রক্ষার পাশাপাশি কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি থেকেও মুক্ত রাখতে সাহায্য করছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারি হচ্ছে এবং পড়াশুনায় আরও ভালো করছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের বিষয়ে পরিবার ও বৃহত্তর সমাজে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করছে। অর্জিত জীবন দক্ষতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত চর্চা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনেও অবদান রাখবে। প্রায় ৯২ শতাংশ স্কুলে পানির উন্নত ও কার্যকর উৎস রয়েছে (৮৭% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ৯৬% মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে), এবং ৬৫% সহ শিক্ষা বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য কার্যকর, উন্নত এবং তালাবন্ধ ছাড়া ল্যাট্রিন রয়েছে। তবে শুধুমাত্র ৪৭.৬% বিদ্যালয়ে শৌচাগারের ভিতরে বা আশেপাশে পানি ও সাবানের ব্যবস্থা রয়েছে।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো, বাংলাদেশ যখন কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে উঠে এজেন্ডা-২০৩০ এর পরিকল্পনা অর্জনে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতে এসডিজি ৬.১ এবং ৬.২ অর্জন একটি কৌশলগত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং দিন দিন এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যদিও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ সেক্টরের বাজেট ১৩.২৩% বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু হাইজিন সংক্রান্ত বিষয়াদির জন্য মোট বরাদ্দের মাত্র ৫% বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশ কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবিলার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে; সেহেতু হাইজিন খাতেও অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে দূর্গম এলাকায় বসবাসরত সম্প্রদায় বা দুঃস্থ জনগোষ্ঠী যাদের এসব সেবায় অভিগম্যতা নেই তাদের সেবার আওতায় আনতে অধিক বরাদ্দের প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকার ওয়াশ সেবার সুফল আরও সম্প্রসারণ করতে চায় যাতে একজন থেকে আরেকজনে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণের তাৎক্ষণিক ঝুঁকি হ্রাস পায়। কোভিড-১৯ মোকাবেলার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ওয়াশ সেবাগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষাসহ এসব সেবায় সকলের জন্য ন্যায্য অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে চায়। এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে এ মন্ত্রণালয়কে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এবং নাজুক অবস্থার সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে হবে। পাশাপাশি সেবাপ্রদানকারী এবং সেবাগ্রহিতা, উভয়ের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য, তথ্য ও সম্প্রচার, শিক্ষা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সকল স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনকে সাথে নিয়ে

ওয়াশ সেবাপ্রদান এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এ মন্ত্রণালয়কে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। এর ফলে কোভিড-১৯ ভাইরাস বিস্তার রোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এর সুপারিশমালার আলোকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং হাত ধোয়ার বিষয়টি জনগণের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হবে।

এ কৌশলপত্রটি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ঝুঁকি বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান, সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের জাতীয় প্রস্তুতি এবং কার্যক্রম পরিকল্পনার (BNPRP) পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। এ ওয়াশ কৌশলপত্রটি কোভিড-১৯ জনিত জরুরি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ওয়াশ সেক্টর কর্তৃক গৃহিত আশু বা তাৎক্ষণিক, অন্তর্বর্তীকালীন এবং দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমে সহায়তা করেছে। কোভিড-১৯ মোকাবেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এ ধরণের আরও কৌশলপত্র প্রণয়ন করা যেতে পারে, যাতে অতিমারির মত স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলা করা সহজ হয়।

২. উদ্দেশ্য

এ কৌশলপত্রের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো: কোভিড-১৯ অতিমারি প্রতিরোধে এবং জনস্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য ওয়াশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রভাব আরো কার্যকর করা। নিম্নোল্লিখিত ওয়াশ সেবার ধারাবাহিকতা এবং অভিগম্যতা সম্প্রসারণ, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন এবং ওয়াশ সেক্টরের কার্যক্রমকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে:

- প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যবিধি আচরণ, অনুশীলন, ওয়াশ সেবার যথাযথ ব্যবহারের উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে ওয়াশ সেক্টরের কার্যক্রম বৃদ্ধি;

- অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠীসহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য-সেবাকেন্দ্র এবং জনসমাগমস্থলে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কোভিড-১৯ মোকাবেলা করে কমিউনিটি পর্যায়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার সক্ষমতা তৈরি;
- কোভিড-১৯ অতিমারি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ওয়াশ সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ওয়াশ সংক্রান্ত লাইন এজেন্সিগুলির প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা জোরদার করা;
- কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলায় স্বাস্থ্যবিধিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থায়ন সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা; এবং
- এ সেক্টরে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ বৃদ্ধি করা যাতে এ পরিবর্তিত চাহিদা এবং নাজুক পরিস্থিতির আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয় এবং পাশাপাশি সেবাপ্রদানকারী ও গ্রহীতা নিরাপদে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

পৌরসভার স্বাস্থ্যবিধি এবং জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম

পৌরসভার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্ব

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫০ এর উপধারা ২ (জ) এ নাগরিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধারার উপধারা ৩ এর বিধান মোতাবেক নাগরিক সুবিধার্থে এ ধারায় উল্লিখিত কার্যাবলী স্থগিত করার কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ পৌরসভার আইনের ধারা ৫০ এ উল্লিখিত ৪টি মূল

দায়িত্ব এবং মোট ১১টি কার্যাবলী পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

আইনের ধারা ৫৫ এ পৌরসভাকে মোট ১০টি স্থায়ী কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেছে। এর মধ্যে বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি রয়েছে। পৌরসভার স্থায়ী কমিটির গঠন ও কাযপরিধি উপ-আইনমালা ২০২৩ এ উল্লিখিত স্থায়ী কমিটিকে বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়াও আইনের বিধান অনুযায়ী পৌরসভা যে কোন বিষয়ের অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে। সেটি কাজে লাগিয়ে পৌরসভা জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আলাদা স্থায়ী কমিটিও গঠন করতে পারে।

আইনের ২য় তফসিলে পৌরসভার বিস্তারিত কার্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত কার্যাবলীতে মোট ১২ ধরণের ৬৪টি কাজ উল্লেখ রয়েছে। মোট ১২টি ধরণের মধ্যে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কিত ৯টি সুনির্দিষ্ট কাজের উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে কাজগুলো উল্লেখ করা হলো-

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব: পৌরসভা পৌর এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকবে এবং এ আইনের অধীনে এতদসম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার থাকলে, তা অবশ্যই গ্রহণ করবে।

অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ: (১) কোন ইমারত বা জায়গা অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর অবস্থায় থাকলে, পৌরসভা নোটিশ দ্বারা মালিক বা দখলদারকে– (ক) পরিষ্কার করতে বা যথাযথ অবস্থায় রাখতে, (খ) অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় না রাখতে, (গ) চুনকাম করতে এবং নোটিশে উল্লিখিত রূপে অপরিহার্য মেরামতের ব্যবস্থা করতে, এবং (ঘ) উক্ত ইমারত বা জায়গা, স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিতে পারবে। (২) দফা (১) এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করা না হলে, পৌরসভা উক্ত ইমারত বা জায়গার মালিক বা দখলদারের খরচে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করতে পারবে এবং এ বাবদ পৌরসভার যে খরচ হবে, তা এ আইনের অধীনে উক্ত মালিক বা দখলদারের উপর আরোপিত কর হিসেবে গণ্য হবে।

সংক্রামক ব্যাধিঃ (১) পৌরসভা বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী পৌর এলাকায় সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করবে। (২) পৌরসভা নিজে এবং সরকারের প্রয়োজনে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। (৩) পৌরসভা সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নঃ এ আইন ও বিধি সাপেক্ষে, স্বাস্থ্যমূলক শিক্ষাসহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতির বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ব্যবস্থা পৌরসভা গ্রহণ করতে পারবে।

হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীঃ (১) পৌরসভা পৌরবাসীর চিকিৎসার সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে। (২) পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। (৩) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, পৌরসভা এর দ্বারা পরিচালিত প্রত্যেক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীর জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ ও মানের ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ইত্যাদি ব্যবস্থা করবে। তবে, পৌরসভার এধরনের কার্যক্রম প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই সমীচীন।

চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইত্যাদিঃ পৌরসভা প্রয়োজন মনে করলে বা সরকার নির্দেশ দিলে, নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যথা–

(ক) প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা; (খ) ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সাহায্য ইউনিট স্থাপন ও পরিচালনা; (গ) চিকিৎসা সাহায্য প্রদানকল্পে সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান; (ঘ) চিকিৎসা বিদ্যার উন্নয়ন; (ঙ) চিকিৎসা সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ প্রদান; এবং (চ) স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

এছাড়াও আইনের ২য় তফসিলে জনস্বাস্থ্যের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নিম্নরূপ কার্যাবলি পৌরসভার উপর ন্যস্ত করা আছে-

খাদ্য ও পানিয় দ্রব্যাদিঃ পৌরসভা প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে– (১) লাইসেন্স ব্যতীত কোন স্থান বা ঘরবাড়িতে কোন নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানিয় দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে পারবে। (২) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানিয়দ্রব্য বিক্রয়ার্থে পৌরসভায় আমদানি বা বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য ফেরী নিষিদ্ধ করতে পারবে। (৩) প্রবিধানে উল্লিখিত পৌরসভার স্থানসমূহের নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানিয় দ্রব্যাদির ফেরী করা নিষিদ্ধ করতে পারবে। (৪) নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানিয়দ্রব্য পরিবহনের সময় ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। (৫) এই ক্রমিকের অধীনে লাইসেন্স প্রদান ও প্রত্যাহার এবং লাইসেন্সের জন্য প্রদেয় ফিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। (৬) খাদ্যের জন্য আনীত কোন রোগাক্রান্ত পশু, হাঁস-মুরগী বা মাছ বা কোন বিষাক্ত খাদ্য বা পানিয় দ্রব্য আটক ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করতে পারবে।

দুধ সরবরাহঃ (১) পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং উক্ত লাইসেন্সের শর্ত ব্যতীত, কোন ব্যক্তি পৌর এলাকায় দুধ বিক্রয়ের জন্য দুগ্ধবতী গবাদিপশু পালন করিবেন না অথবা কোন দুগ্ধ আমদানি বা বিক্রয় করিবেন না, অথবা মাখন, ঘি বা দুগ্ধজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবেন না বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ব্যবহার করবেন না (২) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিধি অনুসারে দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং অনুরূপ প্রকল্পে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গোয়ালা কলোনী স্থাপন এবং পৌরসভার কোন এলাকায় দুগ্ধবতী গবাদিপশু পালন নিষিদ্ধ করার এবং জনসাধারণের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য বিধান করতে পারবে।

পৌরসভা আইন এর ৪র্থ তফসিলে মোট ৬১টি কাজকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে ধারা ১০৮ অনুযায়ী শাস্তির বিধান রয়েছে। অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য এবং শাস্তি যোগ্য জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কিত কাজগুলো নিম্নরূপ:

- পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন বিপজ্জনক অথবা ক্ষতিকর ব্যবসা পরিচালনা করা অথবা কোন ক্ষতিকর অথবা বিপজ্জনক দ্রব্য জমা করা।
- জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক সন্দেহে পৌরসভা কর্তৃক কোন উৎস হতে পানি পান করার জন্য নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও তা ব্যবহার।
- পৌরসভা কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের প্রতি ক্ষতিকারক ঘন গাছপালা অথবা ঝোপ, কোন জমির মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক পরিষ্কার অথবা অপসারণ করতে ব্যর্থ হওয়া।
- পৌরসভা কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল বলে ঘোষিত শস্যের চাষাবাদ, সারের প্রয়োগ অথবা ক্ষতিকর পন্থায় জমিতে সেচ প্রদান।
- পৌরসভা কর্তৃক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল বলে ঘোষিত কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন কূপ, পুকুর অথবা অন্য কোন পানি সরবরাহের উৎস কোন সংশ্লিষ্ট জমির অথবা ইমারতের মালিক অথবা দখলদারকর্তৃক পরিষ্কার, মেরামত, আচ্ছাদন, ভরাট অথবা নিষ্কাশন করতে ব্যর্থ হওয়া।
- চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত থাকাকালীন কোন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সংক্রামক রোগ সম্পর্কে পৌরসভাকে প্রতিবেদন প্রদানে চিকিৎসকের ব্যর্থতা।
- কোন ইমারতে কোন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক পৌরসভাকে অবহিত করতে ব্যর্থ হওয়া।
- সংক্রামক রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন ইমারতকে মালিক কর্তৃক রোগ জীবাণু মুক্ত করতে ব্যর্থতা অথবা রোগ-জীবাণু মুক্ত না করে ভাড়া প্রদান করা।
- সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য অথবা পানিয় দ্রব্য বিক্রয়।

- সংক্রমিত কোন যানবাহনে মালিক অথবা চালক কর্তৃক যানবাহন রোগ জীবাণু সংক্রমণ মুক্ত করতে ব্যর্থতা অথবা সংক্রমিত যানবাহনে যাত্রী বহন করা।
- দুগ্ধজাত দ্রব্য ও খাদ্যের উদ্দেশ্যে পালিত পশুকে ক্ষতিকারক বস্তু, ময়লা অথবা আবর্জনা খাওয়ানো অথবা খাবার সুযোগ দেওয়া।
- নির্ধারিত স্থান ব্যতীত, অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা।
- ক্রেতার চাহিদা অনুসারে প্রকৃত বস্তু ও গুণে যা সঠিক নয় এমন খাদ্য অথবা পানিয় ক্রেতা বশীভূত করে বিক্রয় করা।
- পৌরসভার অনুমতি ব্যতীত, সাধারণের ব্যবহার্য অথবা নিবন্ধিত গোরস্থান অথবা শ্মশান-ঘাট নয় এমন কোন স্থানে মৃতদেহ দাফন অথবা দাহ করা।

জনপ্রতিনিধিগণের দায়িত্ব

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ উপরে উল্লিখিত কার্যাবলী ছাড়াও পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের বিশেষ সুবিধা, কর্তব্য ও দায়িত্বভার (মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সম্মানী) বিধিমালা ২০১০ এ যথাক্রমে মেয়র, কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৫ এ পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের জন্য “স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ও মাতৃমঙ্গল সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে করণীয় ব্যবস্থাদি” সম্পর্কে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

পৌরসভার নিয়োজিত কর্মচারি ও সংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের স্বাস্থ্যবিধি ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি

কর্মচারীগণের দায়িত্ব

স্থানীয় সরকার বিভাগ এর ১২.১০.২০০৫ তারিখে জারিকৃত পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব তুলে ধরা হলো:

স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থেকে পৌরসভার স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

২. আইনের বর্ণিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৩. তিনি স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগের কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব বন্টন, তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪. তিনি জেলায়/উপজেলায় কর্মরত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মর্তাদের সাথে সমন্বয় সাধনক্রমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৫. তিনি পৌর এলাকায় ইপিআই কর্মসূচিসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৬. তিনি পৌর এলাকায় পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ এবং হোটেল, রেস্তোরা, হাটবাজারে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

৭. তিনি স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং স্থানীয় জনসাধারণকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৮. তিনি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবেন এবং মাসিক প্রতিবেদন পৌর কর্তৃপক্ষসহ জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য সমজাতীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিকট প্রেরণ করবেন।

৯. তিনি কসাইখানা পরিদর্শন করবেন এবং জবাইকৃত পশুর মাংসের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করবেন।

১০.তিনি পৌর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও সম্পাদনে নিয়োজিত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থার (NGO) সাথে সমন্বয় সাধন করবেন।

১১.তিনি পৌর স্বাস্থ্য কার্যকক্রমের তথ্য/পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করবেন ও নির্দেশিত পন্থায় প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

১২.তিনি পৌর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের এবং রোগ নিরীক্ষণের সাময়িক/বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং পরিদর্শন মনিটরিং বোর্ড হালনাগাদ করবেন।

১৩. তিনি পরবর্তী বছরের প্রথম তিন মাসের মধ্যে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখাসমূহের কর্মচারীদের পূর্ববতী বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখবেন এবং প্রতিস্বাক্ষরের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকতার্র নিকট পেশ করবেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অবর্তমানে প্রতিস্বাক্ষরের জন্য পৌর চেয়ারম্যান এর নিকট পেশ করবেন।

১৪.তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

মেডিক্যাল অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. তিনি পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থেকে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অবর্তমানে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করবেন।

২. তিনি আইনে বর্ণিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত উদ্যোগে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে সহায়তা করবেন।

৩. তিনি পৌর এলাকায় ইপিআই কর্মসূচিসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করবেন।

৪. তিনি পৌর এলাকায় বস্তিবাসীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রমে সহায়তা করবেন।

৫. তিনি পৌর এলাকায় পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ এবং হোটেল, রেস্তোরা ও হাটবাজারে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরাসরি দায়িত্ব পালন করবেন

৬. তিনি কসাইখানা পরিদর্শন করবেন এবং জবাইকৃত পশুর মাংসের মান নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করবেন

৭. তিনি পৌর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের তথ্য, পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করবেন ও নির্দেশিত পন্থায় প্রতিবেদন দাখিল করবেন

৮. তিনি পৌর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের এবং রোগ নিরীক্ষণের সাময়িক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে এবং কন্ট্রোল রুমের মনিটরিং বোর্ড হালনাগাদ করতে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে সহায়তা করবেন

৯. তিনি পৌর এলাকায় জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে সরাসরি দায়িত্ব পালন করবেন

১০. তিনি পৌর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের পরিচালনার জন্য উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব সরাসরি পালন করবেন।

কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টর এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. তিনি পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/মেডিক্যাল অফিসার এর তত্তাবধানে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

২. তিনি তাঁর অধীনস্ত সকল কর্মচারী/ শ্রমিক ও কনজারভেন্সী শাখার যানবাহনের মাধ্যমে পৌর এলাকার ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করবেন এবং উক্ত কাজ নিয়মিত পরির্দশন করবেন।

৩. তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের ও চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের দ্বারা পৌরবাসীদেরকে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করবেন এবং তা চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করবেন।

৪. তিনি চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত কনজারভেন্সী শ্রমিকের হাজিরা নিশ্চিত করবেন।

৫. তিনি সকল শ্রমিককে স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তুলবেন এবং হাজিরা বই ও অন্যান্য রেজিস্টারে টিপসই এর ব্যবস্থা বিলুপ্ত করবেন।

৬. তিনি তাঁর অধীনস্ত কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুরের জন্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবেন।

৭. কর্তব্যে অবহেলার জন্য তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবেন।

৮. তিনি স্বাস্থ্য ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে পৌরবাসীদের সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচারাভিযান পরিচালনা করবেন।

৯. পৌরবাসীরা যাতে পরিবেশ দূষণ হতে রক্ষা পায় তা তিনি লক্ষ্যে রাখবেন। পরিবেশ দূষণ ঘটলে অথবা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিলে তিনি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মৃত জীবজন্তুর দেহ তিনি দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০. তিনি কনজারভেন্সী শাখার যাবতীয় রেকর্ড, নথিপএ সংরক্ষণ করবেন।

১১. তিনি কনজারভেন্সী শাখার কাজে নিয়োজিত যানবাহনের লগ বইতে স্বাক্ষর করবেন।

১২. তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব:

১। তিনি পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/মেডিক্যাল অফিসার এর তত্ত্বধানে থেকে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

২। তিনি ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ/পরামর্শ অনুসারে ওয়ার্ড ভিত্তিক কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ করবেন। তিনি স্বাস্থ্য সহকারীদের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। কাজের মাসিক অগ্রগতি ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবেন।

৩। তিনি পৌর এলাকায় পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ এবং হোটেল, রেস্তোরা, হাটবাজারে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

৪। তিনি নিয়মিত কসাইখানা পরিদর্শন করবেন এবং এ বিষয়ে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

৫। তিনি স্বাস্থ্য সহকারীদের নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সভা বা সেমিনারের আয়োজন করবেন এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করবেন।

৬। তিনি স্বাস্থ্য সহকর্মীদের সাথে তার অফিস কক্ষে সাপ্তাহিক সভার আয়োজন করবেন এবং মূল্যায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

৭। তিনি সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচির (ইউপিআই) কার্যাবলি পযবেক্ষণ ও পরিদর্শন করবেন এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও পরামর্শানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন এবং মাসিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

৮। তিনি টিকাদান সুপারভাইজারদের কার্যাবলি তদারক এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

৯। তিনি পৌরসভার বাসিন্দাদের জন্ম-মৃত্যু রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

১০। তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়োজিত মৌলভী সাহেবের কার্যক্রম তদারক করবেন।

১১। পৌর এলাকায় মহামারি দেখা দিলে তিনি কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২। তিনি কবরস্থানের ও শশ্মানঘাটের যাবতীয় কার্যাবলি ও এর কেয়ারটেকারের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করবেন।

১৩। তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

কমিটিসমূহের দায়িত্ব

পৌরসভা আইনের ধারা ৫০ এর আলোকে জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা/বিধির সাথে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি হলো "বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ" বিষয়ক স্থায়ী কমিটি। এছাড়াও যেসব বিষয়ে অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠনের জন্য আইনে উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে "স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন" বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। পর্যায়ক্রমে কমিটিসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য "পৌরসভার স্থায়ী কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি উপ-আইন, ২০১৩" অনুযায়ী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির গঠন-

নং	নাম	পদবি	কমিটিতে পদবি
১.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সভাপতি
২.		মেয়র, পদাধিকার বলে	সদস্য
৩.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য
৪.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য
৫.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য

কমিটির জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলি নিম্নরূপ-

(ক) পৌরসভা এলাকায় ইপিআই কর্মসূচিসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করা

(খ) পৌর এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণ এবং হোটেল, রেস্তোরা, হাট ও বাজারের খোলা খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা

(গ) জনসাধারণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্‌বুদ্বকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা। সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহিত সমন্বয় সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করা

(ঘ) জবাইকৃত পশুর মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ করা

(ঙ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনে জনসচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা

(চ) জেলা পর্যায়ে পৌরসভার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন অথবা ডেপুটি সিভিল সার্জন এবং অন্যান্য পৌরসভার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা।

জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধির সাথে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি হলো বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি। এ কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ-

বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির গঠন-

নং	নাম	পদবি	কমিটিতে পদবি
১.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সভাপতি

২.		মেয়র, পদাধিকার বলে	সদস্য
৩.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য
৪.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য
৫.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য

কমিটির কার্যাবলি-

এ কমিটির জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি নিম্নরূপ:

- নকল ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য সামগ্রীর বিক্রয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা। সামগ্রিক বাজার পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং পৌর পরিষদকে অবহিত করা
- বাজার মূল্য পরিস্থিতি ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য সামগ্রির বিক্রয় নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া এবং ভ্রাম্যমান আদালতকে সামগ্রিকভাবে সহায়তা করা।

ওয়ার্ড কমিটির গঠন ও কাযপরিধি:

পৌরসভা (ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও কাযপরিধি) বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী পৌরসভা গঠিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে পৌর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করতে হবে-

(ক)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর	সভাপতি
(খ)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর	সহ-সভাপতি
(গ)	সগর দরিদ্র জনগোষ্ঠির ০৩ জন	সদস্য

	প্রতিনিধি	
(ঘ)	নাগরিক সমাজের ০২ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঙ)	পেশাজীবি সংগঠনের ০২ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(চ)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য-সচিব

ওয়ার্ড কমিটি জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি/শিক্ষা সম্পর্কিত দায়িত্ব নিম্নরূপ-

- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, পরিবেশন সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা
- জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিশেষতঃ বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সহায়তা করা।

এসডিজি-৬ বাস্তবায়নে পৌরসভার স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রমের সাযুজ্যতা স্থাপন

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র (পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত সংস্করণ ২০২১) অনুযায়ী পানি সরবরাহের সাথে এসডিজি ৬ এ লক্ষ্যমাত্রসমূহের সাযুজ্যতা নিম্নরূপ-

এসডিজি ৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ	**হাত ধোয়ার সোপান**	**পৌরসভার দায়িত্ব**

এসডিজি ৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ	**হাত ধোয়ার সোপান**	**পৌরসভার দায়িত্ব**
লক্ষ্যমাত্রাসমূহ: ৬.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ ও ব্যয়সাধ্য নিরাপদ পানির সার্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশগম্যতা অর্জন ৬.২ নারী, কিশোরী এবং নাজুক পরিস্থিতিতে থাকা জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সুবিধা নিশ্চিত করা, উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বন্ধ করা ৬.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগত মান বৃদ্ধি করতে দূষণ হ্রাস, আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও উপকরণের নির্গমণ কমানো, অপরিশোধিত বর্জ্য পানির অনুপাত অর্ধেকে নামানো এবং বিশ্বব্যাপী নিরাপদভাবে পানির পুনঃব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলা ৬.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল	**মৌলিক সুবিধা:** সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধা। **সীমিত সুবিধা:**সাবান বা পানি ছাড়া হাত ধোয়ার সুবিধা।	**মডিউলের পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে**

এসডিজি ৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ	**হাত ধোয়ার সোপান**	**পৌরসভার দায়িত্ব**
খাতে পানি ব্যবহারের দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি- সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই উত্তোলন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটে ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা ৬.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতাসহ সকল পর্যায়ে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন ৬.৬ ২০২০ সালের মধ্যে পাহাড়, বন, জলাভুমি, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার (পানিস্তর) ও হ্রদসহ পানির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত পরিবেশ- প্রতিবেশের সুরক্ষা ও পুনঃরুদ্ধার ৬.ক ২০৩০ সালের মধ্যে পানি আহরণ, লবণবিমুক্তকরণ, পানির দক্ষ ব্যবহার, বর্জ্য পানি পরিশোধন রিসাইকিং ও	**সুবিধাসমূহ:** হাত ধোয়ার কোন সুবিধা না থাকা।	

এসডিজি ৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ	**হাত ধোয়ার সোপান**	**পৌরসভার দায়িত্ব**
পুনঃব্যবহার প্রযুক্তিসহ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ৬.খ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে সমর্থন ও শক্তিশালী করা।		

তথ্যসূত্র:

১. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০

২. **নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় নীতি, ১৯৯৮**

৩. **সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-২০২৫)**

৪. **পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো- পৌরসভাসমূহ**
প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৭

৫. **পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে-জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-পৌরসভা (প্রকাশকাল: মার্চ ২০২০)**

৬. https://ans.bissoy.com/qa/1508325

৭. https://bn.wikipedia.org/wiki/

৮. এনআইএলজি, পৌরসভার পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পৌরসভা প্রশিক্ষণ সহায়িকা (২০১১)

৯. WASH সম্পর্কিত পৌরসভা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

১০. ইসলাম, নুরুল, এনআইএলজি, পৌরসভা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, (২০২১)

১১. এনআইএলজি, পৌরসভা প্রশাসন অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক।

পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত

বিষয়ভিত্তিক ওয়াশ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

মডিউল:

পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
২৯, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
বর্জ্য সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা	
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও এসডিজি	
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় নীতি	
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পৌরসভার আইনগত ভিত্তি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য	
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নির্বাজিত জনপ্রতিনিধিগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য	
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পৌরসভার নিয়োজিত কর্মচারীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য	
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 3R ও 5R	
বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন প্রক্রিয়া	
বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভালো শিখন	

বর্জ্য সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা

বর্জ্যের সংজ্ঞা ও প্রকারেভেদ

বর্জ্য হলো বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন সে সব পদার্থ যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি কোন কাজে আসে না। ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত বাসেল কনভেনশনে বর্জ্যের সংজ্ঞা- বর্জ্য বা আবর্জনা হচ্ছে এমন বস্তু বা বস্তুর নির্যাস, যা মানুষ পরিত্যাগ করে বা পরিত্যাগ করতে চায় অথবা জাতীয় আইন দ্বারা অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। (Substances or odjects which are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provision of national law" (Basel Convention)। বর্জ্যের উদাহরণ- ওষুধের অবশিষ্টাংশ, ওষুধের সংক্রামক বর্জ্য ফয়েল, মাইক্রোবায়োলজি বা বায়োটেকনোলজি বর্জ্য পদার্থ সমূহ।

বর্জ্যকে দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন- (১) তরল/পয়ঃবর্জ্য (Liquid waste) (২) শুকনা বা কঠিন বর্জ্য (Solid Waste) ।

তরল বর্জ্য (Liquid waste)	শুকনা বা কঠিন বর্জ্য (Solid Waste)
১। সালেজ (Sullage): গোসলখানা, রান্নাঘর ওয়াশ বেসিন ইত্যাদি জায়গা হতে	তরল নয় এমন ধরণের বর্জ্য যা গৃহস্থালী কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, খনি এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন

নির্গত নোংরা/বর্জ্য ২। সুয়েজ (Sewage): কোন এলাকার পায়খানা, পস্রাবখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি বর্জ্য। সুয়েজ বর্জ্যকে দুইভাগে ভাগ বিভক্ত, যেমন- (ক) গৃহস্থালী (Sanitary/Domestic Sewage) (খ) শিল্প-কারখানা হতে নির্গত সুয়েজ (Industrial Sewage/Trade Waste)	কাজকর্ম হতে সৃষ্ট। এই সকল বর্জ্যে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য পরিলক্ষিত হয় যেমন- ধূলাবালি, খাদ্য বর্জ্য, কাগজ, ধাতব পদার্থ, প্লাস্টিক, কাঁচ, কাপড়, বাগানের বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, চিকিৎসা বর্জ্য ইত্যাদি।

বর্জ্যের প্রকারভেদঃ (১) গৃহস্থালির বর্জ্য (২) বাণিজ্যিক বর্জ্য (৩) শিল্প বর্জ্য (৪) হাসপাতাল বা ক্লিনিক্যাল বর্জ্য (৫) প্রাতিষ্ঠানিক বর্জ্য (৬) বিপজ্জনক বর্জ্য (৭) কৃষিজাত বর্জ্য (৮) মার্কেট বর্জ্য (৯) নির্মাণ বর্জ্য (১০) রাস্তার ধুলোবালি (১১) নালা পরিষ্কারের বর্জ্যসহ ঋতুভিত্তিক বর্জ্য।

সাধারণভাবে সকল প্রকার বর্জ্য একইভাবে বিবেচিত হয়। তবে সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উৎপন্ন বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে চাইলে ভিন্ন ভিন্ন বর্জ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। বহুলভাবে ব্যবহৃত বর্জ্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

রিফিউজ (Refuse): মলমূত্র ছাড়া সকল প্রকার আবর্জনাকে রিফিউজ বলা হয়। ছেড়া কাপড়, ছাই, মৃতজ এবং কল-কারখানার বর্জ্য রিফিউজের অন্তর্ভুক্ত।

আবর্জনা/খাদ্য বর্জ্য (Garbage): সাধারণত যে-সকল বর্জ্য খাদ্যদ্রব্য থেকে আসে তাদের আবর্জনা বলা হয়। রান্না করা বা কাচা শাকসবজি, ফল, লতা-পাতা এবং দ্রুত পচনশীল দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী বস্তু আবর্জনার অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আবর্জনা দুর্গন্ধ ছড়ায় তাই এগুলোর দ্রুত অপসারণ করা প্রয়োজন।

রাবিশ (Rubbish): ছাই ব্যতীত সকল অ-পচনশীল পদার্থকে রাবিশ বলা হয়। দাহ্য এবং অদাহ্য-পদার্থ যেমন: কাগজ, ভাঙা কাচ, নির্মাণ সামগ্রীর আবর্জনা, কাঠ, কার্ড বোর্ড, ধাতব খণ্ড ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

গৃহস্থালি বর্জ্য (Residental Wastes): যে-সকল বর্জ্য বাড়ি, ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্টে উৎপন্ন হয় তাই গৃহস্থালি বর্জ্য। যেমন: ব্যবহৃত কাগজ, খাবারের প্যাকেট, প্লাস্টিক, উচ্ছিষ্ট খাবার, কাচ খণ্ড, কন্টেইনার, বাগানের আগাছা, কাটা ডালপালা ইত্যাদি। শাক-সবজির ফেলে দেয়া অংশবিশেষ, দইয়ের প্লাস্টিক বা মাটির পাত্র, গ্রে-ওয়াটার, কিচেনহুড বা গ্যাসের চুলা পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত ক্যামিকেল মিশ্রিত পানি, ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক বর্জ্য (Commercial Waste): যে-সকল কঠিন বর্জ্য বাণিজ্যিক ভবন, অফিস, মার্কেট, হোটেল, রেস্টুরেন্টে উৎপন্ন হয় সে-সকল বর্জ্যকে বাণিজ্যিক বর্জ্য বলা হয়।

মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য (Municipal Waste): পৌরসভার আওতাভুক্ত এলাকায় যে-সকল বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালি বর্জ্য উৎপন্ন হয় সেগুলোকে একত্রে মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য বলা হয়। যেমন: উচ্ছিষ্ট খাদ্য, সবজির খোসা, রাবিশ, ছাই, নির্মাণ বর্জ্য ইত্যাদি।

শিল্পজাত বর্জ্য (Industrial Waste): কলকারখানায় উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট বা অপজাত হিসেবে যে বর্জ্য উৎপন্ন হয় বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে-সকল অপ্রয়োজনীয় পদার্থ পাওয়া যায় সেগুলোকে শিল্পজাত বর্জ্য বলা হয়। উদাহরণ : পলিথিন, প্লাস্টিক ইত্যাদি।

নির্মাণ বর্জ্য (Demolition and Construction Waste): এ-সকল বর্জ্য ভবন, সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ এবং ভাঙার সময় উৎপন্ন হয়। সাধারণত এ-সকল বর্জ্য ইটের টুকরা, কংক্রিটের টুকরা, বালি, বৈদ্যুতিক তার, কাচ, কাঠ, বাঁশ, পাইপ, লোহার তার, তারকাটাঁ বা পেরেক, লোহা বা প্লাস্টিকের পাইপ ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয়।

কৃষিজাত বর্জ্য (Agricultural Waste): কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত কর্মকাণ্ডে যে-সকল বর্জ্য উৎপন্ন হয় তাদের কৃষিজাত বর্জ্য বলা হয়। যেমন: ধানের তুষ, সবজির উচ্ছিষ্ট, আগাছা, পশুর মলমূত্র ইত্যাদি।

বিপজ্জনক বর্জ্য (Hazardous Waste): বিপজ্জনক আবর্জনার মধ্যে রয়েছে টক্সিক (বিষ) রাসায়নিক দ্রব্য, অনুজৈবিক আবর্জনা, বিস্ফোরক ও দাহ্যপদার্থ। এ-সমস্ত বর্জ্য বিভিন্ন কল-কারখানা, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন হয়। এ-সকল বর্জ্য খুবই মারাত্মক। এদের সংগ্রহ ও অপসারণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। উদাহরণ : মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধপত্র।

গ্রে-ওয়াটার (Grey Water): ধূসর পানি, এমনই পানি যা, ঘরোয়া বা বানিজ্যিক এবং শিল্পে ব্যবহৃত পানি বিশেষ করে ওয়াশিং মেশিন, বাথটাব, রান্নাঘরের সিঙ্ক বা কিচেনগুড পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত

কেমিক্যাল মিশ্রিত বা কাপড় কাচার জন্য ডিটারজেন্ট মিশ্রিত অপরিশোধিত পানি।

হাসপাতাল বর্জ্য (Hospital Waste): হাসপাতাল থেকে যে বর্জ্য উৎপাদন হয় যেমন: সিরিঞ্জ, ওষুধের খালি শিশি, ট্যাবলেটের প্লাস্টিক মোড়ক ইত্যাদি।

সম্পদ পুনরুদ্ধার (Resource Recovery): বর্জ্য থেকে সাশ্রয়ীভাবে পুনর্ব্যবহার উপযোগী বস্তু এবং শক্তি সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে সম্পদ পুনরুদ্ধার বলা হয়।

পুনঃব্যবহার (Re-use): কোনো কোনো পদার্থ ভোক্তা কর্তৃক একবার ব্যবহার শেষে পুনরায় একইভাবে অথবা বিকল্প উপায়ে ব্যবহার করা যায়। যেমন: বিভিন্ন রকম পানীয়-এর খালি বোতল সংগ্রহ করে বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই বোতলই পুনরায় ব্যবহার করা যায়।

পুনঃচক্রায়ন (Recycling): কোনো বস্তু/পণ্য উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করে তা উৎপাদন প্রক্রিয়ার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করার প্রক্রিয়াকে পুনঃচক্রায়ন বলা হয়। যেমন: যেকোনো প্লাস্টিক, কাঁচ ও ইস্পাতের বস্তু।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে আবর্জনা সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পূণর্ব্যবহার (Recycling) এবং নিষ্কাশনের (Disposal) সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এ শব্দটি দিয়ে সাধারণত মানুষের কার্যকলাপে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ সংক্রান্ত কাজগুলোকে বুঝানো হয়ে থাকে; ঐ বস্তুগুলোর থেকে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ক্ষতিকারক প্রভাব প্রশমিত করার জন্য, কিংবা পরিবেশের সৌন্দর্য্য রক্ষার কাজগুলোই এই প্রক্রিয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আবর্জনা থেকে পরিবেশের ক্ষতি রোধ করার কাজ এবং আবর্জনা থেকে পূণর্ব্যবহারযোগ্য বস্তু আহরণ সংক্রান্ত কাজও করা হয়ে থাকে। এতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি এবং দক্ষতার দ্বারা কঠিন, তরল কিংবা বায়বীয় বর্জ্য সংক্রান্ত কাজ করা হয়।

উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশভেদে, শহর বা গ্রাম্য এলাকাভেদে, আবাসিক বা শিল্প এলাকাভেদে আবর্জনা ব্যবস্থাপনার ধরন আলাদা হয়। সাধারণত স্থানীয় বা পৌরকর্তৃপক্ষ আবাসিক বা

প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা থেকে উৎপন্ন অবিষাক্ত ময়লাসমূহের জন্য ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। অপরপক্ষে বাণিজ্যিক বা শিল্প এলাকার অবিষাক্ত ময়লাগুলো ঐ ময়লা উৎপন্নকারীদেরকেই ব্যবস্থাপনা করতে হয়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব :

মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বর্জ্যের প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য হলো পরিবেশন এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর বর্জ্যের বিপদজনক প্রভাব হ্রাস করা। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি বড় অংশ পৌরসভার কঠিন বর্জ্য নিয়ে কাজ করে, যা শিল্প, বানিজ্যিক এবং গৃহস্থালী কার্কলাপ দ্বারা তৈরী হয়। টেকসই এবং বাসযোগ্য শহর গড়ে তোলার জন্য বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ এবং শহরের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল, পাশাপাশি পৌরসভার পরিসেবা পরিচালনার জন্য দরকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যা দক্ষ, টেকসই এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সমন্বিত সিস্টেম। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি বড় অংশ মিউনিসিপ্যাল সলিড ওয়েস্ট (MSW) নিয়ে কাজ করে যা গৃহস্থালী, শিল্প এবং বাণিজ্যিক কাযকলাপ দ্বারা সৃষ্ট বর্জ্যের বড় অংশ। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল (IPCC) অনুসারে পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ২০২৫০ সালে প্রায় ৩.৪ Gt-এ পৌঁছবে বলে আশা করা

হচ্ছে। যথাযথ নীতি এবং আইন প্রণয়ন বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা এবং শহরে উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে পারে।

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে (Waste Management) আমরা প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি-

- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Faecal Sludge Management)
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management)

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হলো একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা যেখানে আবাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প পরিচালনায় ভূমির ব্যবহার দ্বারা উৎপন্ন বর্জ্য পণ্যগুলির হ্রাসকরণ (Reduce), সংগ্রহ (Collection), পুনর্ব্যবহার (Reuse), পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণ (Recycle) এবং অপসারণ/নিষ্পত্তি (Disposal) করা হয়।

- সমন্বিত বর্জ্য বলতে তরল (পয়ঃবর্জ্য) এবং কঠিন বর্জ্যকে বুঝায়।
- কঠিন বর্জ্য জৈব বা পচনশীল এবং অজৈব বা অপচনশীল এ দুধরনের হতে পারে।

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সুরক্ষায় বর্ধিত জনসংখ্যার স্যানিটেশন চাহিদা পূরণে প্রয়োজন পয়ঃবর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক, নিরাপদ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শহর ও পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপালন, জবাবদিহিতা ও দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ-সমাবেশীকরণের মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬.২ অর্জন সম্ভব। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৬.২ (২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, ন্যায়সঙ্গত ও নিরাপদ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা) অর্জনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর একটি সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করে শহর ও গ্রামীণ সকল ক্ষেত্রেই কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং প্রযুক্তিগত পরিশোধন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে দুধরনের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনার সুপারিশ করেছে যা নিম্নরূপ-

টাইপ-১ : কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, কারিগরি দক্ষতা ও স্থানীয় সম্পদ সমাবেশীকরণের উপর নির্ভর করে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় টাইপ-১ ব্যবস্থাপনাকে সুপারিশ করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ধাপে বর্জ্য পরিশোধিত হয়ে পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। টাইপ-২ : সীমিত প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, কারিগরি ও সম্পদ সমাবেশীকরণের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় পরিবেশ সুরক্ষার বিকল্প পন্থা হিসেবে সনাতনী ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার সমন্বয়ে টাইপ-২ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সুপারিশ করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে আরও উন্নততর পর্যায়ে উত্তরণের সুযোগ থাকে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বাস্তব সম্মত জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে CWIS-FSM Support Cell কর্তৃক সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ধারণাপত্র ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এ ধারণা পত্রে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। ধারণা পত্রে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন-

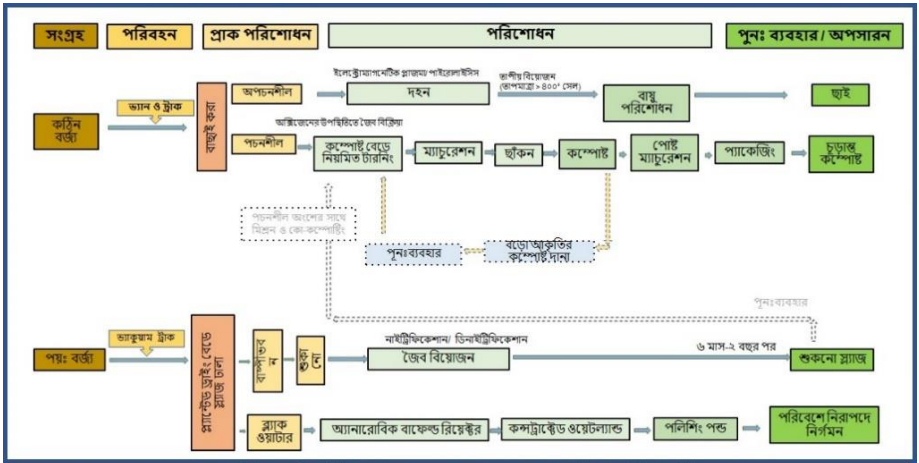

সমন্বিত বর্জ্য পরিশোধনের ফ্লো ডায়াগ্রাম (পয়ঃ বর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য)

ওমনিপ্রসেসর, গ্যাসিফায়ার প্রযুক্তির বর্ণনা করা হয়েছে।নিচের ফ্লো-ডায়াগ্রাম এর মাধ্যমে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি আলোকপাত করা হলো-

জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সাথে বর্জ্য ব্যবস্থানপনার সম্পর্ক

বর্জ্য কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় হতে পারে। বর্জ্য মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাড়াঁতে পারে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়ার সাথে স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পির্কিত। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি এবং পানি, মাটি এবং খাদ্য গ্রহণের সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে

মানুষের স্বাস্থ্য, সম্পদ, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দয্যের উপর প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মূল লক্ষ্যথাকে পরিবেশ এবং মানব স্ভাস্থ্যের উপর বর্জ্যের বিপদজ্জক প্রভাব হ্রাস করা। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি বড় অংশ কঠিন বর্জ্য নিয়ে কাজ করে পৌরসভা, যা শিল্প, বানিজ্যিক এবং গৃহস্থালী হতে উৎপাদিত হয়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও এসডিজি

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এসডিজি এর ৬ নং অভীষ্ট "সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা" এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হলেও নিম্নরূপ এসডিজি অভীষ্টগুলোর সাথেও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে-

এসডিজি অভীষ্ট **১১:** অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা।
এসডিজি অভীষ্ট **১২:** পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরন নিশ্চিত করা।
এসডিজি অভীষ্ট **১৩:** জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ।
এছাড়াও এসডিজি অর্জনের জন্য সরকার নির্ধারিত জাতীয় অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা (NPT) এ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

নিম্নে এসডিজি এর অভিষ্ট ও জাতীয় অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা (NPT)-এর সাথে পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্পর্ক উল্লেখ করা হলো-

এসডিজি	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত টার্গেটসমূহ	বজ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত NPT	পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যাবলী
সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা 	• দূষণ হ্রাস করে, পানিতে আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ করে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক ও পদার্থ ও উপকরণের নির্গমন ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা, অপরিশোধিত বর্জ্যপানির অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে এনে এবং বৈশ্বিকভাবে পুনশ্চক্রায়ন (রিসাইকলিং) ও নিরাপদ পুনর্ব্যবহার	•	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) এর ধারা ৫০ অনুযায়ী পৌরসভার "বর্জ্য ব্যবস্থাপনা"-কে দায়িত্ব ও কার্যাবলী হিসেবে উল্লেখ করেছে আইনের তফসিল ২ এর ৩। আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা-এ • পৌরসভা তার অধীন সকল জনপথ, সাধারণ পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হইতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। • পৌরসভার সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে, পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সকল ইমারত ও জায়গার দখলকারীগণ

এসডিজি	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত টার্গেটসমূহ	বজ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত NPT	পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যাবলী
	উল্লেখযোগ্য পরিমানে বাড়িয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে পানির গুণগতমান বৃদ্ধি করা		তা হতে আবর্জনা অপসারণের জন্য দায়ী থাকবেন। ● পৌরসভা নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলবার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করবে এবং যেখানে অনুরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হবে, পৌরসভা সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়ী-ঘর ও জায়গা-জমির দখলদারগণকে তাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেলার জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবে। ● পৌরসভার কর্মচারীগণ কর্তৃক অথবা তাদের তত্ত্বাবধানে অপসারিত বা সংগৃহীত আবর্জনা বা ময়লা এবং পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত পাত্র বা আধারে জমাকৃত ময়লা বা আবর্জনা পৌরসভার সম্পত্তি বলে গণ্য হবে।
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরণ নিশ্চিত করা	● ২০২০ সালের মধ্যে সর্বসম্মত আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো অনুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ ও সবধরনের সবধরনের বর্জ্যের জীবানুচক্র জুড়ে পরিবেশন বান্ধব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর এদের বিরূপ প্রভাব কমাতে বায়ু, পানি ও মাটিতে এদের নিঃসরণের মাত্রা উল্লেখহারে কমানো ● প্রতিরোধ, হ্রাসকরণ, পুনঃচক্রায়ন বা রিসাইক্লিং ও পুর্নব্যবহারের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বর্জ্য তৈরীর পরিমান	● ১০০% শিল্প কারখানায় কার্যকর বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা	৪৮। বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য-এ ● সরকার বিধি দ্বারা কী কী দ্রব্য বা ব্যবসায় এ ধারার উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর তা নির্ধারণ করবে। ● পৌরসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোন লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং এর শর্ত ব্যতীত কোন ব্যক্তি– ➢ কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসা চালাতে পারবেন না; ➢ কোন বাড়িঘর বা স্থানকে কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসার জন্য ব্যবহার করতে দিতে পারবেন না; এবং ➢ গার্হস্থ্য কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা কোন আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার

এসডিজি	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত টার্গেটসমূহ	বজ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত NPT	পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যাবলী
	উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা		অধিক কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর বস্তু কোন বাড়িঘরে রাখতে পারবেন না। • স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে পৌরসভা পৌর এলাকার কোন এলাকাকে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসার জন্য নিষিদ্ধ এলাকা বলে নির্ধারিত করতে পারবে এবং উক্ত এলাকায় ঐরূপ বস্তুর ব্যবসা নিষিদ্ধ করতে পারবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় নীতি

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সরকার কর্তৃক যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ-

- **পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো- পৌরসভাসমূহ (প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৭)**
- পয়ঃবর্জ্য ব্যস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনী কাঠামো বাস্তবায়নে-জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-পৌরসভা (মার্চ ২০২০)
- পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩

নিম্নে সংক্ষেপে নীতিমালাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হলো-

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো- পৌরসভাসমূহ (প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৭)

পটভূমি

বাংলাদেশে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) সেবা না থাকায় সারাদেশে বিশেষতঃ শহর এলাকায় মারাত্মক পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতি উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ঢাকা শহরের কিছু সীমিত এলাকা ব্যতীত দেশের সর্বত্র অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিদ্যমান। ফলে সেপটিক ট্যাংক ও পিটল্যাট্রিন (সাধারণ পিটল্যাট্রিন/পোর-ফ্লাশল্যাট্রিন) সমূহে প্রচুর পরিমাণ পয়ঃবর্জ্য জমা হয়, যার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে অনসাইট স্যানিটেশনসহ এফএসএমসে বা প্রবাহ (বর্জ্য সংগ্রহ করা থেকে পরিশোধন, অপসারণ করা পর্যন্ত) অন্তর্ভুক্ত, যা ১ নম্বর চিত্রে দেখানো হলো। অধিকাংশ পৌরসভাগুলোতে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিনের প্রাধান্য দেখা যায়। তবে, বেশির ভাগ পৌরসভাতেই কার্যকর এফএসএম পদ্ধতি না থাকায় এবং মনিটরিংয়ের অভাবে ল্যাট্রিনের পয়ঃবর্জ্য সরাসরি ড্রেন, নালা বা খোলা স্থানে ফেলা হয়ে থাকে। পৌরসভাগুলোতে অনসাইট স্যানিটেশন পদ্ধতির নকশা, স্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণত নিম্নমানের হয়। সচরাচর, ল্যাট্রিন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনা করে এবং কতদিন পর পর পরিষ্কার করা হবে তা নকশায় উল্লেখ না করে গতানুগতিক পদ্ধতিতে রাজমিস্ত্রির মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক নির্মাণ করা হয়। সেপটিক ট্যাংকে যথাযথভাবে ইনলেট

এবং আউটলেট ডিভাইস (যেমন: T) যুক্ত থাকে না। অনেকক্ষেত্রেই সেপটিক ট্যাংকের বর্জ্য পানি অপসারণ করার জন্য সোক পিট থাকেনা। যদিও যথাযথভাবে বানানো দুই পিট বিশিষ্ট পোর-ফ্লাশ ল্যাট্রিন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই উপযোগী, তবে সচেতনতার অভাবে এই প্রযুক্তি ব্যাপক পরিসরে ব্যবহার করা হয়না।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপাদানসমূহ:

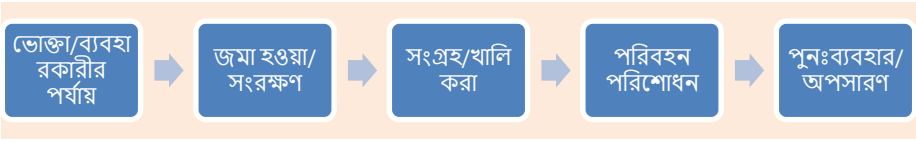

পিট বা সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের জন্য সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো সময়সূচি অনুসরণ করা হয়না। পিট বা সেপটিক ট্যাংক যখন ভরে উপচে পড়ে তখন সনাতন পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ বা খালি করা হয়। যদিও কোনো কোনো পৌরসভায় সীমিত আকারে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ বা খালি করার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ম্যানুয়াল (সনাতন) পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ করাই সাধারণ চিত্র। পিট বা সেপটিক ট্যাংকের পয়ঃবর্জ্য সম্পূর্ণভাবে বা কার্যকরভাবে অপসারণ করার ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রক্রিয়ায় (সনাতন ও যান্ত্রিক দুই পদ্ধতিতেই) অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। সেপটিক ট্যাংক ও পিটের অবস্থান ও কাঠামো প্রায়শই ত্রুটিপূর্ণভাবে করা হয়। সেখান থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্কাশন করা সহজ হয়না। ম্যানুয়াল (সনাতন) পদ্ধতিতে যারা সেপটিক ট্যাংক/ পিট খালি করে তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি একটি অন্যতম উদ্বেগের বিষয়। সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য সচরাচর কাছাকাছি কোনো খোলা ড্রেন, নালা

অথবা জলধারে ফেলা হয়। প্রকৃতপক্ষে পরিবহন খরচ বেশি হওয়ায় এবং নজরদারি ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেক সময় পরিশোধনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পৌরসভার পয়ঃবর্জ্য সঠিকভাবে পরিশোধিত হয় না। বর্তমানে সীমিত সংখ্যক পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা আছে এবং এর মধ্যে অনেকগুলোতেই রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা রয়েছে। জমির অধিক মূল্য, জমি না পাওয়া, অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের অত্যধিক খরচ, দক্ষতার অভাব ইত্যাদি কারণে পৌরসভাগুলো পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের সুরক্ষার জন্য পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্বের ব্যাপারে সমাজের সকল স্তরে সচেতনতার অভাব রয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পৌরসভাগুলোতে সম্পদ ও প্রশিক্ষিত জনবল - উভয়েরই অভাব রয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পৌরসভার জনবল কাঠামোতে আলাদা কোনো শাখা বা বিভাগ নেই। পাশাপাশি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবসায়িক মডেল না থাকায় পৌরসভাগুলো নানা অসুবিধায় ভুগছে। বেশির ভাগ পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার মৌলিক অবকাঠামো (যেমন: পরিশোধনাগার, পয়ঃবর্জ্য অপসারণের যান্ত্রিক উপকরণ ইত্যাদি) না থাকায় এই সেবা দেয়া এবং তা টেকসই করা সম্ভব হচ্ছেনা। যদিও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী পৌরসভাগুলো পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তথাপি জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবাপ্রদানে সকল স্টেকহোল্ডারদের (যেমন: সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন

সহযোগী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যম) সম্পৃক্ততা এবং সহযোগিতা প্রয়োজন।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উদ্দেশ্য ও পরিধি:

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো পৌরসভাকে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা। বিশেষভাবে, এই কাঠামোর মাধ্যমে:

ক) পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের উপায় ও মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করা; এবং

(খ) কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডার বিশেষত পৌরসভার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করা।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এই কাঠামোতে প্রধানতঃ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ (সংশোধিত ২০১০)-এর উপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা সকল পৌরসভার ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ/পৌরসভা এই কাঠামোর আওতায় প্রয়োজনীয় বিধি/প্রবিধান/উপ-আইন (পৌরসভা আইন ২০০৯ কাঠামোর মধ্যে থেকে) তৈরি করতে পারবে। শুধুমাত্র অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ এই এফএসএম কাঠামোর আওতাভুক্ত হবে। যদি কোনো পৌরসভায় বা পৌরসভার কোনো অংশে স্যুয়ারেজ সিস্টেম চালু করা হয়, তাহলে এই কাঠামো পৌরসভার ঐ

অংশের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তবে, পৌরসভায় বা এর কোনো অংশে যদি Small bore sewerage system (SBS) চালু হয়, তাহলে SBS সিস্টেম এর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ এইএফএসএম কাঠামোর আওতাধীনই থাকবে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে-জাতীয় কর্মপরিকল্পনা- পৌরসভা (প্রকাশকাল: মার্চ ২০২০)

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পৌরসভাসমূহের জন্য প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি মূলত ৩২৯টি পৌরসভায় ২০৩০ সালের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোটির দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় এবং পৌরসভা উভয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক, আন্তর্জাতিক/জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের বর্তমান দায়িত্বসমূহ বিবেচনা করে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এই কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ এবং পয়ঃবর্জ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে পৌরসভাসমূহকে সহায়তা করা। এই কর্মপরিকল্পনাটিতে পৌরসভা পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার দায়িত্বসমূহ আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে পৌরসভাগুলোকে চারটি ক্লাস্টারে বিভক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ৩২৯টি পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসব ক্লাস্টারের অধীনে কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা প্রতি তিন বছর অন্তর পর্যালোচনা করা হবে। এই কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত জাতীয় এবং পৌরসভা পর্যায়ের কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের ৩২৯টি পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি বাস্তবায়নে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমুহের সর্বাত্মক সহযোগীতা আবশ্যক। এই কাঠামোটির বাস্তবায়নে জাতীয় এবং পৌরসভা উভয় পর্যায়ে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। সময়ের সাথে কাজের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে এই আর্থিক চাহিদা নির্ণীত হবে এবং এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সামগ্রিক অগ্রগতি সাপেক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হতে পারে। এই কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় পর্যায়ের প্রথম তিন বছর (২০১৯-২০২১) এবং পৌরসভা পর্যায়ে বারো বছর (২০১৯-২০৩০) এর জন্য একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহের সহায়তায় এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটির অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করবে এবং পয়ঃবর্জ্যব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটির সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন স্বাপেক্ষে এই কর্মপরিকল্পনাটি সংশোধন করবে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ের কমিটিসমূহ এই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোটির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতীয় ও পৌরসভা পর্যায়ের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটটি প্রয়োজন মোতাবেক মূল্যায়ন ও সংশোধন করবে।

ভূমিকা

এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার শুরুতে পৌরসভাগুলিতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন এবং অবকাঠামোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তায় আইটিএন-বুয়েটের নেতৃত্বে একটি জাতীয় জরিপ পরিচালনা করা হয় । এই জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পৌরসভাগুলোকে নিম্নলিখিত চারটি ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে:

(ক) ক্লাস্টার এ: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান রয়েছে এমন পৌরসভাসমূহ (১০টি পৌরসভা)

(খ) ক্লাস্টার বি: সরকারি বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংকের সহায়তায় স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত পৌরসভাসমূহ (১১৫টি পৌরসভা)

(গ) ক্লাস্টার সি: ভবিষ্যতে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (এফএসটিপি) নির্মাণের জন্য নিজস্ব জমি আছে এমন পৌরসভাসমূহ (২৬টি পৌরসভা)

(ঘ) ক্লাস্টার ডি: অবশিষ্ট পৌরসভাসমূহ যেগুলিতে ভবিষ্যতে এফএসটিপি নির্মাণের জন্য জমিক্রয়/অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে (১৮৪টি পৌরসভা)।

এ কর্মপরিকল্পনার সংযোজনী ১-এ বিভিন্ন ক্লাস্টার এর অধীনে পৌরসভাসমূহের তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে জাতীয় এবং পৌরসভা উভয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/ব্যাংক, আন্তর্জাতিক/জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থাসহ

অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের চলমান দায়িত্বসমূহকে বিবেচনা করে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটিতে ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ৩২৯টি পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্লাস্টারের জন্য কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা প্রতি তিন বছর অন্তর পর্যালোচনা করা হবে। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন স্বাপেক্ষে এই কর্মপরিকল্পনাটি পর্যালোচনা এবং সংশোধন করা যেতে পারে।

ক্লাস্টার ভিত্তিক পৌরসভার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:

ক্লাস্টার	পৌরসভার ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ মাইলস্টোন			
		(২০১৯-২০২১)	(২০২২-২০২৪)	(২০২৫-২০২৭)	(২০২৮-২০৩০)
এ	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান রয়েছে এমন পৌরসভাসমূহ (১০টি পৌরসভা)	-শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা -পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি -অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম নিশ্চিত করে পয়ঃবর্জ্য অপসারনে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা অর্জন	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা ধারাবাহিকভাবে চলমান ও হালনাগাদকরন	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চলমান ও ধারাবাহিকভাবে হালনাগাদকরন
বি	সরকারি বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার	-পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা	পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা

ক্লাস্টার	পৌরসভার ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ মাইলস্টোন			
		(২০১৯-২০২১)	(২০২২-২০২৪)	(২০২৫-২০২৭)	(২০২৮-২০৩০)
	সহযোগিতায় স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত পৌরসভাসমূহ (১১৫টি পৌরসভা)	-সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা -শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা -অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম নিশ্চিত করে পয়ঃবর্জ্য অপসারনে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার -পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের জন্য জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ	বাস্তবায়ন	ধারাবাহিকভাবে চলমান ও হালনাগাদকরন	চলমান ও ধারাবাহিকভাবে হালনাগাদকরন

ক্লাস্টার	পৌরসভার ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ মাইলস্টোন			
		(২০১৯-২০২১)	(২০২২-২০২৪)	(২০২৫-২০২৭)	(২০২৮-২০৩০)
সি	ভবিষ্যতে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (এফএসটিপি) নির্মাণের জন্য নিজস্ব জমি আছে এমন পৌরসভাসমূহ (২৬টি পৌরসভা)	-পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি -সচেতনতামুলক কর্মসূচি গ্রহণ করা -শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্যব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা -অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম নিশ্চিত করে পয়ঃবর্জ্য অপসারনে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার চালু করা	-পয়ঃবর্জ্য অপসারণে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার, অপসারণকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম অনুসরণ এবং সঠিক পদ্ধতিতে বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকরণ -পর্যাপ্ত পরিমাণে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ও নিরাপদ পদ্ধতিতে	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়ন	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা অর্জন এবং নিরাপদ শোধন নিশ্চিতকরণ

ক্লাস্টার	পৌরসভার ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ মাইলস্টোন			
		(২০১৯-২০২১)	(২০২২-২০২৪)	(২০২৫-২০২৭)	(২০২৮-২০৩০)
		-পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্যঅপসারণ করা -পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের জন্য জমি ক্রয়/অধিগ্রহণ/প্রাপ্য তা নিশ্চিত করা	পয়ঃবর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকরণ -ধারাবাহিকভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়ন		
ডি	অবশিষ্ট পৌরসভাসমূহ যেগুলিতে ভবিষ্যতে	-পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি -সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা	-পয়ঃবর্জ্য অপসারণে যান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবহার,	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা	শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা

ক্লাস্টার	পৌরসভার ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ মাইলস্টোন			
		(২০১৯-২০২১)	(২০২২-২০২৪)	(২০২৫-২০২৭)	(২০২৮-২০৩০)
	এফএসটিপি নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়/অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে (১৮৪টি পৌরসভা)	-শহরব্যাপী পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা -পয়ঃবর্জ্য অপসারণে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার চালু করা, অপসারণকালীন পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতিনি/য়ম অনুসরণ নিশ্চিত করা এবং গর্ত খনন করে নিরাপদে পয়ঃবর্জ্যমাটি চাপা দেওয়া -পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের জন্য	অপসারণকালে পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা পদ্ধতি/নিয়ম অনুসরণ এবং সঠিক পদ্ধতিতে বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকরন -পর্যাপ্ত পরিমাণে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ও নিরাপদ পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ নিশ্চিতকরণ	বাস্তবায়ন	অর্জন এবং নিরাপদ শোধন নিশ্চিতকরণ

ক্লাস্টার	পৌরসভার ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা/ মাইলস্টোন			
		(২০১৯-২০২১)	(২০২২-২০২৪)	(২০২৫-২০২৭)	(২০২৮-২০৩০)
		জমি ক্রয়/ অধিগ্রহণ করা	-পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের জন্য জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরন -ধারাবাহিকভাবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়ন		

* ক্লাস্টার এ এবং ক্লাস্টার বি-এর মধ্যে ছয়টি পৌরসভা কমন রয়েছে। যেগুলো হলো: শেরপুর, নীলফামারী, লক্ষীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া এবং ফরিদপু

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পৌরসভার আইনগত ভিত্তি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পৌরসভার দায়িত্ব:

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫০ 'পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী' এর উপধারা ২ (গ) তে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে পৌরসভার কার্যাবলী হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও আইনের ২য় তফসিলে ৩ নং ক্রমিকে পৌরসভাকে বর্জ্য বা আবর্জনা অপসারণ বা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নরূপ কার্যাবলী প্রদান করা হয়েছে-

- পৌরসভার অধীন সকল জনপথ, সাধারণ পায়খানা, পস্রাবখানা, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- পৌরসভার সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে, পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সকল ইমারত ও জায়গার দখলকারীগণ তা হতে আবর্জনা অপসানের জন্য দায়ী থাকবেন।
- পৌরসভা নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করবে এবং যেখানে এরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হবে, পৌরসভা সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়ী-ঘর ও জায়গা দখলদারগণকে তাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেরঅর জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।
- পৌরসভার কর্মচারীগণ কর্তৃক অথবা তাদের তত্ত্বাবধানে অপসারিত বা সংগৃহিত আবর্জনা বা ময়লা এবং পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত পাত্র বা আধারে ময়লা বা আবর্জনা পৌরসভার সম্পত্তি বলে গণ হবে।

এ আইনের ধারা ৫৫ অনুযায়ী মোট ১০ স্থায়ী কমিটি ছাড়াও অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান উল্লেখ রয়েছে। পৌরসভা আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠনের করতে পারবে।

এছাড়াও আইনের তৃতীয় তফসিলে পৌরসভাকে "ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট" আরোপের ক্ষমতা প্রদান করেছে। পাশাপাশি ৪র্থ তফসিলে "কোন সড়ক অথবা পৌরসভা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত অথবা নির্ধারিত নহে এমন কোন স্থানে আবর্জনা ফেলা বা রাখা"-কে এ আইনের অধীন পৌরসভা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতে এবং শাস্তি আরোপ করতে পারবে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০২ অনুযায়ী আইনের অধীনে কোন অপরাধের শাস্তি হিসাবে অনধিক দুই হাজার টাকা জরিমানা করা যাবে এবং অপরাধটি পুনরাবৃত্তি ঘটলে প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের পর ঐ অপরাধের সাথে পুনরায় জড়িত থাকার সময়কালে প্রতিদিনের জন্য অনধিক দুইশত টাকা জরিমানা করা যাবে।

পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ:

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৯৬ ধারায় বলা হয়েছে যে, সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৌরসভা বেসরকারি খাতের সাথে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সেবা প্রদান চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। ৯৭ ধারায় উল্লেখ বরা হয়েছে যে, পৌরসভা পানি সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন ও পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাট এবং বাণিজ্যিক অবকাঠামো সংক্রান্ত যেসব কার্য পৌর পরিবেশ অবকাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত পৌরসভা সেসব প্রকল্প পৌর নাগরিকগণের স্বার্থে বাস্তবায়ন করতে নিম্নবর্ণিত দুইটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে: (ক) পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে; অথবা (খ) সরকারি অথবা বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক চুক্তির মাধ্যমে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা প্রদানের উপর রেইট:

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিল (ধারা ৯৮ দ্রষ্টব্য) পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত যে আয়ের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে , সেখানে ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট এর কথা বলা হয়েছে। পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল ২০১৪ এর দফ ২২ এ বলা হয়েছে পৌরসভা কর্তৃক ময়লা

আবর্জনা অপসারণ সুবিধা প্রদান করা হলে প্রদত্ত সেবার রক্ষণাবেক্ষণ ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় বাবদ ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর সর্বোচ্চ ৭% (শতকরা সাত ভাগ) হারে রেইট আরোপ করা যাবে। এছাড়া দফা ২৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৌরসভা কর্তৃক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা হলে, সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর সর্বোচ্চ ১২% (শতকরা বার ভাগ) হারে রেইট আরোপ করা যাবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অসহযোগিতা অপরাধ ও দন্ডঃ

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর চতুর্থ তফসিল (ধারা ১০৮ দ্রষ্টব্য) আইনের অধীনে আমলযোগ্য ৬১টি অপরাধসমূহের কথা বলা হয়েছে। উক্ত অপরাধের মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিম্নোক্ত নির্দেশনা রয়েছে।

১. কোন সড়ক অথবা পৌরসভা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত অথবা নির্ধারিত নয় এমন কোন স্থানে আবর্জনা ফেলা অথবা রাখা। [দফা ১৩]
২. পৌরসভার অনুমতি ব্যতীত, জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা। [দফা ২৫]
৩. পৌরসভার নির্দেশে কোন শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলকুন্ড অথবা ময়লা, নোংরা পানি, অথবা বর্জ্য পদার্থ রাখার পাত্র সরবরাহ, বন্ধ, অপসারণ, পরিবর্তন, মেরামত, পরিষ্কার, জীবাণুমুক্তকরণ অথবা যথাযথ রাখতে ব্যর্থ হওয়া। [২৬]
৪. পৌরসভা কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের প্রতি ক্ষতিকারক ঘন গাছপালা অথবা ঝোপ, কোন জমির মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক পরিষ্কার অথবা অপসারণ করতে ব্যর্থ হওয়া। [২৭]
৫. দুগ্ধজাত দ্রব্য ও খাদ্যের উদ্দেশ্যে পালিত পশুকে ক্ষতিকারক বস্তু, ময়লা অথবা আবর্জনা খাওয়ানো অথবা খাবার সুযোগ দেওয়া। [৩৭]
৬. নির্ধারিত স্থান ব্যতীত, অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা। [৩৮]
৭. পৌরসভা কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠের গুড়ি, কাঠ, শুকনা ঘাস, খড় অথবা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্তূপিকৃত করা অথবা সংগ্রহ করা। [৪৪]
৮. পৌরসভা কর্তৃক নির্দেশের পরেও কোন ইমারতের মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক বাড়ির ময়লা নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হওয়া। [৫৪]
৯. এই আইন কর্তৃক অথবা ইহার অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে পৌরসভার কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী অথবা পৌরসভা কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান।

অপরাধের দন্ডঃ

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০৯ বলা হয়েছে যে, এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের শাস্তি হিসাবে অনধিক দুই হাজার টাকা জরিমানা করা যাবে এবং অপরাধটি পুনরাবৃত্তি ঘটলে প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের পর ঐ অপরাধের সাথে পুনরায় জড়িত

থাকার সময়কালে প্রতিদিনের জন্য অনধিক দুইশত টাকা জরিমানা করা যাবে। ধারা ১১০ এ বলা হয়েছে, মেয়র অথবা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণভাবে অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের আপোষ মীমাংসা করতে পারবেন। উল্লেখ্য পৌরসভা অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিত কোন অভিযোগ ব্যতীত, কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না। [ধারা ১১১]

বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ২৩ অনুযায়ী পৌরসভাকে নিম্নরূপ দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে-

- অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ই-বর্জ্য সংগ্রহ, পুনঃচক্রায়ন, পুনঃব্যবহার, এবং ধ্বংস সংক্রান্ত কার্াবলী তদারক করবে (পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয় ব্যতীত);
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ তাদের গৃহস্থালীর বর্জ্য ফেলিবার স্থানে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান ই-বর্জ্য ফেলার জন্য চিহ্নিত করবে; এবং
- অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক পন্য উৎপাদনকারী, আমদানীকারী এবং সরবরাহকারীগণ ই-বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা প্রদান বা পৌছায়ে দেয়ার বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করবে।

পৌরসভার পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর অষ্টম অধ্যায়ের ২৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত গাইড লাইন প্রণয়ন ও পৌরসভার দায়িত্ব নিম্নরূপ-

এ নির্দেশিকার বিধানাবলী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে পরিবেশে মলমূত্র ছড়িয়ে পড়া রোধকল্পে গাইড লাইন, পাবলিক টয়লেট পরিচালনা ও

রক্ষাবেক্ষণসহ আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে গাইড লাইন বা অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী প্রণয়ন ও জারী করতে পারবে। নির্দেশিকার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পৌরসভা অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবে-

- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহার দায়িত্ব বাস্তবায়ন তদারকি করা;
- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক তথ্য সম্বলিত তথ্য ভান্ডার তৈরী করা;
- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার সাথে নিয়োজিত স্যানিটেশন কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য গাইড লাইন প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় নিয়োজিত অপারেটর লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্সের আবেদন ফি নির্ধারণ;
- ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার ও পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত অন্যান্য পরিবহন যানের অনুমোদন প্রদান;
- পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন বা ফেলিবার স্থান নির্ধারণ;
- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা গ্রহণের ফি নির্ধারণ;
- পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন অবকাঠামো নির্মাণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা; এবং
- পরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য ব্যবহার ও পুনঃব্যবহার করার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পৌরসভার কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের বিশেষ সুবিধা, কর্তব্য ও দায়িত্বভার (মেয়র ও

কাউন্সিলরগণের সম্মানী) বিধিমালা ২০১০ এবং পৌরসভা কাযবিধিমালা ২০১২ এ কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিধিমালায় উল্লিখিত কাউন্সিলরগণের জন্য অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে আবর্জনা বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সাধারণ আসনের কাউন্সিলরগণ নিম্নরূপভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে-

- আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি বা সদস্যে দায়িত্ব পালন করা।
- পৌরভার স্থায়ী কমিটির গঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত উপ-আইনমালা ২০১৩ এ আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির জন্য নির্ধারিত কার্য সম্পন্ন করা এবং পৌর পরিষদকে সুস্পষ্ট পরামর্শ প্রদান করা।

পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য: পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের বিশেষ সুবিধা, কর্তব্য ও দায়িত্বভার (মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সম্মানী) বিধিমালা ২০১০ এবং পৌরসভা কাযবিধিমালা ২০১২ এ সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিধিমালায় উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের জন্য অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে আবর্জনা বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সাধারণ আসনের কাউন্সিলরগণ নিম্নরূপভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে-

- স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত।
- আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করা।

- পৌরভার স্থায়ী কমিটির গঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত উপ-আইনমালা ২০১৩ এ আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির জন্য নির্ধারিত কার্য সম্পন্ন করা এবং পৌর পরিষদকে সুস্পষ্ট পরামর্শ প্রদান করা।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কমিটিসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫৫ এর আলোকে "আবর্জনা অপসারণ এবং হস্তান্তর" বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। গত ০২.০১.২০১৩ তারিখ পত্র নং ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১২ (অংশ-৩)-০৭ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের পৌর-১ শাখা "পৌরসভার স্থায়ী কমিটি গঠন ও কমিটির কাযাবলী সংক্রান্ত উপ-আইনমালা, ২০১৩" এর খসড়া জারি করে পৌরসভাসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হয় (নমুনা উপ-আইনমালা সংযুক্ত)। উক্ত খসড়া উপ-আইনমালা অনুযায়ী আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর বিষয়ক স্থায়ী কমিটির গঠন ও কাযপরিধি নিম্নরূপ-

আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির গঠন-

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	কমিটিতে পদবী
১.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সভাপতি
২.		মেয়র, পদাধিকার বলে	সদস্য

৩.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য
৪.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য
৫.		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত), ওয়ার্ড নং	সদস্য

কমিটির কাযপরিধি:

(ক) বাড়ি-ঘর, অফিস-আদালত, রাস্তা, নর্দমা, ও খোলা জায়গা হতে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(খ) বিভিন্ন স্থানে ময়লা আর্বজনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা;

(গ) কোন ইমারত বা অন্য কোন ভৌত অবকাঠামো ঝুঁকিপূর্ণ হলে বা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকলে তা দ্রুত অপসারণ বা হস্তান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) পাবলিক টয়লেট যথাযথ সংরক্ষণ করা এবং নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) শিল্প করকারখানার বর্জ্য অপসারণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনে পৌর পরিষদকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ করা;

(চ) পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে পৌর পরিষদকে সুস্পষ্ট পরামর্শ প্রদান করা; এবং

(ছ) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

ওয়ার্ড কমিটির গঠন ও কাযপরিধি:

পৌরসভা (ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও কাযপরিধি) বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী পৌরসভা গঠিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে পৌর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করতে হবে-

(ক)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর	সভাপতি
(খ)	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর	সহ-সভাপতি
(গ)	সগর দরিদ্র জনগোষ্ঠির ০৩ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঘ)	নাগরিক সমাজের ০২ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঙ)	পেশাজীবি সংগঠনের ০২ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(চ)	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য-সচিব

আবর্জনা বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ওয়ার্ড কমিটির দায়িত্ব নিম্নরূপ-

- **পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা**, স্যানিটেশন, পরিবেশন সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপন বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা

- জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিশেষতঃ বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, **বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সহায়তা করা।**

শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)

স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে জারিকৃত অফিস আদেশ নং-৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১১-২৫৮, তারিখ: ০৯ মার্চ ২০১১ অনুযায়ী পৌরসভাসমূহ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ১১৫ অনুযায়ী শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) গঠন করবে। টিএলসিটি সভায় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, পেশাজীবি, বেসরকারি সংস্থা/এনজিও, নাগরিক সমাজ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে অন্ত্যভূর্ক্ত করা হয়েছে। অন্তভূর্ক্ত সকল দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান সক্রিয়ভাবে পৌরসভাকে সহযোগিতা করলে পৌরসভার জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কাজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সকল অংশীজন এর সক্রিয় অংশগ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণ। অংশিজনদের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে পারলে বর্জ ব্যবস্থাপনার সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পৌরসভার নিয়োজিত কর্মচারীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

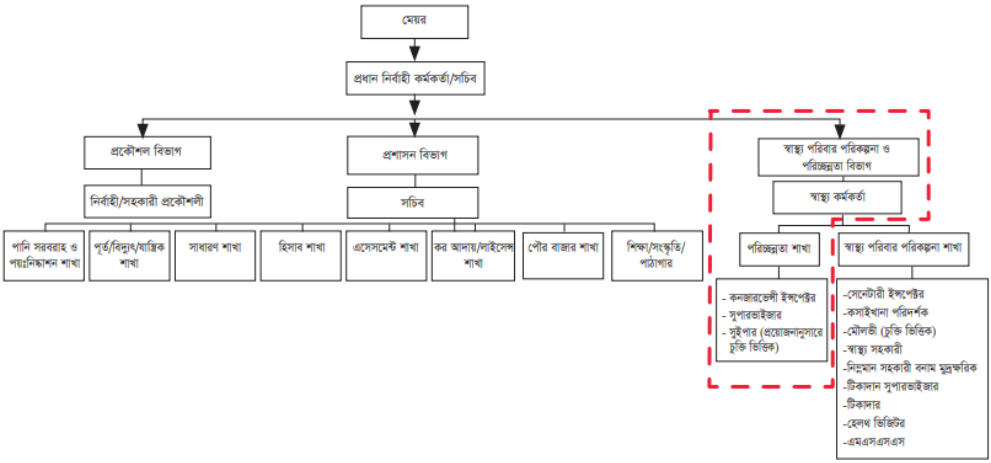

পৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট জনবল কাঠামো নিম্নরূপ-

স্থানীয় সরকার বিভাগ এর ১২.১০.২০০৫ তারিখে জারিকৃত পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাযাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব তুলে ধরা হলো-

স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থেকে পৌরসভার স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

২. আইনের বর্ণিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৩. তিনি স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগের কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব বন্টন, তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪. তিনি জেলায়/উপজেলায় কর্মরত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মর্তাদের সাথে সমন্বয় সাধণক্রমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৫. তিনি পৌর এলাকায় ইপিআই কর্মসূচিসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৬. তিনি পৌর এলাকায় পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ এবং হোটেল, রেস্তোরা, হাটবাজারে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

৭. তিনি স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং স্থানীয় জনসাধারণকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৮. তিনি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবেন এবং মাসিক প্রতিবেদন পৌর কর্তৃপক্ষসহ জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অন্যান্য সমজাতীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৯. তিনি কসাইখানা পরিদর্শন করবেন এবং জবাইকৃত পশুর মাংসের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করবেন।

১০. তিনি পৌর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও সম্পাদনে নিয়োজিত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থার (NGO) সাথে সমন্বয় সাধন করবেন।

১১. তিনি পৌর স্বাস্থ্য কার্যকক্রমের তথ্য/পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করবেন ও নির্দেশিত পন্থায় প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

১২. তিনি পৌর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের এবং রোগ নিরীক্ষণের সাময়িক/বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং পরিদর্শন মনিটরিং বোর্ড হালনাগাদ করবেন।

১৩. তিনি পরবর্তী বছরের প্রথম তিন মাসের মধ্যে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখাসমূহের কর্মচারীদের পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন লিখবেন এবং প্রতিস্বাক্ষরের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট পেশ করবেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অবর্তমানে প্রতিস্বাক্ষরের জন্য পৌর চেয়ারম্যান এর নিকট পেশ করবেন।

১৪. তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টর এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. তিনি পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/মেডিক্যাল অফিসার এর তত্ত্বাবধানে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

২. তিনি তাঁর অধীনস্থ সকল কর্মচারী/ শ্রমিক ও কনজারভেন্সী শাখার যানবাহনের মাধ্যমে পৌর এলাকার ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করবেন এবং উক্ত কাজ নিয়মিত পরির্দশন করবেন।

৩. তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের ও চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের দ্বারা পৌরবাসীদেরকে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করবেন এবং তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করবেন।

৪. তিনি চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত কনজারভেন্সী শ্রমিকের হাজিরা নিশ্চিত করবেন।
৫. তিনি সকল শ্রমিককে স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হিসাবে গড়ে তুলবেন এবং হাজিরা বই ও অন্যান্য রেজিস্টারে টিপসই এর ব্যবস্থা বিলুপ্ত করবেন।
৬. তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের ছুটি মঞ্জুরের জন্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবেন।
৭. কর্তব্যে অবহেলার জন্য তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবেন।
৮. তিনি স্বাস্থ্য ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে পৌরবাসীদের সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচারাভিযান পরিচালনা করবেন।
৯. পৌরবাসীরা যাতে পরিবেশ দূষণ হতে রক্ষা পায় তা তিনি লক্ষ্যে রাখবেন। পরিবেশ দূষণ ঘটলে অথবা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিলে তিনি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। মৃত জীবজন্তর দেহ তিনি দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১০. তিনি কনজারভেন্সী শাখার যাবতীয় রেকর্ড, নথিপএ সংরক্ষণ করবেন।
১১. তিনি কনজারভেন্সী শাখার কাজে নিয়োজিত যানবাহনের লগ বইতে স্বাক্ষর করবেন।
১২. তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কর্মী তদারকি ও ব্যবস্থাপনা

কর্মচারীরা দূরবর্তী কাজের পরিবেশে তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে আরও সংযোগ বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারে। প্রতিদিন বিভিন্ন ফিডব্যাক নেওয়া, সকাল-বিকাল মিটিং করা, স্মার্ট লক্ষ্য নির্ধারণ, অনলাইন কার্যক্রমের উপর জোর দেওয়া প্রভৃতি কারনে কর্মচারীদের ব্যস্ততা বহুলাংশে বাড়তে পারে। আপনি কি এই কথাটি শুনেছেন "অনুপস্থিতি হৃদয়কে আরও সুন্দর করে তোলে?" এটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। তবে এটি এমন কর্মীদের ক্ষেত্রে সত্য নয় যারা প্রতিষ্ঠান থেকে দূরবর্তী স্থানে কাজ করে। দূরবর্তী কর্মস্থলে কর্মচারীদের কাজ মনোযোগী করার পাঁচটি উপায়:

১. কর্মীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া যাচাই করা
২. সময়সূচী অনুযায়ি নিয়মিত চেক-ইন সভা করা
৩. স্বীকৃতি সম্পর্কে ভুলে যাওয়া যাবে না
৪. সৃজনশীল নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা
৫. সামাজিক সময় এড়িয়ে চলা যাবে না

অংশীজনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ভবন মালিক, তত্ত্বাবধায়ক ও দখলদারদের দায়িত্ব

পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ নং ৬ অনুযায়ী পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহনে ভবন মালিক, তত্ত্বাবধায়ক ও দখলদারদের দায়িত্ব নিম্নরুপ-

(১) প্রত্যেক বাড়ি বা ভবনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ন বা দখলদারদের দায়িত্ব হবে কেবল পৌরসভার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্যানিটেশন কর্মী বা লাইসেন্স প্রাপ্ত অপারেটরের মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক, ল্যাট্রিন পিট বা অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ/খালিকরণ বা পরিবহন করা।

(২) সেপটিক ট্যাংক বা পিট ল্যাট্রিন বা অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হতে পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ বা অপসারণ বা পরিবহন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পৌরসভা কর্তৃক ইস্যুকৃত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশনাবলী অনুসরণ করতে হবে।

পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ নং ২৭ অনুযায়ী **বাড়ি, ভবন বা প্রতিষ্ঠানের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদারদের** দায়িত্ব নিম্নরূপ-

(ক) এ নির্দেশিকার আলোকে যথা সময়ে বা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে সেপটিক ট্যাংক, টিপ ল্যাট্রিন ও অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার পয়ঃবর্জ্য অপসারণ বা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনের মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক, টিপ ল্যাট্রিন ও অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ করা;

(গ) সেপটিক ট্যাংক বা পিট ল্যাট্রিন পরিষ্কার কাজে নিয়োজিত কর্মীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;
(ঘ) পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও পরিবহনের জন্য পৌরসভা কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করা;

লাইসেন্সকৃত অপারেটরগণের দায়িত্ব

পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ নং ১৩ অনুযায়ী লাইসেন্সকৃত অপারেটরগণের দায়িত্ব নিম্নরূপ-

(ক) পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পয়ঃবর্জ্য ফেলা বা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা;
(খ) পয়ঃবর্জ্য অপসারণ, পরিবহন ও ফেলা বা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা; এবং
(গ) কর্মীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করাসহ স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করা।

পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ নং ১২ অনুযায়ী **দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা লাইসেন্স অপারেটরের** দায়িত্ব নিম্নরূপ-

পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের সময় সংঘটিত দূর্ঘটনার জন্য কোন ব্যক্তি, যানবাহন, সম্পত্তি বা পরিবেশের ক্ষতি হলে উক্ত ক্ষতির জন্য পয়ঃবর্জ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটর বা দায়িত্ব ব্যক্তি সরাসরি দায়ী থাকবে। সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ ও নিষ্পত্তি পৌর পরিষদ নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে সমাধানের ব্যবস্থা করবে। পৌরসভা এক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির বা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে পারবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 3R ও 5R

বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কৌশল ও পরিকল্পনা

নগর বা পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্যের সুবিশাল কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার জন্য সরকারের বিভিন্ন সময় জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কৌশল, নীতিমালা, আইন ও বিধি এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন ২০টি নীতিমালা, আইন ও বিধি, কৌশলপত্র এবং পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যান্য সেক্টোরাল অ্যাপ্রোচের পরোক্ষ প্রভাব হিসেবে বিবেচ্য। ওই কৌশলপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হচ্ছে 'National 3R Strategy for Waste Management, 2010' কৌশলপত্রটি চারটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য চিহ্নিত করে প্রস্তুত করা হয়, যেমন :

(ক) ২০১৫ সালের মধ্যে উন্মুক্ত অঞ্চল, নদী ও বন্যা ঝুঁকিযুক্ত এলাকা কঠিন বর্জ্য ফেলা থেকে মুক্ত করা

(খ) পুনঃব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উৎসমুখ থেকে কঠিন বর্জ্যকে উপাদান অনুযায়ী পৃথক করার ব্যবস্থা করা

(গ) পুনঃব্যবহার উপযোগী দ্রব্যাদির 'বাজার' তৈরি করা এবং

(ঘ) কঠিন বর্জ্য পুনঃব্যবহার করাকে উৎসাহী করতে স্তর অনুযায়ী অনুদানের ব্যবস্থা করা।

3R কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অগ্রগণ্য সেক্টরগুলো হচ্ছে পাঁচটি, যথাক্রমে : (১) পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য, (২) শিল্প বর্জ্য, (৩) হাসপাতালের জৈব বর্জ্য, (৪) বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক এলাকার বর্জ্য, (৫) কৃষি বর্জ্য। 3R কৌশলকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হলে প্রথম শর্ত হচ্ছে, উৎপন্ন বর্জ্যগুলো সংগ্রহ করার উৎসমুখেই তার ভৌত, জৌব ও রাসায়নিক উপাদান অনুযায়ী পৃথক করে ফেলা। সচরাচর, তিনটি স্তরে এই পৃথকীকরণ সম্পন্ন করা হয়, যেমন : (১) বসতবাড়ির স্তরে (২) পৌর পরিচ্ছন্নতা কর্মী কর্তৃক সংগ্রহ ও পরিবহনকালীন স্তর এবং (৩) বর্জ্যের ভাগাড় স্তরে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ৮০ শতাংশ বর্জ্যকে 3R কৌশলের মাধ্যমে হ্রাসকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে পুনঃব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব।

3R ও 5R নীতি

দ্রুত নগরায়নে সৃষ্ট বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অনেকাংশে কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে। ফলে পরিবেশন দূষন নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করছে। কয়েকটি সহজ জীবনশৈলী এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করে পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করতে পারে। বর্জ্য হতে সম্পদ পুনরুদ্ধার (Resource Recovery) এর ক্ষেত্রে বর্জ্য ক্রমাধিকারকে (Waste Hierarchy) বিবেচনা করে বর্জ্য সৃষ্টির উৎস হতে চূড়ান্ত পরিত্যজন (Disposal) এর পূর্বে ক্রমানুসারে প্রত্যাখ্যান, বর্জ্য হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন, পুনরুদ্ধার, পরিশোধন, অবশিষ্টাংশ ব্যবস্থাপনার সকল ধাপ অনুসরণ করতে হবে। পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পেতে এবং অর্থনৈতিক সাফল্য আনতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার 3R ও 5R নীতি একটি বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। সম্পদ বা পণ্যের আবর্জনা কমানো, পুন:ব্যবহার এবং বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করার নীতিকে 3R ও 5R বুঝায়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার 3R ও 5R নীতি নিম্নরূপ-

3R হল REDUCE (কমানো), REUSE (পুন:ব্যবহার), RECYCLE (পুন:ব্যবহারযোগ্য)। REDUCE (কমানো) বলতে আবর্জনা কমানোর উদ্দেশ্যে যত্নের সাথে পণ্য ব্যবহার করাকে বুঝায়। কোন পণ্য বা পণ্যের অংশ বিশেষ বারবার ব্যবহার করা REUSE (পুন:ব্যবহার) বুঝায়। অন্যদিকে বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করাই হ'ল RECYCLE (পুন:ব্যবহারযোগ্য)।

REDUCE (কমানো)

- প্যাকেটজাত কিছু পণ্য আছে যা কিনতে গেলে পণ্যটি মোড়ক করার প্রয়োজন নেই তারপরও পন্যের মূল্য এবং আকর্ষণীয় করতে প্লাস্টিক কিংবা কাগজের মোড়ক ব্যবহার করা হয়। যা পণ্যের শক্তি বা সম্পদ কোন কিছুতেই প্রয়োজন হয় না। এটি বন্ধ করা প্রয়োজন।
- বাড়ীর আঙিনায় একটি গর্ত করে পচনশীল দ্রব্য ফেলা যেতে পারে। এতে সময়ের সাথে সাথে সেগুলো পচে সার তৈরি হবে।
- একটি কম্পিউটার ব্যবহার করে বর্জ্য কমানো যেতে পারে। অনেক সংবাদপত্র ও পত্রিকা এখন অনলাইন আছে। সুতরাং কাগজ সংস্করণ না কিনে ইন্টারনেটে পড়া যেতে পারে। এছাড়াও শুধুমাত্র প্রয়োজনে প্রিন্ট আউট করা যেতে পারে। যদি সত্যিই প্রয়োজন না হলে মুদ্রণ করে কাগজ নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা। 'ওয়ান টাইম ইউজ' এই ধরনের দ্রব্য ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা এবং এর উৎপাদনও বন্ধ করে দেয়া। উদাহরন

স্বরূপ বলা যেতে পারে ওয়ান টাইম ইউজ প্লেট/ গ্লাস/ বাটি/ বল ইত্যাদি। অন্যদিকে প্লাস্টিক জাতীয় পণ্য ব্যবহারে নিজেকে সংযত রাখা।

REUSE (পুনঃ ব্যবহার):

- বাজার করতে যাওয়ার জন্য একটি কাপড় কিংবা পাটের ব্যাগ সাথে নিয়ে গেলে দোকান থেকে প্লাস্টিক/ কাগজের ব্যবহার কমে যাবে। এই বস্তা বা ব্যাগ বার বার ব্যবহারযোগ্য। ফলে গাছ সংরক্ষণ হবে ।
- কফি ক্যান, জুতার বক্স, এবং পাত্রে মানুষের অন্য ধরনের জিনিস সঞ্চয় বা মজার চারু ও কারুশিল্প প্রকল্প হতে পারে।
- জামাকাপড়, খেলনা, আসবাবপত্র, এবং আপনি আর করতে চান না এমন সব দ্রব্য ফেলে না দিয়ে নিকট কোন আত্মীয়কে দেয়া যেতে পারে, বিক্রি করা যেতে পারে, অন্যকে অনুদান হিসাবেও দেয়া যেতে পারে।
- একটি কাগজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয়পার্শ্ব ব্যবহার করলে কাগজ সাশ্রয় হবে।
- কোন উপহার সামগ্রী মোড়কের জন্য চকচকে কাগজ না কিনে বাসার পূরানো বইয়ের পাতা / ক্যালেন্ডার/পত্রিকা ইত্যাদি দিয়ে মোড়ক করলে নতুনত্ব আসবে পাশাপাশি অর্থ সাশ্রয় হবে।
- প্লাস্টিক প্লেট, চামচ, থালার পরিবর্তে এলুমিনিয়ামের পাত্র ব্যাবহার করা।
- পলিথিন কাগজে খাবার সংরক্ষণ না করে প্লাস্টিক পাত্রে খাদ্য সঞ্চয় করা।

RECYCLE (পুনঃ ব্যাবহারের জন্য নতুন করে তৈরি করা):

- দৈনিক অনেক জিনিসই ব্যবহার করা হয়, যেমন কাগজের ব্যাগ, কোক ক্যান, দুধের কৌটার মতো এমন আরো অনেক জিনিস যা প্রতিদিন ব্যবহার থেকে পুনর্ব্যবহৃত হতে পারে। একটি সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একই পণ্য কিংবা পূরানো পণ্য থেকে নতুন কোন পণ্য তৈরি করা।
- নতুন কোনো পণ্য কিনতে গেলে পুনঃ ব্যবহার করা যায় এবং যার থেকে ঐরকম কিছু তৈরি করে ফেলা যায় এমন পণ্য কেনা যেতে পারে। যেমন, কাগজ, গামছা, গার্বেজ ব্যাগ, গ্রিটিংস কার্ড ইত্যাদি সহজেই তৈরি করা যায়।
- গলে যাওয়া মোমগুলোকে একত্রে গলিয়ে সুন্দর সুন্দর পুতুল/ খেলনা/ শো পিস তৈরি করা সম্ভব। কিংবা চাইলে নিজেই আবার মোমবাতি তৈরি করা সম্ভব। এর জন্য একটু পরাশুনা কিংবা প্রশিক্ষণ নিলেই হল। তবে একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক বাতির ভিতরে মোম ঢুকিয়ে সহজেই একটি পেপার ওয়েট তৈরি করা যায়। টুকরা

কাগজগুলোকে সিদ্ধ করে মণ্ড তৈরি করেও পেপার ওয়েট থেকে কার্ডের জন্য কাগজ বানানো যায় ঘরে বসেই কোন যন্ত্র কিংবা বাড়তি ঝক্কি ঝামেলা ছাড়াই !

- সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য পরিবেশগত সুবিধা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রামের একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে গেছে। শিল্পে এটি গুরুতর পুনর্ব্যবহারযোগ্য যার মাধ্যমে উতৎপাদন এবং উপকরণ খরচ কমানো ছাড়াও, যেমন প্রোগ্রাম পরিবেশগত লঙ্ঘনের জন্য দায় থেকে কোম্পানি ইনস্যুলেট করতে পারে।
- পৃথিবীতে শুধু পানি যা সবসময় পুনর্ব্যবহৃত হয়। পানি ক্রমাগত বাষ্পীভবন, ঘনীভবন, এবং বৃষ্টিপাত চক্রের মাধ্যমে চলে আসে। কিন্তু এমন করে প্রায় সব জিনিস এই পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা সম্ভব। যার জন্য দরকার পরিবেশের প্রতি সচেতনতা এবং নিজের দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার 5R (প্রত্যাখ্যান, হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার, সম্পদ পুনরুদ্ধার ও পুনঃচক্রায়ন) নীতিঃ

বাংলাদেশে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম খুব সম্প্রতি শুরু হয়েছে। বড় সিটি কর্পোরেশন এলাকাগুলোতে মূলত এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় প্রতিদিন কী পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন হয় সে-সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ কোনো তথ্য নেই। শুধু যে-সকল এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে সে-সকল এলাকা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ঢাকা শহরের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, শহর এলাকায় মোট উৎপন্ন বর্জ্যের মাত্র ১৩.৫% সম্পদ পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য শহরগুলোর যদিও পূর্ণাঙ্গ কোনো তথ্য নেই, তবে এ বিষয়টি মোটেও অমূলক নয় যে, সম্পদ পুনরুদ্ধারের এই শতকরা হিসাব আরো কম হবে। কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের সঙ্গে পাঁচটি 'আর' (5R)-এর সম্পর্ক রয়েছে। এই পাঁচটি 'আর' (5R) এর গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলো নিম্নরূপঃ

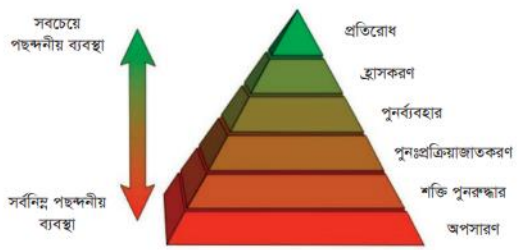

১. পরিবেশ সংরক্ষণ

২. সম্পদের সংরক্ষণ

৩. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যয় সাশ্রয় করা

৪. ল্যান্ডফিল্ডের দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি করা

৫. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা

১. রিফিউজ - প্রত্যাখ্যান বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রথম কিন্তু একটি কঠিন কাজ হলো যে অভ্যাস তৈরির মাধ্যমে নিজের কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধমে বর্জের উৎপাদনকে প্রতিরোধ করা অর্থাৎ পণ্যের ব্যবহার কম করা বা কমিয়ে ফেলা। সহজভাবে বললে মাত্র একবার ব্যবহার করা যায় এমন পলিথিন বা পুনঃচক্রায়ণ করা যায় না এমন পণ্য ব্যবহার পরিহার করা যার মাধ্যমে মূলত বর্জ্য উৎপাদন প্রতিরোধ করা যায় বা পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়।

২. রিডিউস- হ্রাসকরণ আমাদের দেশে বাসা-বাড়িতে যে-পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন হয়, তার একটি অংশ পরিবারেই ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে পচনশীল বর্জ্য যেমন: শাক সবজির খোসা বা কাগজ- এই ধরণের বর্জ্য পরিবারেই পৃথকীকরণের মাধ্যমে কমানো যায়। শাকসবজির খোসা গরু-ছাগলের প্রিয় খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে পরিবারের আয়বর্ধক কার্যক্রম হিসেবে গরু-ছাগল পালন করা যেতে পারে।

৩. রিইউজ-পুনর্ব্যবহার প্রথমত গৃহিনীরা কাগজ, বোতল, ভালো কন্টেইনার, পুরোনো কাপড়, জুতা ইত্যাদি আলাদা করে এবং রাস্তার হকারদের কাছে বিক্রি করে। সামান্য হলেও এটা পারিবারিক আয়ের একটি উৎস।

দ্বিতীয় ধাপে বস্তিবাসী, টোকাইরা সাধারণ বিনে জমা করা কঠিন বর্জ্য থেকে অপেক্ষাকৃত কম বাজার মূল্যের দ্রব্যাদি যথা: ভাঙা গ্লাস, ধাতবপাত্র, কার্ড বোর্ড, কাগজ, ছেড়া কাপড়, প্লাস্টিক, লোহার টুকরা, পেরেক, আলপিন, ধাতু এবং বাণিজ্যিক মূল্য আছে এমন বর্জ্য সংগ্রহ করে।

তৃতীয় ধাপে চূড়ান্ত বর্জ্য নিষ্কাশনের আগে অর্থাৎ বর্জ্য পরিবহন-ট্রাক খালি করার সময় ঝাড়ু দার/টোকাইরা কিছু দ্রব্য পুনরুদ্ধার করে। পুনরুদ্ধারকৃত দ্রব্যাদি পুরোনো জিনিসের বেচাকেনার দোকানে চলে যায়। বিক্রিয়যোগ্য দ্রব্যাদি বিক্রেতারা যথাযথভাবে আলাদা করে এবং ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে। অন্যান্য দ্রব্যাদি উপযুক্ত প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করে।

৪. রিসাইক্লিং-পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ প্লাস্টিক ক্রাসার/স্রেডার মেশিন দ্বারা প্লাস্টিক (প্লাস্টিক বোতল, পলিথিন, ইত্যাদি) প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্লাস্টিক গুটি তৈরি করা হয় এবং এই প্লাস্টিক গুটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই ধরণের মেশিন পরিচালনার জন্য একজন উদ্যোক্তার প্রয়োজন হয়, যার মেশিন পরিচালনায় উদ্যোগী ও ব্যবসায়ী মনোভাব রয়েছে। প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ায় কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং পরিবেশ দূষণরোধে সহায়তা করে।

৫. রিকভারি - পুনরুদ্ধার বর্তমানে পরিবেশের সুরক্ষা ও সম্পদের সংরক্ষণের কথা বিবেচনা করে পৃথিবীব্যাপী পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। সমগ্র দেশের শহরাঞ্চলে উৎপাদিত মোট বর্জ্যের খুব সামান্যই প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পদ পুনরুদ্ধারের কাজে ব্যবহৃত হয়। এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দেশের শহরাঞ্চলে উৎপন্ন মোট বর্জ্যের প্রায় ১০% এই

কাজে ব্যবহার করা হয়। উৎসে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় তুলনামূলকভাবে কম মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং এটি সহজেই প্রয়োগযোগ্য। এ পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে গৃহবাসিদের সহযোগিতা এবং পুনরুদ্ধারকৃত দ্রব্যের স্থানীয় বাজারের উপর। দুটি পদ্ধতিতে বর্জ্য পুনঃচক্রায়ণ করা হয়ে থাকে:

১. এরোবিক পদ্ধতিতে বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করা হয়

২. এনারোবিক পদ্ধতিতে বর্জ্য থেকে বায়ো-গ্যাস ও সার তৈরি

বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন প্রক্রিয়া

বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে (Waste Management) আমরা প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি-

- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Faecal Sludge Management)
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management)

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হলো একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা যেখানে আবাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প পরিচালনায় ভূমির ব্যবহার দ্বারা উৎপন্ন বর্জ্য পণ্যগুলির হ্রাসকরণ (Reduce), সংগ্রহ (Collection), পুনর্ব্যবহার (Reuse), পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণ (Recycle) এবং অপসারণ/নিষ্পত্তি (Disposal) করা হয়।

নিম্নে কঠিন ও পয়ঃ বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে আলেঅচনা করা হলো-

কঠিন-বর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহন

কঠিন বর্জ্যঃ

কঠিন বর্জ্যকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যে কোন কঠিন অবস্থার অকেজো, পরিত্যক্ত এবং অবাঞ্ছিত পণ্য যা উৎপাদন, ব্যবহার বা প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ করার পর পরিত্যাগ করা হয়। কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি বা ঘর/বাণিজ্যিক/কৃষি/শিল্প ইত্যাদি খাতে বিভিন্ন কর্মকান্ড শেষে ফেলে দেওয়া সকল বস্তু বা উপকরণ কঠিন বর্জ্যের অন্তর্ভুক্ত।

কঠিন বর্জ্য সংগ্রহঃ

শহুরে এলাকায় কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ করা কঠিন এবং জটিল হয়ে উঠছে। এর প্রাথমিক কারণ হল পৃথক পৃথক বাড়ি, বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, বাণিজ্যিক ও শিল্প কারখানা, রাস্তা, পার্ক সহ বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। উৎপাদিত কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ঃ

- এলাকা ভিত্তিক সংগ্রহ: এই পদ্ধতিতে বাসার মানুষ নির্দিষ্ট স্থানে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাসার বর্জ্য বহন করে সংগ্রহাগারে ফেলে দিয়ে আসে। নির্দিষ্ট সময় পর পর বর্জ্য সংগ্রহ করার ট্রাক সংগ্রহাগার হতে জমাকৃত বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিশোধন বা নিষ্কাশনের স্থানে নিয়ে যায়। এই ব্যবস্থায় কম সংখ্যক বর্জ্য সংগ্রহাগার প্রয়োজন হয়।
- ব্লক সংগ্রহ: বর্জ্য সংগ্রহকারীরা গাড়ি নিয়ে সপ্তাহে দুই-তিন দিন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে যায় এবং বাসার মানুষ বর্জ্য বহন করে বর্জ্য সংগ্রহ গাড়িতে দিয়ে আসে। এই ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে বর্জ্য সংগ্রহ গাড়ির নিয়মানুবর্তিতার এবং জনগনের সহযোগিতার উপর।
- কার্ব-সাইড সংগ্রহ: নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে বালতিতে বা পলিথিন ব্যাগে বর্জ্য বাসার সামনে রেখে দিবে এবং বর্জ্য সংগ্রহকারী নির্দিষ্ট সময়ে সংগ্রহ করবে। এই ব্যবস্থাটির সাফল্য নির্ভর করে কর্তৃপক্ষের নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ করার উপর।
- বাড়ি-বাড়ি সংগ্রহ: এই পদ্ধতিতে বাসার মানুষ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাসায় বর্জ্য জমা করে রাখে। বর্জ্য সংগ্রহকারীরা ভ্যান বা ছোট গাড়ীতে প্রতিটি বাসা হতে বর্জ্য সংগ্রহ করে সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশনে রেখে আসে। পরবর্তীতে বড় ট্রাক সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন হতে বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিশোধন বা নিষ্কাশন স্থানে নিয়ে যায়।

বর্জ্য সংগ্রহাগার: বর্জ্য সংগ্রহের জন্যে স্থির বর্জ্য সংগ্রহাগার বা বিন অনিয়মিত দূরত্বে রাস্তার পাশে বা ফুটপাতের ওপর থাকে। এ সকল বিন ঢেউটিন, ইটের গাঁথুনি বা কংক্রিটের তৈরি। ঢেউটিনের বর্জ্য সংগ্রহাধার বা বিনগুলো এক মিটার ব্যাস ও এক মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট হয়। কংক্রিটের বিন বিভিন্ন সাইজের হয়। তবে সাধারণত প্রস্থ ও উচ্চতায় এক মিটার এবং দৈর্ঘ্য দুই মিটার হয়। এছাড়া সম্প্রতি স্থানান্তর যোগ্য স্টীলের কন্টেইনার নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। বর্জ্য ভর্তি এসব স্টীলের কন্টেইনার উত্তোলনের জন্য বিশেষ ধরণের ক্রেন যুক্ত গাড়ী ব্যবহার করা হয়। অনিয়মিত সংগ্রহ, যথাযথ স্থানে কন্টেইনার স্থাপন না করা এবং সঠিকভাবে কন্টেইনার ব্যবহার না হওয়ায় এসব কন্টেইনার প্রায় সময়ই জনসমাজে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে। গৃহস্থালি বা কোন প্রতিষ্ঠান হতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য শ্রেণিভিত্তিক পৃথক পৃথকভাবে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডাস্টবিন, কন্টেইনার বা সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশনে রং দিয়ে চিহ্নিত তিন শ্রেণির বর্জ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখা।

সংগ্রহ পথ: বাস্তব পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণে বর্জ্য সংগ্রহের যন্ত্রপাতি ও জনবল দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে সর্বোচ্চ পরিমাণ বর্জ্য সংগ্রহের জন্য সংগ্রহ পথ নির্বাচন করা হয়। তবে, কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের পথ নির্বাচন করার সময় বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত:

- রুটগুলি এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে রাস্তার শুরু এবং শেষ প্রধান সড়কের কাছাকাছি হয়।
- পাহাড়ী এলাকায় সংগ্রহের রুটগুলি ঢালের শীর্ষে শুরু হওয়া উচিত।
- সংগ্রহ রুটের শেষ কন্টেইনারটি শেষ ডাম্পিং সাইটের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়া উচিত।

- যানজটপূর্ণ বা অনেক বেশী পরিমাণে কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন এলাকা থেকে দিনের প্রথমাংশে (যখন যানজট কম থাকে) বর্জ্য সংগ্রহ করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে রাতে বর্জ্য সংগ্রহ করাকে উৎসাহিত করা হয়।
- যে সকল এলাকায় কম বর্জ্য উৎপন্ন হয় সে সব এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহাধারগুলো দূরে দূরে স্থাপন করা যেতে পারে। তবে একই দিনে সকল পয়েন্ট হতে বর্জ্য সংগ্রহ করতে হবে।

কঠিন-বর্জ্য পরিবহন

কঠিন বর্জ্য পরিবহন বর্জ্য পরিবহনের যানবাহন কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যকলাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল উপাদান। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে বর্জ্য পরিবহনের যানবাহন নির্বাচন করা উচিত:

- বর্জ্যের বৈশিষ্ট্য
- সংগ্রহের পদ্ধতি
- রাস্তার ধরণ
- সহজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং খুচরা যন্ত্রাংশের প্রাপ্যতা
- পরিচালনা ব্যয়

বাজারে বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন ধরণের যানবাহন পাওয়া যায়। যানবাহনের চারটি প্রধান ধরণ নিম্নরূপ:

১. কম্প্যাকশন যানবাহন: এই ধরণের বাহনগুলি কম ঘনত্বের বর্জ্য কম্প্যাক্ট করতে পারে, ফলে বর্জ্যের আয়তন কমে যায় এবং প্রতি ট্রিপে বর্জ্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ পরিবহন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

২. সেমি-কম্প্যাকশন যানবাহন: কম্প্যাকশন এবং নন-কম্প্যাকশন যানের মধ্যে পড়ে এবং মাঝারি থেকে উচ্চ-ঘনত্বের বর্জ্যের জন্য উপযুক্ত।

৩. নন-কম্প্যাকশন যানবাহন: এটি ঘন বর্জ্যের জন্য উপযুক্ত এবং এর মাধ্যমে কম্প্যাকশন ছাড়াই গাড়ির ধারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানো যায়। খোলা ট্রাক বা লোড করার জন্য পাশে স্লাইডিং দরজা সহ বন্ধ ট্রাক এই ধরণের যানবাহন। এই ধরণের যানবাহন বাংলাদেশে প্রচলিত।

৪. কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যানবাহন: সংগ্রহের সময় কমাতে বড় কন্টেইনার ব্যবহৃত হয়, যার ফলে যানবাহনের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণঃ একটি যানবাহনের মোট ব্যবহারকাল এবং সেই সাথে যে দক্ষতার সাথে গাড়িটি চালিত হয় তা একটি গাড়ির সামগ্রিক কর্মদক্ষতা নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি গাড়ির ডাউনটাইমের কারণে বর্জ্য সংগ্রহের সময়সূচি বিপর্যস্ত হয় এবং নিয়মিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে ডাউনটাইম কমিয়ে আনা উচিত। প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ এবং যান্ত্রিক গোলাযোগজনিত মেরামতের কাজগুলি অর্ন্তভূক্ত করে সময়সূচি নির্ধারণ করতে হবে। আমদানি করা যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সহজলভ্য নাও হতে পারে এবং এর ফলে

মেরামতে বিলম্ব হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রাখা উচিত।

পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন প্রক্রিয়া

পয়ঃবর্জ্য: পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী পয়ঃবর্জ্য হলো সব ধরনের অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা, যেমন-সেপটিক ট্যাংক, একুয়া প্রিভি, পিট ল্যাট্রিন, কমিউনিটি মাল্টিপল সিস্টেম ইত্যাদি থেকে অপসারণকৃত বর্জ্য। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ প্রযুক্তিসমূহ নিম্নরূপ-

ভ্যাকুয়াম ট্রাক

ভ্যাকুয়াম ট্রাক হলো ভ্যাকুয়াম ট্যাংক এবং পাম্প সহযোগে তৈরি একটি সাধারণ যন্ত্র। ট্রাকের সাথে সংযুক্ত পাম্পটি একটি হোস পাইপের সাথে যুক্ত থাকে। হোস পাইপটি সেপটিক ট্যাংক বা পিটের ভিতরে নামিয়ে দেয়া হয় এবং স্লাজ পাম্প করে ট্রাকের হোল্ডিং ট্যাংকে রাখা হয়। একটি ভ্যাকুয়াম ট্রাক সাধারণত ৫০০ থেকে ৪,০০০ লিটার পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতার হয়ে থাকে। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে সনাতন পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করা যায়।

সুবিধা	সীমাবদ্ধতা
• পয়ঃবর্জ্য শরীরের সংস্পর্শে আসে না বিধায় পয়ঃবর্জ্য অপসারণকারীদের জন্য স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ • অধিক পরিমাণে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করা যায় • পয়ঃবর্জ্য ছিটকে আসার ভয় থাকে না • দ্রুত এবং সাধারণত কার্যকরভাবে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ করা যায় • দুর্গন্ধ কম হয়	• ঘন পয়ঃবর্জ্য পানির সাহায্যে পাতলা করে নিতে হয় • পিটের ময়লা জমে পাইপ আটকে যেতে পারে • মূলধন ব্যয় বেশি • সমস্ত যন্ত্রাংশ এবং উপকরণ স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য নাও হতে পারে • রাস্তার অপ্রশস্ততার কারণে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হতে পারে

গাল্‌পার

গাল্‌পার মূলত খুব সাধারণভাবে ডিজাইন করা একটি স্লাজ হ্যান্ডপাম্প, যা স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ দিয়েও তৈরি করা সম্ভব। গাল্‌পারের হ্যান্ডেল পাম্প করলে তরল স্লাজ পাম্পের মাধ্যমে নিচ থেকে উঠে আসে এবং ট্যাপ বা স্লাজ স্পাউট দিয়ে বের হতে বাধ্য হয়। যান্ত্রিক গাল্‌পারের ক্ষেত্রে প্যাডেল করার মাধ্যমে এবং মোটর চালিত গাল্‌পারের ক্ষেত্রে মোটরের মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য উঠানো হয়। যেসকল এলাকায় রাস্তার অপ্রশস্ততার কারণে ভ্যাকুয়াম ট্রাক ঢুকতে পারে না সাধারণত সে-সকল এলাকায় গাল্‌পার ব্যবহৃত হয়।

গুবিধা	সীমাবদ্ধতা
• দ্রুত নিষ্কাশন করা যায় • তরল বর্জ্য পাম্পের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী • বহনযোগ্য প্রযুক্তি • সহজে প্রবেশযোগ্য নয় এমন স্থান এবং জরুরি অবস্থায় অত্যন্ত কার্যকর • মূলধন ব্যয় কম • রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদা কম, যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য	• পয়ঃবর্জ্য ছিটকে আসার সম্ভাবনা রয়েছে • অ-পচনশীল পদার্থসমূহ পয়ঃবর্জ্যে বেশি পরিমাণে থাকলে তরল স্লাজের প্রবাহ আটকে খালিকরণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় • সংলগ্ন কোনো কন্টেইনমেন্ট নেই • পরিচালনা প্রক্রিয়াটি অগোছালো হতে পারে

পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সংক্রান্ত কতিপয় নির্দেশনা

(১) পয়ঃবর্জ্য অপসারণ, পরিবহন, ইত্যাদির ফি: পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ নং ৭ অনুযায়ী-

- অনসাইট স্যানিটেশনের ব্যবস্থা হতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে তা পরিবহনের জন্য বাড়ি বা ভবন মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদার কর্তৃক প্রদেয় ফিস হার পৌরসভা কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হবে।এ সংক্রান্ত ফিস হার নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে মডেল ট্যাক্স সিডিউল অনুসরণ করতে হবে। মডেল ট্যাক্স সিডিউলে ফিস হার নির্ধারণ করা না থাকলে

পৌর পরিষদ এর অনুমোদন স্বাপেক্ষে ফিস হার নির্ধারণ করতে হবে।

- বস্তি এলাকায় পয়ঃবর্জ্য অপসারণ কাজের জন্য পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত আকারের বিশেষ ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার বা যান দ্বারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পৌরসভা নির্ধারিত বিশেষ মূল্যে সেপটিক ট্যাংক ও টিপ পরিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন কেন্দ্র চালু থাকলে এবং সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য কেন্দ্রে পরিবহন করা হয় তাহলে ফিস নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্রাট্রিন বা অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হবে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ/সংগ্রহ হতে পরিশোধন পযন্ত সকল ধাপে অর্থ ব্যয়ের হিসাব বিবেচনায় আনতে হবে।
- প্রত্যেক বাড়ি বা ভবন মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদারকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও পরিবহন ফিস পৌরসভা কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে পরিশোধ করতে হবে।
- অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ বা পরিবহনের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত অপারেটর কোন বাড়ি বা ভবন মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদারের পৌরসভা কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ফিস এর অতিরিক্ত কোন অর্থ দারি করতে পারবে না।

পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের জন্য নিয়োজিত যানবাহন: পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ নং ৯ অনুযায়ী-

- পৌরসভা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত বা অনুমোদিত ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার বা যান ব্যতীত অন্য কোন যানবাহনে পয়ঃবর্জ্য পরিবহন করা যাবে না। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারীকৃত এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রাধান্য পাবে।
- পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের জন্য প্রত্যেক ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার বা পয়ঃবর্জ্য পরিবহন যান কেবল পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও মানের হতে হবে।
- দক্ষতার সাথে ও নিরাপদে পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের জন্য ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার বা পয়ঃবর্জ্য পরিবহন যান নির্ধারিত সময়ে ও পথে চলাচল করতে পারবে।
- পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহনের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার বা পয়ঃবর্জ্য পরিবহন যানে দৃষ্টি গ্রাহ্যভাবে-
    - সংশ্লিষ্ট পরিবহনকারী বা অপারেটরের লাইসেন্সের কপি বা পৌরসভার অনুমোদন পত্রের কপি প্রদর্শন করতে হবে; এবং
    - হলুদ রংয়ের উপর লাল কালিতে "পয়ঃবর্জ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত" শীর্ষক তথ্য প্রদর্শন করতে হবে।
- পয়ঃবর্জ্য পরিবহন কাজে নিয়েঅজিত প্রত্যেক পয়ঃবর্জ্য পরিবহন যান বা ট্যাংকার পরিবহনকারী বা অপারেটরকে পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের পূর্বে উক্ত বিষয়ে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে।

পরিবহনের ক্ষেত্রে সতর্কতা: পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ নং ১০ অনুযায়ী নিম্নরূপ সর্তকর্তা অবলম্বন করতে হবে-

- পয়ঃবর্জ্য অপসারণ কাজে নিয়োজিত লাইসেন্সকৃত অপারেটর বা ব্যক্তি পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের স্থান হতে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের সময় যাতে কোনভাবেই তরল বর্জ্য নির্গত না হয় বা উপচাইয়া না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে। পৌরসভা কর্তৃক এ সংক্রান্ত প্রটোকল এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।
- পরিবেশ দূষনে রোধ কল্পে পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের সময় প্রত্যেক ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার বা পয়ঃবর্জ্য পরিবহন যানের সাথে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় ডন্ত্রপাতি সংযোজন করতে হবে।

পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহন কাজে নিয়োজিত কর্মীর নিরাপত্তা: পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ এর অনুচ্ছেদ নং ১২ অনুযায়ী কর্মী নিরাপত্তা নিম্নরূপ-

- লাইসেন্সকৃত অপারেটর পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহন কাজে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং অপসারণ, পরিবহন ও তা ফেরার স্থানে নিষ্কাশনে নিয়োজিত কর্মীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।
- লাইসেন্সকৃত অপারেটর বা পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহন কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতি ও সরজ্ঞামাদির ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পযঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহন কাজ চলার সময় প্রয়োজনীয় সরজ্ঞামাদির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে-
    - গ্যাস নিবারক
    - গ্যাস মাক্স ও সার্জিক্যাল মাস্ক

- নিরাপত্তামূলক গিয়ার
- অক্সিজেন সিলিন্ডার যুক্ত অক্সিজেন মাস্ক
- প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম
- নিরাপত্তা বেল্ট
- রাসায়নিক তরল নিরোধক পোশাক
- টর্চ লাইট
- ভারি রাসায়নিক প্রতিরোধক মোজা
- হেড ল্যাম্প সম্বলিত হেলমেট ও নিরাপত্তামূলক চশমা
- জল অভেদ্য বুট জুতা
- এয়ার কম্প্রেসার ও ব্লোয়ার
- এপ্রান ও রেইনকোট

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভালো শিখন

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সিরাজগঞ্জ পৌরসভার একটি নন্দিত কার্যক্রমকে ভালো শিখনের উদাহরণ হিসেবে এখানে উপস্থাপন করা হলো-

পৌর নাগরিকদের গুণগত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ পৌরসভা ডিজিটাল ডাস্টবিন স্থাপন করেছে। ডিজিটাল ডাস্টবিনের মাধ্যমে অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে ময়লা অপসারণ করা হয়। এ ডাস্টবিনের মুখে ঢাকনা থাকার কারণে দুর্গন্ধ ছড়ায় না। আশেপাশের পরিবেশও দূষিত হয় না। সিরাজগঞ্জ পৌরসভার এ নন্দিত কার্যক্রমটি পরিচালনার মাধ্যমে এসডিজি ১১ নং গোল "অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা" এর ৩ নং লক্ষ্যমাত্রা "২০৩০ সালের মধ্যে সকল দেশে অন্তভূর্ক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ন ব্যবস্থার প্রসার এবং অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত ও টেকসই জনবসতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি" এর ২ নং সূচক "নিয়মিত ও গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কাঠামো সংবলিত শহরের অনুপাত" অর্জনে ভূমিকা রাখবে বলে সিরাজগঞ্জ পৌরসভা মনে করে। ডিজিটাল ডাস্টবিন স্থাপন কর্মসূচিটি সিরাজগঞ্জ পৌরসভা গত ২০২২ সাল হতে নিজস্ব অর্থায়নে শুরু করেছে। পর্যায়ক্রমে এটি শহরের নকল ওয়ার্ডে স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। কার্যক্রমটির বিস্তারিত বিবরণসহ একটি ফ্যাক্টসিট নিম্নরূপ-

Waste Management

GOAL To make Sirajganj Municipality a clean, eco-friendly green and livable city.

RELEVANT SDGS

*SDG INDICATORS: 11.6, 11.6.1 ***BENEFICIARIES: 50% OF THE TOTAL CITY POPULATION
SOURCE OF FUND: MUNICIPAL REVENUE SECTOR, CENTRAL GOVERNMENT FUNDING OR DEVELOPMENT PARTNER ORGANIZATION GRANT/DEVELOPMENT

NATIONAL PRIORITY TARGETS

**NPT 31
Ensure 100% industries install and operate waste management system

The management of solid waste is a crucial issue in the city to maintain a healthy and clean-living environment for its resident's waste collection, transportation, recycling, and disposal.

Sustainable Development Goals aligned Good Practices

SDG 11: Sustainable Cities and Communities: Proper waste management contributes to a clean and healthy urban environment, enhancing the quality of life of its residents.

SDG 12: Responsible Consumption and Production: Waste management promotes responsible consumption and production patterns. Encouraging waste reduction, reuse, and recycling initiatives can lead to more sustainable resource management.

Benefits of Waste management

Challenges faced regarding Waste Management

Urban governing institutions are facing difficulties keeping pace with the demand for adequate solid waste management and conservancy services.

Enforcing waste management regulations and ensuring compliance can be difficult due to limited resources and the need for community cooperation

Pilot Approach

Digital Dustbin

Embracing modern technologies, Sirajganj Municipality is on the path towards becoming a smart city. The implementation of the digital dustbin system improves efficiency, transparency, and governance. These advancements not only enhance waste management but also lay the foundation for a more technologically advanced and sustainable urban setting.

Benefits of digital dustbin and achieving SDG

Waste Monitoring- Sensors placed in dustbins could monitor the fill levels, providing real-time data to waste management authorities. This data helps optimize waste collection routes, schedules, and improve operational efficiency.

Preserves Natural Habitats- Proper waste management minimizes littering, open dumping and protects biodiversity.

Way Forward

Comprehensive Waste Management Plan: Outlining short-term and long-term goals, targets, and strategies to improve waste collection, transportation, recycling, and disposal processes.

Public Awareness and Education: Launch extensive public awareness campaigns to educate residents about the importance of waste management, proper waste segregation, and recycling.

Capacity Building and Training: Train municipal staffs and waste management workers in modern waste management techniques and safety practices

*SDG Indicator @ UNITED **NPT 39+1 @ https://sdg.gov.bd/page/thirty_nine_plus_one_indicator/0#1

তথ্যসূত্র:

১। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯

২| https://bn.wikipedia.org/wiki/বর্জ্য

৩। ইসলাম, নুরুল, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, পৌরসভা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, এনআইএলজি, ঢাকা (ফেব্রুয়ারি ২০২১)

৪। সমন্বিত বর্জ্য (পয়ঃবর্জ্য ও কঠিন বর্জ্য) পরিশোধন বিষয়ক ধারণাপত্র, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (নভেম্বর, ২০২২)

৫। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (জুন ২০২৩)

৬। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (জুন ২০২৩)

৭। এনআইএলজি, পৌরসভা প্রশিক্ষণ সহায়িকা, পৌরসভার পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা, (২০১১)

৮। এনআইএলজি ও জিআইজেড কর্তৃক প্রকাশিত Good Practices on SDG Localisation in Urban Areas of Bangladesh (সেপ্টেম্বর ২০২৩)

নমুনা: পৌরসভা স্যানিটেশন উপ-আইন

ভূমিকা/সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এ পৌরসভা'র ভূমিকা ও প্রধান দায়দায়িত্বগুলি বর্ণিত হয়েছে (তৃতীয় ভাগে, দ্বিতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৫০)। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৌরসভার মূল দায়িত্ব ও কার্যাবলী হলো এই আইন এবং অন্যান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে ইহার আওতাধীন এলাকাভুক্ত নাগরিকগণের সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করা, যার মধ্যে স্যানিটেশন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্যতম। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো ২০১৭' পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পৌরসভার দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করেছে। উল্লেখিত আইনে ইহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পৌরসভাকে অষ্টম তফসিলে বর্ণিত যে কোন অথবা সকল বিষয়ে এবং প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক সকল বিষয়ে উপ-আইন তৈরী করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে (৫ম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২২)।

বর্তমানে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এর আওতায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত স্যানিটেশন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন বিধি নাই। তবে স্থানীয় সরকার বিভাগ সময়ে সময়ে এ আইনের আওতায় স্যানিটেশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পরিপত্র বা নির্দেশিকা জারি করেছে, যার মধ্যে পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল'২০১৪, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের আওতা বহির্ভূত পৌরসভার অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় ইমারত/স্থাপনার নকশা অনুমোদন এবং ভবনের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত নির্দেশিকা' ২০১৭; সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারকরণ ও ব্যবস্থাপনায় অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করে নিয়োজিত শ্রমিকদের জানমাল রক্ষাকরণ সংক্রান্ত পরিপত্র' ২০১৭ এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো' ২০১৭ অন্যতম। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পৌরসভা পানি সরবরাহ আদর্শ উপ-আইন' ১৯৯৯ থাকলেও **স্যানিটেশন সংক্রান্ত কোন আদর্শ উপ-আইন নাই**।

দেশের চাহিদা অনুসারে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ ও সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত পরিপত্র ও নির্দেশিকার আওতায় স্যানিটেশন উপ-আইন ২০২৪ প্রণয়ন করা হল। এক্ষেত্রে কুষ্টিয়া পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত স্যানিটেশন উপ-আইনের খসড়ার সহায়তা নেয়া হয়েছে।

পৌরসভা স্যানিটেশন উপ-আইন

------- পৌরসভা, -------

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ------- ২০২৪

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, (২০০৯ সনের ৫৮নং আইন) এর ধারা ১২২ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ------- পৌরসভা নিম্নরূপ উপ-আইন প্রণয়ন করিল, যথা:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক প্রবর্তন।–(১) এই উপ-আইন ------- পৌরসভা স্যানিটেশন উপ-আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ------- পৌরসভা বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে তারিখে নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই উপ-আইনে।-

(ক) 'পৌরসভা' অর্থ ------- পৌরসভা;

(খ) 'ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ এই উপ-আইনের অধীন কার্য-সম্পাদনের জন্য পৌরসভা কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত পৌরসভার কোনো কর্মকর্তা;

(গ) 'পয়ঃবর্জ্য অপসারণ' (desludging) অর্থ পৌরসভার প্রশিক্ষিত স্যানিটেশন কর্মী বা নিবন্ধিত অপারেটর দ্বারা কোন ভবনের স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্যাট্রিন বা বর্জ্য পানি শোধনাগার হইতে জমাকৃত বর্জ্য বা পয়ঃবর্জ্য (sludge/septage) পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে অপসারণ বা স্থানান্তর বা ফেলা (disposal) হয়;

(ঘ) 'তরল বর্জ্য' অর্থ কোনো অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা বা সেপটেজ হইতে পৃথকীকৃত তরল বর্জ্য যাহা স্রোতধারা রূপে প্রবাহিত হয়;

(ঙ) 'পয়ঃবর্জ্য' (faecal sludge) অর্থ অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থায় অপসারণযোগ্য জমাকৃত পয়ঃবর্জ্য বা পয়ঃবর্জ্য সংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু, এবং উক্ত উদ্দেশ্যে সেপটেজ ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) 'ব্যক্তি' অর্থে কোনো একক ব্যক্তি, কোম্পানি, সংস্থা, এজেন্সি, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) 'অপারেটর' অর্থ পয়ঃবর্জ্য অপসারণ, পরিবহন বা পরিশোধন কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(জ) 'সেপটেজ' অর্থ কোনো সেপটিক ট্যাংক বা পিট হইতে অপসারণ যোগ্য তরল পয়ঃবর্জ্য;

(ঝ) 'পরিবহন' অর্থ পৌরসভা বা অপারেটর কর্তৃক অনুমোদিত ভ্যাকুটাগ বা অন্য কোনো পয়ঃবর্জ্য পরিবহন যান দ্বারা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পয়ঃবর্জ্য পরিবহন;

(ঞ) 'লাইসেন্সকৃত অপারেটর' অর্থ পৌরসভা কর্তৃক পয়ঃবর্জ্য অপসারণ, নির্ধারিত স্থানে পরিবহন ও অপসারণ কাজে নিয়োজিত লাইসেন্সকৃত ব্যক্তি বা অপারেটর;

(ট) 'লাইসেন্স' অর্থ পৌরসভা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত পৌরসভার কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক পয়ঃবর্জ্য এবং সেপটেজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোন ধরনের সেবা প্রদানের কাজে প্রদত্ত লাইসেন্স;

(ঠ) 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা' অর্থ পৌরসভা এলাকায় পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ, পরিবহন ও পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ, স্থানান্তর বা ফেলা সংক্রান্ত প্রদত্ত সেবা:

(ড) 'বস্তি' অর্থ পাঁচ (৫) বা ততোধিত গুচ্ছ খানা যাহা বিক্ষিপ্তভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সরকারি, আধা-সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন খালি জমিতে গড়ে উঠে।

(ন) 'অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা' অর্থ স্যানিটেশন অবকাঠামো এমন হোল্ডিং চত্বর থেকে মানুষের পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, মজুত এবং অপসারণ করার জন্য নির্মিত হয় এবং যার মধ্যে রয়েছে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতিসহ বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা

৩। **অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা।**– এই উপ-আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত প্রত্যেক হোল্ডিং বা ভবনে 'অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা' থাকিতে হইবে।

৪। **অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ ও মেরামত, ইত্যাদি।**–(১) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থায় ভবনের টয়লেটের সহিত সোকপিট সম্বলিত পৃথক সেপটিক ট্যাংক থাকিতে হইবে এবং প্রত্যেক সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের আকার হইবে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবহারকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে, এবং উক্ত উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-এর বিধানাবলী বা পৌরসভা কর্তৃক স্বীকৃত প্রকৌশল রীতি-নীতি অনুসরণ ক্রমে প্রতিটি ভবনে সেপটিক ট্যাংক সম্বলিত অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার নকশা প্রণয়নসহ পৌরসভার তালিকাভুক্ত রাজমিস্ত্রি ও প্লাম্বার দ্বারা উহা নির্মাণ ও মেরামত করিতে হইবে।
(২) সাধারণ খানার আধা-পাকা বা কাঁচা ভবনের ক্ষেত্রে পৌরসভা অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী অন্ততপক্ষে টুইন-পিট ল্যাট্রিন প্রযুক্তি বিশিষ্ট অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুবিধাদি নির্মাণ করিতে হইবে।

৫। **অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ ও মেরামতের সহিত জড়িত ডিজাইনার, রাজমিস্ত্রি ও প্লাম্বার তালিকাভুক্তিকরণ, ইত্যাদি।**–(১) পৌরসভা, তৎনির্ধারিত পদ্ধতিতে,

অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি নির্মাণ ও মেরামতের সহিত জড়িত ডিজাইনার, রাজমিস্ত্রি ও প্লাম্বারগণকে তালিকাভুক্ত করিবে এবং পৌরসভা সময় সময়, উক্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য উহাদের সাথে স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশক্রমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

(২) পৌরসভা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন তালিকাভুক্ত রাজমিস্ত্রি ও প্লাম্বারগণের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬। অনসাইট স্যানিটেশন সংরক্ষণ।– (১) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা রহিয়াছে এমন প্রত্যেক হোল্ডিং বা ভবনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদারের দায়িত্ব হইবে উক্ত ব্যবস্থা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা এবং নির্ধারিত নির্মাণজনিত ত্রুটি অথবা স্যানিটেশন ব্যবস্থার স্বাভাবিক কার্যকরণে ব্যর্থতার জন্য উক্ত অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য কোনো খোলা স্থান বা ড্রেনে প্রবাহিত হওয়ার কারণে যাহাতে পরিবেশের দূষণ না হয় উহা নিশ্চিত করা।

(২) গৃহস্থালী বা বাড়ি-ঘর বা ভবন পরিষ্কার বা রান্না, ধোয়া-মোছা ও গোসলের কাজে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত পানি বা কোনো প্রকার কঠিন বর্জ্য কোনো অবস্থাতেই সেপটিক ট্যাংক বা পয়ঃবর্জ্য জমা হয় এমন কোনো স্থানে ফেলা যাইবে না; তবে ডিওয়াটস ব্যবস্থা রহিয়াছে এমন ক্ষেত্রে গৃহস্থালী বা বাড়ি-ঘর বা ভবন পরিষ্কার বা রান্না, ধোয়া-মোছা ও গোসলের কাজে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত পানি সেপটিক ট্যাংক বা উক্ত ব্যবস্থায় ফেলা যাইবে।

৭। বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পে স্যানিটেশন ব্যবস্থা।– (১) বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে, প্রকল্প এলাকায় Water & Sewerage Treatment Plant. Compost Plant ইত্যাদি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান জমি লে-আউট প্ল্যান থাকিতে হইবে যাহা-

(ক) প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী ক্রয় বা সমঝোতার ভিত্তিতে গ্রহণ করিয়া পৌর কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত প্ল্যান্ট তৈরী করিবেন:

(খ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত প্ল্যান্ট বাস্তবায়নে আগ্রহী না হইলে উদ্দ্যোক্তা প্ল্যান্টসমূহ বাস্তবায়নে অন্য কোন দেশী বিদেশী, ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট সংরক্ষিত উক্ত জমি হস্তান্তর করিতে পারিবেন,

(গ) তবে উক্ত রূপেও প্ল্যান্ট করা সম্ভব না হইলে, সেইক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের নিজস্ব খরচে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী BOT (Build-Operate-Transfer) পদ্ধতিতে Water & Sewerage Treatment Plant, Compost Plant, ইত্যাদি নির্মাণের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া ইহা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার, ফ্ল্যাট মালিক সমিতি বা পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিবে।

৮। স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিদর্শন।–(১) পৌরসভা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় নির্ধারিত কোনো ভবন মেরামত বা নতুন ভবন নির্মাণ কালীন, যে কোনো সময়, উক্ত হোল্ডিং বা

ভবনে বা উহার আঙ্গিনায় নির্মিত বা নির্মিতব্য অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, সময় সময়, জারিকৃত এ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান বা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছে কিনা বা নির্মাণ করা হইতেছে কিনা উহা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন পরিদর্শন ও পরীক্ষার সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, পরিদর্শনকৃত ভবন বা ভবনের আঙ্গিনায় নির্মিত বা নির্মিতব্য স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি উক্ত উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত মান অনুযায়ী নির্মাণ করা হয় নাই বা হইতেছে না, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত হোল্ডিং বা ভবনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদারকে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নিজ খরচে উহা পুনঃ নির্মাণ বা সংশোধিতরূপে মেরামত করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এর ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধানাবলী, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বস্তি এবং জনসমাগমস্থলে নির্মিত বা নির্মিতব্য স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইলে উক্ত নির্দেশে কত দিনের মধ্যে উক্ত কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

(৫) এই অনুচ্ছেদের অধীন পরিদর্শনের সময় যদি দেখা যায় যে, কোনো হোল্ডিং এর অভ্যন্তরে ভবন বা উহার আঙ্গিনায় কোনো রকম স্যানিটেশন ব্যবস্থা নাই বা উক্ত ব্যবস্থা থাকিলেও উহা অপর্যাপ্ত রহিয়াছে বা উহা যথাযথভাবে নির্মাণ করা হয় নাই, তাহা হইলে পৌরসভা উক্ত মালিককে বাড়ি বা ভবন বা উহার আঙ্গিনায় উপ-অনুচ্ছেদ (২)এ বর্ণিত মান অনুযায়ী যথাযথ স্থানে নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান পূর্বক নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং বা ভবন মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদার উক্ত নির্দেশ প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবে।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীন নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুনঃনির্মাণ বা এতদসংক্রান্ত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে পৌরসভা, স্বীয় বিবেচনায়, প্রয়োজনীয় সহায়তাসহ কারিগরি পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও অপসারণ, ইত্যাদি

৯। অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য খালিকরণে ভবন মালিক, তত্ত্বাবধায়ক ও দখলদারদের দায়িত্ব।– (১) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা রহিয়াছে এমন প্রত্যেক হোল্ডিং বা ভবনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদার উক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য নিরাপদে নিয়মিত খালিকরণ ও অপসারণ করার জন্য দায়ী থাকিবে এবং তাহাদের দায়িত্ব হইবে-

(ক) নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ বা অপসারণ করা।

(খ) কেবলমাত্র পৌরসভা অথবা পৌরসভা কর্তৃক নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটর বা পৌরসভার তালিকাভুক্ত ও প্রশিক্ষিত পয়ঃবর্জ্য অপসারণ কাজে নিয়োজিত কর্মীর মাধ্যমে এবং পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান এবং অন্যানা খরচ পরিশোধ সাপেক্ষে, স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ বা অপসারণ করা।

(গ) পয়ঃবর্জ্য অপসারণ কাজে নিয়োজিত কর্মীগণকে হোল্ডিং-এর অভ্যন্তরে এবং প্রয়োজনে ভবনে প্রবেশ করিতে এবং নিরাপদে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ করিতে সহযোগিতা করা।

(ঘ) পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ বা অপসারণের ক্ষেত্রে পৌরসভা কর্তৃক ইস্যুকৃত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশাবলী অনুসরণ করা।

১০। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, খালিকরণ, পরিবহন, অপসারণ, ইত্যাদির ফিস।–(১) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে উহা পরিবহনের জন্য হোল্ডিং বা ভবন মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদার কর্তৃক প্রদেয় ফিস/হার পৌরসভা কর্তৃক সময় সময় নির্ধারণ করা হইবে। এ সংক্রান্ত ফিস/হার নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে মডেল ট্যাক্স সিডিউল অনুসরণ করিতে হইবে। মডেল ট্যাক্স সিডিউলে ফিস/হার নির্ধারণ করা না থাকিলে পৌর পরিষদ এর অনুমোদন সাপেক্ষে ফিস/হার নির্ধারিত হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন ফিস নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্যাট্রিন বা অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ হইতে পরিশোধন পর্যন্ত সকল ধাপে অর্থ ব্যয়ের হিসাব বিবেচনা করা যাইবে।

(৩) বস্তি এলাকায় পয়ঃবর্জ্য অপসারণ কাজের জন্য বিশেষ ভ্যাকুট্যাগ দ্বারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পৌরসভা বা পৌরসভা কর্তৃক নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটর কর্তৃক নিয়োজিত অপারেটর কর্তৃক তুলনামূলক স্বল্পমূল্যে সেপটিক ট্যাংক ও পিট পরিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) প্রত্যেক হোল্ডিং বা ভবন মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদারকে পয়ঃ বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও পরিবহন ফিস পৌরসভা কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ বা পরিবহনের জন্য পৌরসভা বা পৌরসভা কর্তৃক নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটর কোনো

হোল্ডিং বা ভবন মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা দখলদারের নিকট পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত ফিস এর অতিরিক্ত কোনো অর্থ দাবি করিতে পারিবে না।

১১। তথ্যভান্ডার।–(১) পৌরসভার আওতাধীন সকল ভবনের তালিকা সম্বলিত তথ্যভান্ডারসহ অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে যথাযথভাবে, সময়মত ও নিয়মিত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য উহার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও কত দিন পর পর উহা খালি করিতে হইবে তৎসংক্রান্ত তথ্য এবং প্রদত্ত ও গৃহীত ব্যবস্থাপনা সেবার তথ্য সম্বলিত একটি তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করিবে।

(২) পৌরসভা বা পৌরসভা কর্তৃক নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপারেটর কর্তৃক পৌরসভার আওতাধীন সকল অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে কার্যকরভাবে পয়ঃবর্জ্য খালি বা সংগ্রহ ও অপসারণ কাজের জন্য উক্ত তথ্যভান্ডার ব্যবহার করিতে হইবে।

১২। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য নিয়োজিত যানবাহন।– (১) এই উপ-আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌরসভা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত বা অনুমোদিত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন যান ব্যতীত অন্য কোনো যানবাহনে পয়ঃবর্জ্য পরিবহন করা যাইবে না, এবং এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারিকৃত এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রাধান্য পাইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন পরিবহন খান পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও মানের হইতে হইবে এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ হইতে নিবন্ধন থাকিতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন পরিবহন যানে আবশ্যিকভাবে- পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের ভ্যাকুয়াম সাকশন এবং নির্গমনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৪) নিরাপদে পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের জন্য ভ্যাকুটাগ বা পয়ঃবর্জ্য পরিবহন যান কেবল পৌরসভা কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পথে ও সময়ে চলাচল করিতে পারিবে।

(৫) পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহনের কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক ভ্যাকুটাগ বা পয়ঃবর্জ্য পরিবহন যানে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট পরিবহনকারী বা অপারেটরের লাইসেন্সের কপি বা, ক্ষেত্রমত পৌরসভার অনুমোদন পত্রের কপি প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(খ) হলুদ রঙের উপর লাল কালিতে 'পয়ঃবর্জ্য পরিবহন কাজে নিয়োজিত' শীর্ষক তথ্য লিপিবন্ধ করিতে হইবে।

১৩। পরিবহনের ক্ষেত্রে সতর্কতা।–(১) পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ বা পরিবহন কার্যে পৌরসভা বা পৌরসভা নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা লাইসেন্সকৃত অপারেটর কর্তৃক পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের স্থান হইতে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের সময় যাহাতে কোনোভাবেই তরল বর্জ্য নির্গত না হয় বা টলকে পড়িয়া না যায় উহা নিশ্চিত করিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) বাস্তবায়নে, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনা অবলম্বনে পৌরসভা কর্তৃক প্রনয়নকৃত এ সম্পর্কিত প্রোটোকল অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে, পয়ঃবর্জ্য পরিবহনের সময় প্রত্যেক ভ্যাকুটাগ বা পয়ঃবর্জ্য পরিবহন যানের সহিত পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত যন্ত্রপাতি সংযোজন করিতে হইবে।

১৪। দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা লাইসেন্সকৃত অপারেটরের দায়-দায়িত্ব।– (১) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ বা উহা পরিবহনের সময় সংঘটিত দুর্ঘটনার জন্য কোনো ব্যক্তি, যানবাহন, সম্পত্তি বা পরিবেশের ক্ষতি হইলে উক্ত ক্ষতির জন্য পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ বা পরিবহন কার্যে নিয়োজিত অপারেটর বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সরাসরি দায়ী থাকিবে।

(২) সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ ও নিষ্পত্তি পৌর পরিষদ নির্ধারিত কমিটি, সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি বা বিশেষ কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(৩) পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ বা উহা পরিবহনের সময় দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অনতিবিলম্বে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও পরিবহন কার্যে নিয়োজিত অপারেটর বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি পৌরসভার দায়িৎপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবে।

১৫। লাইসেন্সকৃত অপারেটর এর দায়িত্ব।– এই উপ-আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌরসভা পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও পরিবহন কার্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা লাইসেন্সকৃত অপারেটর। নিয়োজিত করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপে নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা লাইসেন্সকৃত অপারেটর, অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি, নিম্নবর্ণিত দায়িত্বাবলী প্রতিপালন করিবে, যথা:-

(ক) পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্দিষ্ট মানের পরিবহন যান ব্যবহার করিয়া নিরাপদে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও পরিবহন করিয়া পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পয়ঃবর্জ্য ফেলা বা নিষ্কাশনের (disposal) ব্যবস্থা করা;

(খ) পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ ও পরিবহনের মূল্য নির্ধারনে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত ফি অবলম্বন করা;

(গ) পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও অপসারণ কার্যে নিয়োজিত কর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহ উক্ত কর্মীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করাসহ বীমার ব্যবস্থা করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ও পুনঃব্যবহার, ইত্যাদি

১৬। পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ও নিষ্কাশনের স্থান চিহ্নিতকরণ, অবকাঠামো নির্মান, ইত্যাদি।-(১) পয়ঃবর্জ্য অপসারণ, পরিশোধন বা পুনঃব্যবহারের উদ্দেশ্যে, পৌরসভা বা পৌরসভা নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা লাইসেন্সকৃত অপারেটর বা পৌরসভার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা ক্ষেত্রমত লাইসেন্সকৃত স্যানিটেশন কর্মী কর্তৃক যে স্থানে পয়ঃবর্জ্য ফেলিতে হইবে পৌরসভা সেই স্থান চিহ্নিত ক্রমে নির্ধারণ করিবে।

(২) পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন, পরিশোধন বা, ক্ষেত্রমত পুনঃব্যবহারের সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে, পৌরসভা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত স্থানে সরকার কর্তক নির্ধারিত মান বজায় রেখে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ উহাতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি স্থাপনের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা বা অবকাঠামো নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত, সংগৃহীত ও পরিবহনকৃত পয়ঃবর্জ্য পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে গর্ত বা পরিখা খনন করিয়া সেখানে ফেলিতে হইবে এবং উক্ত গর্ত বা পরিখা পূর্ণ হইয়া গেলে উহা মাটি দ্বারা যথাযথভাবে ঢাকিয়া দিতে হইবে।

১৭। পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ– (১) পৌরসভা বা পৌরসভা নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা লাইসেন্সকৃত অপারেটর কেবলমাত্র পৌরসভা কর্তৃক পয়ঃবর্জ্য ফেলার নির্ধারিত স্থানে এবং নির্ধারিত সময়ে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ করিবে।

(২) পৌরসভা কর্তৃক পয়ঃবর্জ্য ফেলার নির্ধারিত স্থানে পয়ঃবর্জ্য ব্যতীত অন্য কোন বর্জ্য বা অন্য কোন বর্জের সংমিশ্রণ রহিয়াছে এমন পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন বা ফেলা যাইবে না।

(৩) পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পৌরসভা বা পৌরসভা নিয়োজিত দেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা লাইসেন্সকৃত অপারেটর পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন বা ফেলার স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করিবে।

(৪) পৌরসভা বা পৌরসভা নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা লাইসেন্সকৃত অপারেটর পৌরসভা কর্তৃক পয়ঃবর্জ্য ফেলার নির্ধারিত স্থানে পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশন সংক্রান্ত তথ্য পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে বা অনলাইন প্লাটফর্ম অনুসরনক্রমে সংরক্ষন করিবে এবং পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে এবং উপায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জম্য দিবে।

১৮। পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন।–(১) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য পৌরসভা সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিশোধন সুবিধাদি পরিচালনার নিমিত্তে ইজারা প্রদান পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে পৌরসভা প্রয়োজনীয় স্টান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। পয়ঃবর্জ্য পুনঃব্যবহার।–(১) পৌরসভা বা পৌরসভা নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এবং সরকার নির্ধারিত মান অনুসরনক্রমে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক পুনঃ ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে অথবা কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে নির্ধারিত মূল্যে বা বিনামূল্যে সরবরাহ করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত পরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য পুনঃব্যবহার করা সম্ভব না হইলে পৌরসভা বা পৌরসভা নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি উহা সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপসারন করিতে পারিবে।

(৩) কৃষি কার্যে সরাসরি অপরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য ব্যবহার ও পুনঃব্যবহার করার ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকি থাকার বিষয়ে কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করাসহ এতদ প্রয়োজনে পরিশোধিত 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা যাইবে।

(৪) কৃষি কার্যে পুনঃব্যবহার যোগ্য পরিশোধিত উপজাত দ্রব্য বা কম্পোষ্ট বাজারজাত করিবার জন্য সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে অথবা এইরুপ লাইসেন্স আছে এমন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যম বাজারজাত করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
লাইসেন্স, নিবন্ধন, ইত্যাদি

২০। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কার্য পরিচালনার জন্য লাইসেন্স।– (১) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহন কার্য পরিচালনা করিতে চাহিলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পৌরসভা হইতে অপারেটর হিসেবে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন লাইসেন্সের জন্য ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান-কে, পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, পৌরসভার মেয়র/নির্বাহী কর্মকর্তা বা পৌরসভা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, সচিব বা পৌরসভার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কৃত আবেদন সম্পর্কে মেয়র/নির্বাহী কর্মকর্তা বা পৌরসভা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, সচিব বা পৌরসভার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী এই উপ-আইন অনুযায়ী লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনুচ্ছেদ ১৯-এ বর্ণিত শর্ত বা মানদন্ড প্রতিপালনে সক্ষম, তাহা হইলে তিনি আবেদনটি সংশ্লিষ্ট বর্জা-ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পৌর পরিষদ এর অনুমোদন ক্রমে, উহা মঞ্জুর করতঃ আবেদনকারী বরাবর লাইসেন্স ইস্যু করিবে এবং আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অপারেটর লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া অভিহিত হইবে।

(৪) লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে, পৌরসভা লাইসেন্সকৃত অপারেটর এর নিকট হইতে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত অংকের পারফরমেন্স গ্যারান্টি লইতে পারিবে।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে উহা প্রদানের তারিখ হইতে ১ বৎসর বা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত সময়কাল এবং উক্ত লাইসেন্স, পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান/পরিশোধ সাপেকে নবায়ন যোগ্য হইবে।

(৬) এই অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পৌরসভা কর্তৃক সরাসরি পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহন সেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

২১। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কার্য পরিচালনার লাইসেন্স ইস্যুর শর্ত।–(১) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীকে একজন আইনগত ব্যক্তিসত্তা হইতে হইবে।

(২) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীর মালিকানাধীন বা অনুমোদিত ভাড়া চুক্তির অধীন পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত মানের ভ্যাকুটাগ বা অনুরূপ অন্য কোনো পরিবহন যান থাকিতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন পরিবহন যান আবশ্যিকভাবে এই উপ-আইনের অনুচ্ছেদ ৯-এ উল্লেখিত মানের হইতে হইবে।

(৪) আবেদনকারীকে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হইবে যে,

(ক) পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন ফিস নির্ধারনে এই উপ-আইনের অনুচ্ছেদ ৮-এ উল্লেখিত বিধানাবলী অনুসরন করিবে;

(খ) সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিবহন ও অপসারনের ক্ষেত্রে উপ-আইনের অনুচ্ছেদ ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৫ -এ উল্লেখিত বিধানাবলী অনুসরন করিবে;

(গ) পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মী যথাযথভাবে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হইবে এবং এই উপ-আইনের অনুচ্ছেদ ২৫-এ উল্লেখিত শর্তাবলী অনুসরণ করিবে;

(ঘ) পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত ছক বা অনলাইন প্লাটফর্ম অনুসরণক্রমে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কার্য সম্পর্কীত তথ্য নির্ধারিত সময়ে প্রদান করিবে।

২২। লাইসেন্সের জন্য আবেদন আহ্বান।– পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ও পরিবহনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আবেদন আহ্বান করার ও উক্ত রূপ আবেদনের সময় নির্ধারণ করিয়া উহার ওয়েবসাইট ও বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে পারিবে।

২৩। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন কার্য পরিচালনার লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ।– (১) পৌরসভা কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা লাইসেন্স প্রাপ্ত অপারেটরের কার্যাবলী ও ভ্যাকুটাগ বা পয়ঃবর্জ্য পরিবহন। যান যথাযথ নিয়মে পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন পরিদর্শন ও পরীক্ষার পর যদি পৌরসভার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সাইসেন্স প্রাপ্ত অপারেটরের অনুচ্ছেদ ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৫-এ উল্লেখিত বিধানাবলী প্রতিপালিনে সক্ষম নয় এবং উত্তার কার্য দ্বারা পৌর এলাকার জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে পৌরসভা উক্ত অপারেটরকে নোটিশ প্রদান করিয়া সতর্ক করিতে পারিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন সতর্কতা সত্বেও অপারেটর উল্লেখিত শর্ত প্রতিপালনে সক্ষম না হইলে পৌরসভা উক্ত লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ অথবা উহার আওতায় পরিচালিত নির্দিষ্ট এক বা একাধিক পরিবহন যান ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি টয়লেট ও স্থল টয়লেট স্থাপন, ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি

২৪। পাবলিক টয়লেট স্থাপন, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।– (১) পৌরসভা উহার এখতিয়ারাধীন এলাকায়, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এর বিধানাবলী ও পৌরসভা কর্তৃক স্বীকৃত প্রকৌশল মানদন্ড অনুসরণক্রমে, জনসমাগম স্থলে নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক ও পর্যাপ্ত সংখ্যক অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্বলিত টয়লেট ব্যবস্থা স্থাপন করিবে; এবং উক্তরূপ পাবলিক টয়লেট সংস্থাপনের ক্ষেত্রে পৌরসভা, প্রয়োজনে সরকার বা অন্য কোনো উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে বা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এর মাধ্যমে স্থাপনা নির্মাণ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা। এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, (ক) "জনসমাগম স্থল" অর্থে পৌরসভা এলাকার জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত কোনো উন্মুক্ত স্থান, মার্কেট, পাবলিক বিল্ডিং, সরকারি রাস্তা, ফুটপাত, এভিনিউ বা স্কয়ার, উন্মুক্ত স্থান, বাস টার্মিনাল, পাবলিক পার্ক, বাগান, হাট-বাজার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) "পাবলিক টয়লেট" অর্থ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য, পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত্ব ফিস প্রদানের বিনিময়ে বা ফিস প্রদান ব্যতীত, জনসমাগম স্থলে পৌরসভা বা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত বা স্থানান্তরযোগ্য টয়লেট।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন পাবলিক টয়লেট স্থাপন বা নির্মাণ, টয়লেট পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এ সংক্রান্ত কোনো আইন ও বিধি-বিধান থাকিলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কোনো পাবলিক টয়লেটি স্থাপন করা হইলে পৌরসভা বা পৌরসভা নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান উক্ত টয়লেট এর রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা করিবে।

(৪) পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত পাবলিক টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৌরসভা, সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সময় সময়, জারিকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী,

(ক) কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট এক বা একাধিক পাবলিক টয়লেট সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জন্য ইজারা প্রদান করিতে পারিবে, বা

(খ) এতদ উদ্দেশ্যে গঠিত কোনো কমিটির মাধ্যমে উহা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

(৫) জনসমাগম স্থলে স্থাপিত প্রত্যেক পাবলিক টয়লেটে

(ক) সার্বক্ষণিক প্রবহমান পানি, হাত ধোওয়ার জন্য সাবান, স্যান্ডেল, র‍্যাক, বাকেট, সেলফ এর সংস্থান রাখিতে হইবে;

(খ) নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সহজ ব্যবহার নিশ্চিত করিতে উপযুক্ত সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(গ) স্থানীয় চাহিদা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে;

(ঘ) ব্যবহারকারীর যথাযথ নিরাপত্তার অবস্থা থাকিতে হইবে;

(৬) জনসমাগমস্থলে স্থাপিত প্রত্যেক পাবলিক টয়লেট পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ব্যাপী সকলের ব্যবহারের জনা খোলা রাখিতে হইবে এবং দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) পৌরসভা টয়লেটের অবস্থান, সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা, ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া সময় সময়, প্রত্যেক পাবলিক টয়লেটের ব্যবহার ফি নির্ধারণ করিবে এবং পৌরসভা। বা পৌরসভা নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কোনোক্রমেই পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত ফি এর অতিরিক্ত কোনো অর্থ আদায় করিতে পারিবে না।

(৮) পৌরসভা বা পৌরসভা নিয়োজিত সেরকারী প্রতিষ্ঠান পাবলিক টয়লেট এর ব্যবহার ফি এর তালিকা ব্যবহারকারীর দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২৫। বস্তিবাসী বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপন, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।- (১) পৌরসভা উহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় স্বয়ং প্রয়োজনে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডের বিধান, পৌসভা কর্তৃক স্বীকৃত প্রকৌশল মানদণ্ড অনুসরণক্রমে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বস্তিবাসী বা দরিদ্র জনগোষ্ঠী জন্য দুই পিট সম্বলিত বা সেপটিক ট্যাংকসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন করিবে।

(২) কমিউনিটির টয়লেট- এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাতে উহা নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের উপযোগী হয়।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন স্থাপিত কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন কার্যক্রম উহার ব্যবহারকারী পরিবারের আর্থিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে হইতে হইবে এবং ব্যবহারকারীদের মধ্য হইতে এতদ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন গঠিত কমিটি উক্তরূপ কমিউনিটি টয়লেট পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সময় সময়, জারিকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং উপ-আইনের বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা করিবে।

(৫) পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা থাকা সাপেক্ষে পৌরসভা তৎকর্তৃক স্থাপিত কমিউনিটি টয়লেটে প্রবাহমান পানির সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করিবে, এবং এক্ষেত্রে ব্যবহৃত পানির ফি এতদ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি প্রদান করিবে।

(৬) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে গড়িয়া উঠা বস্তির মালিক, তত্ত্বাবধায়ক ও দখলধারের দায়িত্ব হইবে উক্ত জমিতে অবস্থিত কমিউনিটি টয়লেট এর রক্ষণাবেক্ষণ করা, অথবা ব্যবহারকারীদের মধ্য হইতে এতদ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ব্যাখ্যা।-এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "কমিউনিটি টয়লেট" অর্থ অনুর্ধ্ব পাঁচটি পরিবারের জন্য যথাযথ স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও সেপটিক ট্যাংক সম্বলিত টয়লেট।

২৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপন, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।-(১) পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সময় সময়, জারিকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পৃথক টয়লেট এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিজ খরচে উক্ত ল্যাট্রিন বা টয়লেট এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ তৎসংশ্লিষ্ট সেপটিক ট্যাংক হইতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা করিবে।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মীত প্রত্যেক টয়লেটে

(ক) হাত ধোওয়ার জন্য বেসিন, উহাতে সার্বক্ষণিক প্রবহমান পানি, এবং হাত ধোওয়ার জন্য সাবান এর সংস্থান রাখিতে হইবে;

(খ) ভিন্নভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের সহজ ব্যবহার নিশ্চিত করিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা থাকা সাপেক্ষে পৌরসভা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মীত টয়লেটে প্রবাহমান পানির সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করিবে, এবং এক্ষেত্রে ব্যবহৃত পানির ফি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদান করিবে।

সপ্তম অধ্যায়
অনসাইট স্যানিটেশন নিয়োজিত কর্মীর নিরাপত্তা, ইত্যাদি

২৭। অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিয়োগকারীর দায়িত্ব।- (১) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মান, মেরমত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, অপসারণ, ইত্যাদির কাজে নিয়োজিত কর্মীর কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে তাহাদের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মীর নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি অথবা তাহাদের পক্ষে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে,

(ক) অন্ততপক্ষে নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতি ও নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি কর্মীগণের ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে, যথা:

১) গ্যাস নিবারক;

২) গ্যাস-মাস্ত ও সার্জিক্যাল ফেসমাস্ক;

৩) অক্সিজেন সিলিন্ডারযুক্ত অক্সিজেন মাস্ক;

৪) প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম;

৫) নিরাপত্তা বেল্ট;
৬) রাসায়নিক তরল নিরোধক পোষাক;
৭) টর্চ লাইট;
৮) ভারি রাসায়নিক প্রতিরোধক হাতমোজা;
৯) হেড ল্যাম্পসম্বলিত হেলমেট ও নিরাপত্তামূলক চশমা;
১০) জল অভেদ্য বুট জুতা;
১১) এয়ার কম্প্রেসর ও রোয়ার;
১২) এপ্রন ও রেইনকোট;
১৩) পৌরসভা কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য সরঞ্জামাদি।

(খ) সময় সময়, কর্মীগণের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নির্দেশনা অবহিতকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) পৌরসভা কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার নির্দেশনা পালন করিতে হইবে।

(ঘ) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করা হইতেছে কিনা উহা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর আওতায় বর্ণিত কর্মী বা কর্মীগণকে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি অথবা তাহাদের পক্ষে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক যদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নির্দেশনা অবহিতকরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তবে সেই ক্ষেত্রে দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীর অবহেলায় কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার জন্য নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তি দায়ী থাকিবে না।

২৮। কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ।-(১) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী উক্ত কর্মীদের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

পরিকল্পনা, জনেসচেতনতা, প্রশাসনিক বিষয়াদি, ইত্যাদি

২৯। পৌরসভার দায়িত্ব, গাইডলাইন প্রণয়ন ও সেবার মূল্য বা ফি নির্ধারণ।-(১) এই উপ-আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌরসভা, অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে, নিম্নরুপ দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:

(ক) স্যানিটেশন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহার বাস্তবায়ন তদারকি করা;

(খ) স্যানিটেশন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত অবকাঠামো উন্নয়ন;

(গ) স্যানিটেশন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক তথ্য সম্বলিত তথ্যভান্ডার তৈরি, সংরক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করা;

(ঘ) স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে টয়লেট ব্যবহার এবং নিয়মিত ও পরিবেশসম্মত উপায়ে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ সেবা গ্রহন বিষয়ে হোল্ডিং ও ভবন মালিকসহ পৌর এলাকাধীন সকল নাগরিকগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঙ) বস্তিবাসী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল ২০২০-এর আলোকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ এবং সেবা প্রাপ্তির মূল্য বা ফি নির্ধারন করা।

(২) এই উপ-আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পৌরসভা নিম্নবর্ণিত গাইডলাইন প্রণয়ন ও জারি করিতে পারিবে, যথা:

(ক) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার সহিত নিয়োজিত স্যানিটেশন কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা গাইডলাইন;

(খ) ভ্যাকুটাগ বা পয়ঃবর্জ্য পরিবহন যান পরিচালন গাইডলাইন;

(গ) পাবলিক টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ গাইডলাইন;

(ঘ) বস্তি বা নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য স্থাপিত কমিউনিটি টয়লেটের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ গাইডলাইন;

(ঙ) এই উপ-আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যে কোন গাইডলাইন।

(২) পৌরসভা, সময় সময়, স্যানিটেশন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত সেবার মূল্য ও ফি আরোপ করিতে পারিবে, অথবা পরিবর্তন করিতে পারিবে, যথা:

(ক) সেবা পাইবার জন্য আবেদনপত্রের মূল্য;

(খ) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা হইতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন ফি;

(গ) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য অপসারণ ফি;

(ঘ) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় নিয়োজিত অপারেটরদের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন ফি;

(ঙ) পাবলিক টয়লেট সেবা ব্যবহার ফি;

(চ) এই উপ-আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের প্রয়োজনে প্রদানকৃত যেকোন সেবার মূল্য বা ফি।

৩০। মাষ্টারপ্ল্যান ও কর্ম পরিকল্পনা।–(১) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা উহার মাস্টার প্ল্যানে পরিশোধনাগারসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পৌরসভা পৌর এলাকার সকল বস্তিবাসী ও দরিদ্র জনগণের জন্য একটি স্যানিটেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পৌরসভা পৌর এলাকার সকল জনসমাগম স্থল চিহ্নিতপূর্বক সেই সকল স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পবিলিক টয়লেট নির্মানের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩১। জন সচেতনতা বৃদ্ধি।-(১) পৌরসভা এবং, ক্ষেত্রমত, পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ, পরিবহন কার্যে নিয়োজিত অপারেটর, অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা, নিরাপদ ও নিয়মিত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ, নিরাপদ পরিবহন এবং পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে উহা নিষ্কাশনসহ স্যানিটেশন সংক্রান্ত সামগ্রিক বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) জন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর বিধিবিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া উল্লেখপূর্বক পৌরসভা সংশ্লিষ্ট স্থাপনার দৃশ্যমান জায়গায় নোটিশ/ সতর্কতামূলক নির্দেশনা প্রদর্শন করিতে পারিবে।

(৩) সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, পৌরসভা সরকারি, বেসরকারি, শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩২। প্রশাসন ও বাস্তবায়ন।-(১) এই উপ-আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের দায়িত্ব পৌরসভার মেয়র/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা পৌরসভা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, সচিব বা পৌরসভার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৩৩। পরিদর্শনের বিশেষ ক্ষমতা।-এই উপ-আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, পৌরসভা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা পৌরসভার এলাকাধীন বাড়ি বা ভবন ও উহাদের আঙ্গিনা বা প্রাঙ্গন, ভ্যাকুটাগ পয়ঃবর্জ্য পরিবহন যান ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা পরিচালনার সুবিধাদি পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত চেকলিষ্ট অবলম্বনে পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিতে পারিবে।

৩৪। শাস্তি।– যদি কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি অথবা তাহাদের পক্ষে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই উপ-আইনের কোনো বিধান লংঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ

এবং তদ্‌জন্য তিনি স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন)-এর ধারা ১০৯ এর বিধানানুযায়ী দন্ডিত হইবেন।

তফসিল-১

ফরম ১ক

(উপ-আইনের ২৭ (ক) দ্রষ্টব্য)

সেপটিক ট্যাংক/ পিট পরিষ্কারের জন্য পৌরসভার আবেদন ফরম।

--------- পৌরসভা কার্যালয়

মূল্য : ২০/-

আবেদন পত্র নং-

বরাবর,

মেয়র

জেলা:

বিষয়: সেপটিক ট্যাংক/ পিট পরিষ্কারের জন্য আবেদন।

জনাব,

নিবেদন এই যে, আপনার পৌর এলাকায় আমার/আমার প্রতিষ্ঠানের একটি/একাধিক ভবন অবস্থিত। উক্ত ভবনের সেপটিক/পিট-এ জমাকৃত পয়ঃবর্জ্য খালি করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

নাম/ প্রতিষ্ঠানের নাম : ... ...

হোল্ডিং নম্বর : ... ... রোড : ... ...

পাড়া/এলাকা : ... ... ওয়ার্ড নম্বর : ... ...

ফোন : ... ... মোবাইল নম্বর : ... ...

বিল্ডিং ব্যবহারের ধরন : ১. আবাসিক ২. বাণিজ্যিক ৩. শিল্প ৪. অফিস ৫. শিক্ষা ৬. ধর্মীয়

যেটি পরিষ্কার করাতে চাই : [ ] সেপটিক ট্রাংক [ ] পিট

সেপটিক ট্যাংকের বিবরণ		**পিটের বিবরণ**
দৈর্ঘ্য	: ... ... ফুট	পিটের সংখ্যা : ..... পিটের ব্যাস : ..... ফুট
প্রস্থ	: ... ... ফুট	
গভীরতা	: ... ... ফুট	গভীরতা : ..... ফুট বা প্রতি পিটে রিংয়ের সংখ্যা ... ... টি

সেপটিক ট্যাংক বা পিটটি নিয়মিত কতজন ব্যবহার করে : ..... জন
ইতোপূর্বে কবে খালি করা হয়েছে : ..... তারিখ ..... মাস ..... বছর। ☐ মনে নাই/জানি না।

তারিখ : .....
আবেদন

কারীর স্বাক্ষর

ফরম ১খ

(উপ-আইনের ২৭ (ক) দ্রষ্টব্য)

সেপটিক ট্যাংক/পিট এ্যাসেসমেন্ট ফর্ম

------- পৌরসভা, -------

আবেদন পত্র নং : ... ...

আবেদনকারীর নাম : ... ...

হোল্ডিং নম্বর : ... ... রোড : ... ...

ওয়ার্ড নম্বর : ... ... মোবাইল নম্বর : ... ...

টাইপ : ☐ সেপটিক ট্যাংক ☐ পিট

কোন ধরনের ভ্যাকুটাগ প্রবেশযোগ্য : ... ... লিঃ ☐ ভ্যাকুটাগ প্রবেশযোগ নয়।

রাস্তা থেকে সেপটিক ট্যাংক/ পিট এর দূরত্ব : ..... ফুট

সেপটিক ট্যাংকের বিবরণ **পিটের বিবরণ**

দৈর্ঘ্য : ... ... ফুট

প্রস্থ : ... ... ফুট

গভীরতা : ... ... ফুট

পিটের সংখ্যা : .....

পিটের ব্যাস : ..... ফুট

গভীরতা : ..... ফুট

বা প্রতি পিটে রিং : ... ... টি

মোট আয়তন : ... ... ঘনফুট

কতটি ট্রিপ এর প্রয়োজন হতে পারে? ... ... টি

কতটুকু খালি করতে চায় : ... ... ট্রিপ বা ... ... রিং

অগ্রিম : ... ... টাকা প্রদান করেছে।

সুপারিশ করা হল/হল না :	সুপারিশ করা হল/হল না :
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ : ... ...

ফরম ১গ

(উপ-আইনের ২৭ (ক) দ্রষ্টব্য)

সেপটিক ট্যাংক/ পিট পরিষ্কার সেবা গ্রহণকারীর মতামত গ্রহণ ফর্ম

------- পৌরসভা, -------

আবেদন পত্র নং : ... ...

আবেদনকারীর নাম : ... ...

উত্তর না হলে কেন? ... ...

...

ফরম ১৬

লগ বই নং	তারিখ	ভ্যাকুটাগ নং	আউট টাইম	ইন টাইম	সর্বমোট কিলোমিটার	জ্বালানি খরচ	মিটার রিডিং	মেরামত খরচ	স্বাক্ষর

ভ্যাকুটাগ লগ বই

ফরম ২ক

(উপ-আইনের ২৭ (খ) দ্রষ্টব্য)

ইমারত/স্থাপনার নকশা অনুমোদন কমিটির সভায় উপস্থাপনযোগ্য নকশার মন্তব্যসহ চেকলিষ্ট :

------- পৌরসভা কার্যালয়,

-------।

--------- পৌরসভার অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় ইমারত/স্থাপনার নকশা অনুমোদন কমিটির সভায় উপস্থাপনযোগ্য

নকশার মন্তব্যসহ চেকলিষ্ট:

নকশা দাখিলকারীর নাম : ... ...

ঠিকানা : ... ...

পিতা/স্বামী পিতা : ... ...

ওয়ার্ড নং : ... ... থানা : ... ... জেলা : ... ... ভোটার আইডি কার্ডের নম্বর : ... ...

মৌজা : ... ..., জে. এল নং : ... ..., খতিয়ান নং : (সি.এস/এম.আর.আর) ... ...

দাগ নং (পুরাতন/নতুন) : ... ... জমির পরিমাণ : ... ... একর।

ডকেট নং ও তারিখ : ... ...

অনুসরণীয় বিষয়সমূহ : দাখিলকৃত নকশার প্রাপ্ত বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	আছে	নাই	মন্তব্য
১।	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ এর তফসিল-১ এ নির্ধারিত ফরমে আবেদন (পৌরসভা হতে ইস্যুকৃত)			
২।	আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত দলিলাদি			
	(ক) BNBC (Bangladesh National			

	Building Code) অনুযায়ী			
	(১) কি প্ল্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
	(২) সাইট প্ল্যান			
	(৩) বিল্ডিং প্ল্যান			
	(৪) সার্ভিস প্ল্যান			
	(৫) স্পেসিফিকেশন			
	(৬) নির্মাণ তদারকি কাজে নিয়োজিত প্রকৌশলীর সম্মতিপত্র			
	(খ) সাত ফর্দ নকশা			
	(গ) জমির মালিকানা প্রমাণের জন্য			
	(১) দলিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
	(২) ডি সি আর খারিজ খতিয়ান			
	(৩) পর্চা			
	(৪) হাল সনের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ এর প্রমান পত্র			
	(৫) হাল সনের পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের রশিদ			
	(ঘ) যোগ্যতা সম্পন্ন প্রকৌশলী কর্তৃক Soil Test Report			
	(৬) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র			
ক্রমিক নং	**বিবরণ**	**আছে**	**নাই**	**মন্তব্য**
৩।	ভবন নির্মাতা কর্তৃক নিয়োজিত প্ল্যান প্রণয়ন ও সুপারভিশন প্রকৌশলী এবং নির্মাতা সুপারভিশন এর ও নির্মাণ এর দায়-দায়িত্বের (সকল প্রকার) অঙ্গীকারনামা			
৪।	(ক) নকশা প্রণয়নকারীর কারিগরি যোগ্যতা			

	(খ) নকশা প্রণেতার স্বাক্ষর			
	(গ) পেশাজীবি সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর			
	(ঘ) পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও ছায়ালিপি			
	(ঙ) নকশা প্রণয়নকারীর যোগাযোগের ঠিকানা			
	(চ) নকশা প্রণয়নকারীর প্রতিষ্ঠান এর মালিকের স্বাক্ষর			
	(ছ) নকশা প্রণয়নকারীর NID ছায়ালিপি			
৫।	ভবনের মালিক/ডেভেলপার Architectural, Structural Electrical. Plumbing & Fire Fighting নকশা বিশেষজ্ঞ স্থপতি, প্রকৌশলী অথবা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদনের মাধ্যমে কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্তে কমিটির সভাপতি/সদস্য-সচিব বরাবর দাখিল করবেন। কমিটি এতদ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ স্থপতি, প্রকৌশলী অথবা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষর ও প্রত্যয়ন যাচাই করবে।			
৬।	নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট উল্লেখ ভবন মালিক ও সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার যৌথ অঙ্গীকার নামা দাখিল করবেন।			
	(ক) ভবন নির্মাণ অনুমতি পত্র প্রাপ্তির পর ভবনের লে-আউট প্রদানের সময় ভবনের মালিক সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার এর উপস্থিত থাকা নিশ্চিত করবেন।			
	(খ) প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত নির্মাণের পর সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার এবং ভবনের মালিকের যৌথ স্বাক্ষরে নির্ধারিত ফরমে একটি প্রতিবেদন কমিটি বরাবর প্রেরণ করবেন।			
	(গ) প্রতিটি ফ্লোরের ছাদ ঢালাই করার পর মালিক ও সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার এর যৌথ স্বাক্ষর একটি করে কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন কমিটি বরাবর প্রেরণ করবেন।			
	(ঘ) নির্মাণ চলাকালীন পার্শ্ববর্তী ভবন, অবকাঠামো এবং জনগণের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে			

	না। এ ছাড়াও রাস্তা, ড্রেন এবং ফুটপাতের উপর কোনো নির্মাণ সামগ্রী রাখা যাবে না।			
	(ঙ) ইমারত আংশিক বা সম্পূর্ণ নির্মাণ হবার পর বসবাস বা ব্যবহারের পূর্বে বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদনের অঙ্গীকার এবং নিম্নলিখিত দলিল এবং নকশাদি পৌরসভায় দাখিলের নিশ্চয়তা প্রদান।			
	(১) সুপারভিশন প্রকৌশলী কর্তৃক কার্য সমাপ্ত প্রতিবেদন			
	(২) কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্থাপত্য নকশার ভিত্তিতে নির্মিত ইমারতের নকশা			
	(৩) ইমারত সেবা সংক্রান্ত সকল নকশা এবং			
	(৪) ইমারত সংক্রান্ত Test Report যেমন Cylinder Test Report এবং MS Rod Test Report সহ প্রতিবেদন উল্লেখিত নকশার অপর্যাপ্ত তা উপযুক্ততার দায়ভার সংশ্লিষ্ট পেশাজীবিদের (স্থপতি ও প্রকৌশলীর) উপর বর্তাবে।			
	(চ) ভবনটি পৌরসভা কর্তৃক পরিদর্শন শেষে অনুমতির পূর্বে ব্যবহারযোগ্য হবে না।			
	(ছ) যে উদ্দেশ্যে ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভবন ব্যবহৃত হবে না।			

ফরম ২খ

(উপ-আইনের ২৭ (খ) দ্রষ্টব্য)

প্ল্যান ফরম

------- পৌরসভা কার্যালয়:

প্ল্যান ফরম:

Building Construction Act 1952 (E B.Act II of 1953) এর Section 3 এবং 3c এর অধীন ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অধ্যাদেশের বিধি মোতাবেক ইমারত নির্মাণ, পুনঃ নির্মাণ/সীমানা দেওয়াল এর অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্রের ফরম

ক্রমিক নং- তারিখ- মানি রিসিট নং- টাকার পরিমাণ-

১। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের পূর্ণ নাম : ... ...

২। পিতা/স্বামীর নাম : ... ...

৩। আবেদনকারী/আবেদনকারীগলের পূর্ণ ঠিকানা : ... ...

(ক) বর্তমান/ডাক যোগাযোগের ঠিকানা : ... ... ফোন/মোবা ... ...

(খ) স্থায়ী ঠিকানা : ... ...

৪। যে দাগের জমিতে ইমারত নির্মাণ করা হইবে উহার বিবরণ:-

(ক) পৌরসভার/গ্রাম/মহল্লা/উন্নয়নকৃত এলাকার নাম : ... ...

(খ) মৌজার নাম/ব্লক নং/সেক্টর নং : ... ...

(গ) ওয়ার্ড নং : ... ... পৌরসভার হোল্ডিং না : ...

(ঘ) রাস্তার নাম : ... ...

(ঙ) দাগে আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের অংশের পরিমাণ : ... ...

(চ) আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ কি সূত্রে সাইটের জমি অর্জন করিয়াছেন : (মালিকানার প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে) : ... ...

(ছ) জমি সংক্রান্ত কোনরূপ মোকদ্দমা আছে কিনা? হ্যাঁ ☐ না ☐

৫। সাইটের বিবরণ-

(ক) সাইটের আয়তন (ক্ষেত্রফল):

(খ) সাইটের চৌহদ্দী (বাস্তব পরিমাণ):

উত্তরে : ... ... ফুট/মিটার ... ... ইঞ্চি/সে.মি., দক্ষিণে : ... ... ফুট/মিটার ... ... ইঞ্চি/সে.মি.

পূর্বে : ... ... ফুট/মিটার ... ... ইঞ্চি/সে.মি., পশ্চিমে : ... ... ফুট/মিটার ... ... ইঞ্চি/সে.মি.,

(গ) ইমারত দ্বারা সাইটের যে পরিমাণ স্থান আচ্ছাদিত হইতে তাহার বিশদ বিবরণ-

১ম তলা : ... ... বর্গফুট/বর্গমিটার। ২য় তলা : ... ... বর্গফুট/বর্গমিটার

৩য় তলা : ... ... বর্গফুট/বর্গমিটার। অন্যান্য তলা : ... ... বর্গফুট/বর্গমিটার।

৬। সাইটে পূর্ব নির্মিত কাঁচা/পাকা ইমারতের (যদি থাকে) বিবরণ-

(ক) পূর্ব নির্মিত ইমারতের সংখ্যা ও তদ্বারা বেষ্টিত স্থানের পরিমাণ : ... ...

(খ) প্রস্তাবিত ইমারত অনুমোদিত হইলে পূর্ণ নির্মিত ইমারতের কোনো অংশ ভাংগিতে হইবে কিনা এবং হইলে তদ্বারা বেষ্টিত স্থানের পরিমাণ :

৭। এলাকার বিভিন্ন সেবা-সুযোগের বিবরণ-

(ক) পানি সরবরাহ লাইন আছে কিনা : হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) গ্যাস সরবরাহ লাইন আছে কিনা : হ্যাঁ ☐ না ☐

(গ) পয়ঃনিষ্কাশন লাইন আছে কিনা : হ্যাঁ ☐ না ☐

(ঘ) প্রস্তাবিত ইমারতের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকওয়েলের ব্যবস্থা আছে কিনা : হ্যাঁ ☐ না ☐

বি. দ্র.- (১) এলাকার নকশায় (সাইট প্ল্যানে) চিহ্নিত স্থানে, রাস্তা-ঘাট, পয়ঃপ্রণালী, ইত্যাদির জন্য কমপক্ষে ৪ ফুট জায়গা উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং নির্মাণ কার্যের ভিত্তি পৌরসভার রাস্তা অথবা জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা হইতে কমপক্ষে ৫′-০ দূরে করিতে হইবে। এলাকা উন্নয়নের জন্য অন্যান্য সরকারি সংস্থার আইন মোতাবেক ভূমি অথবা এলাকা উন্নয়ন কর দিতে হইবে।

(২) কমপক্ষে ৬ (ছয়) সিট ব্লু প্রিন্ট/এ্যামোনিয়া প্রিন্ট জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) প্রস্তাবিত সেপ্টিক ট্যাংক ও সোকওয়েলের অবস্থান ও নকশা অবশ্যই দেখাইতে হইবে।

(৪) ৫ তলা বা ততোধিক ইমারতের ক্ষেত্রে রিভাইজড প্ল্যানের জন্য ইতোপূর্বের ভিত্তি অবশ্যই পরীক্ষা অন্তে ভারবহন যোগ্য কিনা তাহা নিশ্চিতকরণ সহ বি.এস.সি. ইঞ্জিনিয়ার (পূর্ত) কর্তৃক সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে এবং নতুন ও ৫ তলা ও ততোধিক তলার ক্ষেত্রে বি.এস.সি. ইঞ্জিনিয়ার (পূর্ত) কর্তৃক সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৫) ৫ তলা বা ততোধিক ইমারতের ক্ষেত্রে সয়েল টেষ্ট রিপোর্ট সহ বি.এস.সি. ইঞ্জিনিয়ার (পূর্ত) কর্তৃক ডিজাইন সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

আমি ..... ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন এর অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় নকশার ..... ফর্দ এতদসংগে সংযুক্ত করতঃ ঘোষণা করিতেছি যে, সংযুক্ত নকশা ইমারত নির্মাণ নীতিমালা ১৯৯৬ মোতাবেক প্রণীত এবং এই আবেদন পত্রে বর্ণিত তথ্য ও সংযুক্ত নকশার সমস্ত বিবরণ সত্য। এতদসহ আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এর ত্রুটির জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিব এবং নকশা বহির্ভূত কোনো নির্মাণ কার্য করিব না। বিধায় উক্ত নকশা অনুমোদনে নির্মাণ কার্য আরম্ভ করিবার অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি।

আদেনকারী/আবেদনকারীনির স্বাক্ষর

তারিখ .....

সংযুক্ত কাগজপত্রের বিবরণ:

১।
২।
৩।
৪।
৫।

ফরম ২গ

(উপ-আইনের ২৭ (খ) দ্রষ্টব্য)

দাখিলকৃত প্রস্তাবিত প্রাচীর/ইমারত নির্মাণ/অনুমোদন/নবায়ন পত্র

মেয়রের কার্যালয়

------- পৌরসভা

স্মারক: তারিখ: .....

বরাবর:

.....

.....

.....

বিষয় : আপনার দাখিলকৃত প্রস্তাবিত প্রাচীর ইমারত নির্মাণ/নবায়ন এর জন্য আবেদন।

আপনার ..... খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত নীল নকশায় দেয় ..... নং হোল্ডিংটির মালিক হিসেবে আপনার নাম পৌর নথিভুক্ত আছে। উক্ত হোল্ডিংটির উপর প্রস্তাবিত প্রাচীর/ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/নবায়ন এর জন্য যে নীল নকশা দাখিল করিয়াছেন তাহা নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন/নবায়ন করা হইল।

১) প্রস্তাবিত ইমারতের সংজ্ঞা পরিকল্পনা (লে-আউট) দেয়ার দিন তারিখ ও সময়ে অন্তত ৭ (সাত) দিন পূর্বে পৌরসভাকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

২) পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুমোদিত পরিকল্পনা (লে-আউট) শুরু করিতে হইবে।

৩) অনুমোদিত নীল নকশা অনুযায়ী, ইমারত/প্রাচীর নির্মাণ না হইলে পৌর কর্তৃপক্ষ প্রচলিত অধ্যাদেশ নিয়ম বিধি ও উপবিধি মোতাবেক নকশার অনুমোদন প্রত্যাহার ও সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। এই উদ্দেশ্যে নির্মাণ কাজ স্থগিত করা সহ অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গিয়া নেয়ার ক্ষমতা পৌরসভা সংরক্ষণ করেন।

৪) প্রতিটি ফ্লোরের ছাদ ঢালাইয়ের পর মালিক ও সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ারের যৌথ স্বাক্ষরে একটি করে কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন পৌরসভায় দাখিল করিতে হইবে।

৫) নির্মাণ চলাকালীন পার্শ্ববর্তী ভবন, অবকাঠামো এবং জনগণের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাইবে না।

৬) সরেজমিনে উপস্থিত প্রকৌশলীর লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তাবিত ইমারত প্রাচীর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ নবায়ন/অনুমোদনের তারিখ হইতে ..... ইং তারিখের মধ্যে নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিতে হইবে। যথা সময়ের মধ্যে নির্মাণ কার্য সমাপ্ত না হইলে নবায়ন ফি জমা প্রদান করিয়া অসমাপ্ত কাজের জন্য পুনরায় অতিরিক্ত সময় কালের জন্য নকশা নবায়ন করিতে হইবে এবং নবায়নের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মাণ করিতে হইবে।

৭) নির্মাণ কাজ করার সময় পৌর বিধি মোতাবেক জায়গা বাদ দিয়া নির্মাণ কাজ করিতে হইবে।

৮) অনুমোদিত সময় সীমার মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করিয়া পৌরসভাকে লিখিতভাবে অবশ্যই অবহিত করিতে হইবে।

৯) ..... ইং তারিখ পর্যন্ত নকশা নবায়ন করা হইল।

National Institute of Local Government

(NILG)
29, Agargaon, Sher-e Bangla Nagar, Dhaka-1207.
www.nilg.gov.bd

Memo No: 46.18.0000.002.01.009.18/170 Date: 19.06.2023.

Subject: Reviewing the Training Manual on Safe Sanitation (SDG 6.2) for municipalities.

Municipal Association of Bangladesh (MAB) is conducting the project of Municipalities Network Advocacy on Sanitation in South Asia (MuNASS) phase-2. Under this project, MAB proposed NILG to update the training materials i.e. handbooks, modules, manuals prepared by NILG for municipal related various training courses on sanitation. NILG has agreed to update the contents on sanitation and related management of that training materials developed by NILG, which will help to achieve Safe Sanitation of SDG 6.2.

02. In view of the proposed review of the the contents of Sanitation and related Management training materials prepared by NILG for conducting various municipal courses, the following review team has been formed:

Sl. No.	Name & Designation
1.	Director General, NILG
2.	Director (Training & Consultancy), NILG
3.	Representative from LGD at the level of Joint Secretary
4.	Joint Director (Training & Consultancy), NILG
5.	Representative from LGD at the level of Deputy Secretary
6.	Mrs. Kamrun Naher, Assistant Director, NILG
7.	Representative from MAB-WSS

03. ToR for review team:

(a) The team will review the existing contents of sanitation and related management training modules of NILG, align it with SDG 6.2 and submit their report to DG, NILG;

(b) Any other business related to safe sanitation modules for Pourashava's of Bangladesh.

(C) All relevant cost will be borne by MAB.

04. A budget for the review is attached herewith for necessary action for MAB.

05. This is for your kind information and necessary action as deemed suitable at your end.

19.06.2023

Md Sobur Hossain
Director (Joint Secretary)
(Training & Consultancy)

Mr. Parimal Kumar Dev
Chief Executive Officer
Municipal Association of Bangladesh (MAB)

Copy for kind information:

1. PA to DG, NILG

Estimated Budget for training material reviewing

A total of 234300/- (including 10% overhead charge) will be required for the training handbook updating activities. The cost breakdown is as follows-

Sl. No.	Description	Amount
1.	Remuneration/honorarium for team members: @11000/- each member for 3 days for 3 three working days for 6 persons (11000/-*3 days*6 persons)	198000.00
2.	Meeting Refreshment: 3 meeting at 5000/per meeting (5000/-*3)	15000.00
	Total	213000.00
3	Overhead charge: 10% of total cost	21300.00
	Grand total	232300.00

In Words: Tk. Two Lac thirty two thousand three hundred only.

19.06.2023

মোঃ সবুর হোসেন
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরামর্শ)
বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

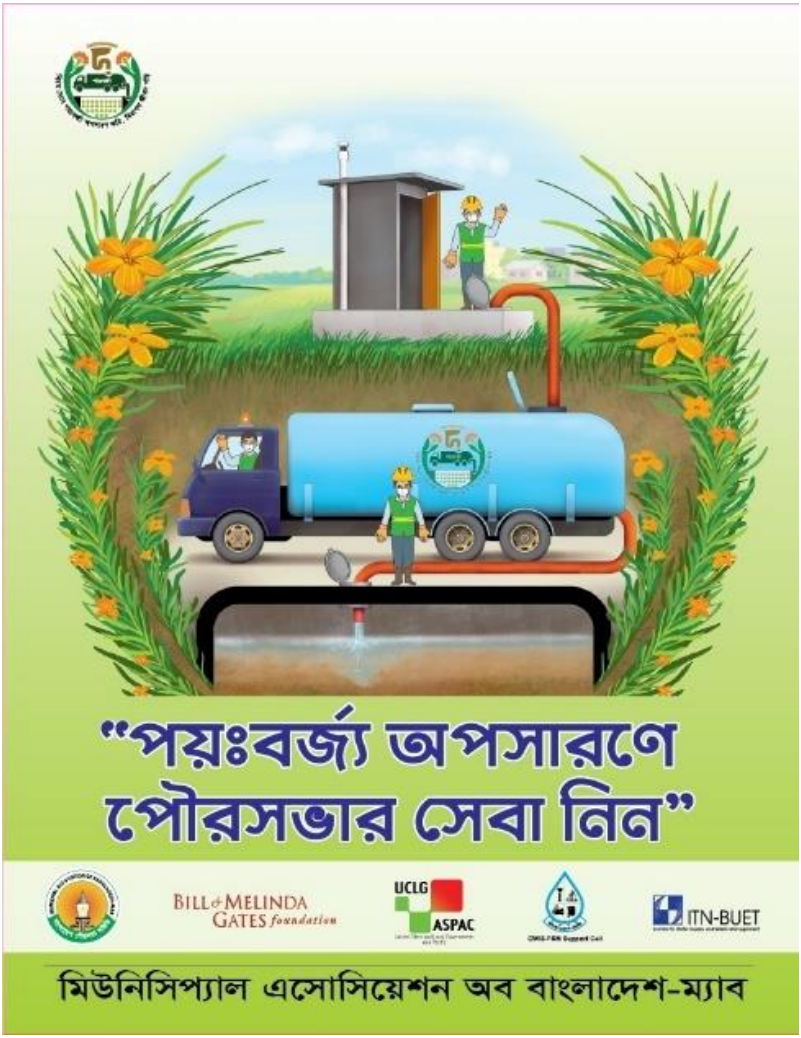

সহযোগিতায়:

	UCLG ASPAC United Cities and Local Governments Asia-Pacific	Gates Foundation